আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শুভেচ্ছা

বড়দিন আর ইংরেজী নতুন বছর-২০২৪ উপলক্ষ্যে বাংলা পত্রিকা'র সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা।
-সম্পাদক

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ || সংখ্যা ১৩ || সোমবার || পৌষ ১০ || ১৪৩০ || জমাদিউস সাঃ ১১ || ১৪৪৫ || Vol. 28 || Issue 13 || December 25 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

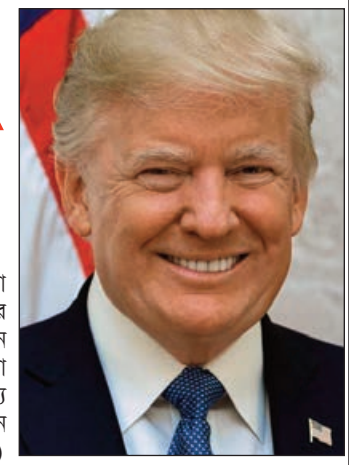
আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণায় রিপাবলিক শিবিরে

আমেরিকার রাজনীতিতে নতুন হিসাব-নিকাশ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কলোরাডো রাজ্য থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট গত ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার এই রায় দিয়েছে। তিনিই প্রথম সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনঃনির্বাচনে অযোগ্য ঘোষিত হলেন। সাংবিধানিক বিদ্রোহের ধারার উল্লেখ করে আদালত ৪-৩ ভোটে ট্রাম্পকে ফের প্রেসিডেন্ট হওয়ার লড়াইয়ে অযোগ্য ঘোষণা করা হলো। গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেন জয়ী হওয়ার পর তিনি তার সমর্থকদের দিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে হামলা চালানোর উস্কানির জন্য ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করেছে আদালত। এদিকে ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণায় রিপাবলিক শিবিরে তোলপাড় **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**

ট্রাম্পকে বিচারের বাইরে রাখা উচিত নয় : বাইডেন

বাইডেনের ৮৮৬ বিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বিলে স্বাক্ষর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগামী অর্থ বছরের জন্য শুক্রবার ৮৮৬.৩ বিলিয়ন ডলারের পরিমাণে অর্থবছর ২০২৪ জাতীয় প্রতিরক্ষা বিল অনুমোদন আইনে স্বাক্ষর করেছেন। **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

আ.লীগ-স্বতন্ত্র সংঘাত অব্যাহত, হামলা-ভাঙচুর আগুন গুলি

ভোটার টানতে যত কৌশল

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপিসহ রাজপথের বিরোধীহীন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করা। কয়েক বছর ধরে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এসব নির্বাচন। এবার সেই অপবাদ ঘুঁচাতে চায় শাসক দল। যেকোনো মূল্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের হার বাড়াতে নেয়া হয়েছে নানা কৌশল। ভোটার আনতে লাখ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে একটি নির্বাচনী এলাকায়। ভোটকেন্দ্রে আসতে ভোটারদের নানা ধরনের হুমকি দেয়া হচ্ছে প্রার্থীদের তরফে। ভোটকেন্দ্রে না গেলে সরকারি সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেয়ার কথাও বলছেন কোনো কোনো নেতা। ভোটারদের কেন্দ্রমুখী করতে সরকারি দলের নেতাদের কিছু কৌশল প্রকাশ্যে **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

শেখ হাসিনা ৫ বছর পর শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন

ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে সোমবার (২৫ ডিসেম্বর) রংপুরে আসছেন রংপুরের বধূ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার (২৪ ডিসেম্বর) সকালে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক মাজেদ আলী বাবুল প্রধানমন্ত্রী রংপুরে আসার বিষয়টি জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল ২৬ ডিসেম্বর রংপুরে আসছেন। এটি দলীয় ফোরাম থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলা কলেজ মাঠে রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) আসনের নৌকার প্রার্থী আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরী ডিউকের নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন। এরপর তিনি রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনে নৌকার প্রার্থী **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**



ওভার পোলিসিং বিলে ক্ষিপ্ত মেয়র অ্যাডামস পাশ করলো সিটি কাউন্সিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস প্রকাশ্য বিবাদে জড়ালেন সরকারি কৌঁসুলি জুমান উইলিয়ামসের সঙ্গে। বিতর্কিত সিটি কাউন্সিল পোলিসিং বিল নিয়েই এই দ্বন্দ্ব। 'হাউ মেনি স্টপস' এই ডাক নামে আনা বিলটি একেবারেই পছন্দ নয় মেয়র অ্যাডামসের। সে বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেছেন সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। তাতে তিনি এক হাত নিয়েছেন সরকারি কৌঁসুলি জুমান **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক প্রতিনিধি দল ঢাকায়

ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের (এনডিআই) পাঁচ সদস্যের একটি কারিগরি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

Tax & Consulting Services

for Individual and Businesses

Southeast USA Group Inc.



OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services

(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

৩-এর পৃষ্ঠা

নন কমপ্লিট অ্যাগ্রিমেন্ট নিষিদ্ধ করতে বিলে সই নিউইয়র্ক গভর্নর

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল ক্রিসমাস দ্বের আগে একটি বিলে সাক্ষর করলেন যা এখন থেকে নিউইয়র্কারদের জন্য চাকরি ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দেবে।প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো কোম্পানিতে একই ধরনের কাজ নিয়ে যাওয়া প্রতিরোধে এই চুক্তিটি করা হয়। যা বাতিল করতেই বিলটিতে সই করলেন গভর্নর। মধ্য আয়ের ও নিম্ন আয়ের কর্মীদের জন্য এই নন-কমপিট অ্যাগ্রিমেন্ট বাতিল হওয়া জরুরি। অধিকারে ভারসাম্য আনতে এমন একটি আইন নিশ্চিত করতে আমি বদ্ধপরিকর, এক ভেটো পত্রে একথা বলেন হোকুল।শ্রমিক সংগঠনগুলো এই বিলে অবশ্যই খুশি হবে, কারণ দীর্ঘ দিন ধরে তারা বলে আসছিলেন এই চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এই ধরনের চুক্তি সাধারণত উচ্চপর্যায়ে নির্বাহীদের ক্ষেত্রেই হয় তবে যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রতি ৫ জনে ১ জন এই চুক্তিতে আবদ্ধ।প্রায় ৩০ কোটি কর্মী নন কমপিট চুক্তিবদ্ধ হয়েই তাদের কাজ করছেন।

কাতারে মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজরুল ইসলামের গণ সংবর্ধনা









MIJAN REAL ESTATE LTD.

Reg. No. C-187784

মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419



Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050

EXIT REALTY PRIME
ThInkIng of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com

Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন

ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৩৮৯ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

জনপ্রিয়

TiME television

www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

Redmint TV | jadoo | BTV AROUND THE GLOBE | desh IPTV

Everest | NETcable | STAR | BLUE BOX

SKY CABLE | myCable | YUPPTV | WorldCable

Jago bd.com

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

আজ শুভ বড়দিন

আজ শুভ বড়দিন। দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে এই দিনে খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক মহামানব যিশু জেরুজালেমের কাছে বেথেলহেমের এক গোয়ালঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যায়-অত্যাচার ও পাপাচারে নিমজ্জিত মানুষকে সুপথে আনার জন্যই যিশু আবির্ভূত হয়েছিলেন। যিশুর জন্মদিন তাই শুধু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য নয়, সারা মানবজাতির জন্যই একটি উলেখযোগ্য ঘটনা।

যিশুখ্রিস্ট সারা জীবন আর্তমানবতার সেবা, ত্যাগ ও শান্তির আদর্শ প্রচার করে গেছেন। হিংসা-দ্বেষ ভুলে তিনি সবাইকে শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। খ্রিস্টীয় মতে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র এবং জগতের সব মানুষের ত্রাণকর্তা। প্রতি বছর সারা বিশ্বের মতো দেশে দেশে আজ সাড়ম্বরে ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়ে থাকে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় এই উৎসবটি।

বড়দিনের কর্মসূচি শুধু আনন্দ-উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি কখনো। কিন্তু এবারের বাস্তবতা ভিন্ন। এবার সারা বিশ্বেই কভিড বাস্তবতায় উদযাপিত হচ্ছে বড়দিন। বিশ্বমারি কভিড-১৯ পৃথিবীকে এক বড় ধরণের ধাক্কা দিয়েছে। আজ তাই উৎসবের আমেজের মধ্যেও থাকছে প্রিয়জন হারানোর বেদনা।

যিশুখ্রিস্ট পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের দেখিয়েছেন আলোকিত পথ। তিনি বঞ্চিত-লাঞ্ছিত মানুষকে দিয়েছেন বাঁচার অনুপ্রেরণা। মানবজাতিকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে তিনি ফেরাতে চেয়েছিলেন মমতা, ভালোবাসা ও ক্ষমাশীলতার পথে। মানবসেবার অন্যতম আদর্শ তিনি। যিশুর পথ ছিল সংযম, সহিষ্ণুতা ও ভালোবাসার। মানুষের নৈতিক দৈন্যের কারণে সারা বিশ্বে আজ হিংসা, হানাহানি ও অশান্তি বেড়েই চলেছে।

বড়দিনের বাণী এই দৈন্য ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠার জন্য। প্রতিটি ধর্মেরই মূল বাণী হলো মানবতাবোধ। বড়দিন উপলক্ষে যে প্রেম ও আশার বাণী প্রচার করা হয়, তারও মূলে রয়েছে মানবতা। বাংলাদেশে হাজার বছর ধরে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এক সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করে আসছে বলেই সব স্রোত এক ধারায় এসে মিলিত হয়ে বাঙালী সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী।

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী অত্যাচারী শাসক হেরোদ রাজার শাসনাধীন জেরুজালেমের বেথেলহেমে মাতা মেরির গর্ভে যিশুর জন্ম হয়। মুক্তিদাতা হিসেবে যিশুর জন্মলাভের কথা বাইবেলের পুরনো নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে বর্ণিত ছিল। আর যিশুর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপলাভ করে।

তাই যিশুর জন্মের অনেক আগে থেকেই ইসরায়েল জাতি এমন এক ভাববাদীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করত, যিনি তাদের রাজনৈতিকভাবে মুক্ত করবেন। তারা ভেবেছিল যিশু হয়তো বা কোনো রাজপরিবার কিংবা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যিশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক দরিদ্র পরিবারে এবং একটি গোশালায়। অন্যদিকে ঈশ্বরপুত্র হিসেবে যিশুকে প্রথম চিনতে পেরেছিল প্রান্তিক শ্রেণির দরিদ্র মানুষই। কোনো জ্ঞানী শিক্ষিত মানুষ নয়। এর মধ্য দিয়ে আমরা দুটি বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারি প্রথমত, সৃষ্টিকর্তার কাছে ধনী-দরিদ্র সবাই সমান। তিনি নির্যাতিত, নিপীড়িত, অসহায় মানুষের পক্ষ নিয়ে থাকেন।

বড়দিন শুধু একটি উৎসবই নয়, সৌহার্দ্যের উদাহরণ সৃষ্টি করার দিন। বড়দিন প্রত্যেক মানুষকে শান্তি, প্রেম ও সম্প্রীতির শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করুক, এটাই সবার কাম্য। পৃথিবী থেকে বিদায় নিক হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদের মতো নিকৃষ্ট সব চিন্তাধারা। আজ এ পবিত্র উৎসবের দিনে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ উৎসব সবার জন্য আনন্দময় হয়ে উঠুক। ভালোবাসার বিস্তার ঘটাক সবার মনে। মারিমুক্ত বিশ্বের প্রার্থনা করি আমরা। শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধনে মহিমান্বিত হোক শুভ বড়দিন।

বড়দিন

॥ রাকেশ রাউত ॥

সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে উৎসব হলো মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে কোন উৎসব মানুষকে জীবনের ইঁদুর দৌড়ের চূড়ান্ত ব্যস্ততা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে দেয়। উৎসব যে ধরনেরই হোক না কেন প্রত্যেকটি উৎসবের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন প্রত্যেক উৎসবে মানুষ প্রতিদিনকার ব্যস্ততা দূরে সরিয়ে রেখে আনন্দে মেতে ওঠে। সেজন্যেই পৃথিবীর বেশিরভাগ উৎসবের সঙ্গে কোন না কোন ধর্মের সংযোগ থাকলেও বলা হয় ধর্ম যার যার, কিন্তু উৎসব সবার। কারণ আনন্দের যেমন কোন ধর্ম নেই, তাই উৎসব উদযাপনেরও কোন ধর্ম হয় না।

পৃথিবীতে এমন বেশ কিছু উৎসব রয়েছে যে গুলির উদযাপনকালে সমগ্র বিশ্বজুড়ে মানুষ জাতি-ধর্ম ভুলে একই দিনে একই সাথে আনন্দে মেতে ওঠে। খ্রিস্টান ধর্মের উৎসব বড়দিন এ ক্ষেত্রে অন্যতম। প্রতিবছর ২৫ ডিসেম্বর বিশ্ব জুড়ে এই দিনটি পালন করা হয়। প্রাচ্য দেশগুলিতে এই দিনটি বড়দিন নামে পরিচিত হলেও পাশ্চাত্যে এটি ক্রিসমাস নামে পরিচিত।

বড়দিনের ইতিহাস:

সাধারণভাবে খ্রিস্টান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিশ্বাস করে এই দিনেই ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল। এই উপলক্ষেই প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর তারিখটিকে যীশুর জন্ম জয়ন্তী হিসেবে পালন করা হয়। তবে এখনো যিশুখ্রিস্টের ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে আদিযুগীয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস এই দিনে যীশুখ্রীষ্ট মাতা মেরির গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। এই দিনটির ঠিক নয় মাস পরে আসলে যিশুখ্রিস্টের জন্ম হয়। তারা এই দিনটিকে যিশুখ্রিস্টের পৃথিবীতে আগমনের দিন হিসেবে উদযাপন করার পক্ষপাতী। আবার অনেকে ২৫ ডিসেম্বর তারিখকে নিতান্তই একটি ঐতিহাসিক রোমান উৎসবের দিন বলে মনে করেন। তবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব যাই হোক না কেন পৃথিবী জুড়ে এই দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হয় এবং খ্রিস্ট ধর্মের মানুষ এই দিন থেকে শুরু করে ১২ দিন ব্যাপী ক্রিসমাসটাইড উৎসব পালন করে।

শব্দগত ব্যুৎপত্তি:

২৫ ডিসেম্বর দিনটি বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত হবার পিছনে রয়েছে এই নামগুলির শব্দগত ব্যুৎপত্তি। সাধারণভাবে ইংরেজিতে ক্রিসমাস বা খ্রিস্টমাস শব্দটির উৎপত্তি 'খ্রিষ্টের মাস' শব্দবন্ধ থেকে।

এইখানে মাস বলতে অর্থ হিসেবে উৎসব বোঝানো হয়। এর আদিমতম ইংরেজি হলো Cristes mæsse. আবার অন্যদিকে প্রাচীন গ্রীক ভাষায় 'X' হলো 'Christ' শব্দের প্রথম অক্ষর। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে খ্রিস্ট শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বোঝাতে 'X' অক্ষরটি ব্যবহৃত হতে থাকে। সেই থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই দিনটি 'এক্স মাস' নামেও পরিচিতি পায়।

অন্যদিকে বাংলায় এই দিনটিকে 'বড়দিন' বলার কারণ হিসেবে আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর তারিখ থেকে দিন ক্রমশ বড় এবং রাত ছোট হতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জনৈক অধ্যাপক বলেছিলেন মর্যাদার দিক থেকে বড় হওয়ার কারণে এই দিনটিকে বড়দিন বলা হয়ে থাকে।

বড়দিনের অনুষ্ঠানসমূহ:

ইতিহাস কিংবা শব্দগত ব্যুৎপত্তি যাই হোক না কেন কোনো উৎসবের প্রকৃত প্রাণ লুকিয়ে থাকে সেই উৎসবটির উদযাপনের মধ্যে। বিশ্বজুড়ে ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দিনটির ব্যাপক ভাবে উদযাপন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় এইদিন নানা অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে। কোথাও মহাসমারোহে পালন করা হয় যীশুর জন্মোৎসব, আবার কোথাও বা নানা জাঁকজমকপূর্ণ কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। বিশ্বজুড়ে সকল গির্জা গুলিকে অতি সুন্দর সাজে সাজিয়ে তোলা হয়। কোথায় আবার আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মীয়-পরিজন এর মধ্যে চলে উপহার দেওয়া নেওয়া। মানুষ এই দিনে যিশুখ্রিস্টের জন্ম দিবস উপলক্ষে কেক কাটে; ভোজসভার আয়োজন হয় পাশ্চাত্য বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়।

বড়দিন পালনের প্রকারভেদ:

বিশ্বজুড়ে বড়দিনের প্রচলিত সাধারণ সংস্কারগুলির সঙ্গে লোকাচার জড়িত হয়ে এই দিনটি উদযাপন এর মধ্যে বৈচিত্র্য এনে দেয়। এই বৈচিত্রের কারনেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বড়দিন উদযাপনের ধরনগুলিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন ক্যাথলিক দেশগুলিতে বড়দিনের আগের দিন ধর্মীয় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

আবার অন্যান্য দেশগুলিতে সান্তাক্লজ এবং অন্যান্য প্রমোদমূলক চরিত্রগুলিকে নিয়ে মূলত ধর্মনিরপেক্ষ শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়ে থাকে। কোন কোন দেশ যেমন বড়দিন উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময় করে, তেমনি কোন দেশ আবার উপহার বিনিময়ের জন্য ৬ ডিসেম্বর কিংবা ৬ জানুয়ারীকে বেছে নেয়। বিশ্বজুড়ে আয়োজিত হওয়া ভোজসভা গুলির চরিত্রের ক্ষেত্রেও পার্থক্য দেখা যায়। আবার কোথাও ভোট সভা উপলক্ষে পরিবেশিত হয় ১২ রকমের মাছ; কোন কোন দেশে আবার ভোজসভায় উপলক্ষে পরিবেশন করা হয় আলু, শাক-সবজি, সসেজ, পুডিং ও ফ্রুট কেক। ফিলিপিন্সে আবার ক্রিসমাস উপলক্ষে আয়োজিত পথসভায় প্রধান খাদ্য হলো হ্যাম। তবে ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে তৈরি বিশেষ ধরনের চকলেট সারা পৃথিবী জুড়েই সকল মানুষের প্রিয় খাদ্য।

সাধারণভাবে খ্রিস্টান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিশ্বাস করে এই দিনেই ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল। এই উপলক্ষেই প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর তারিখটিকে যীশুর জন্ম জয়ন্তী হিসেবে পালন করা হয়। তবে এখনো যিশুখ্রিস্টের ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে বড়দিন:

ভারতীয় উপমহাদেশে পালিত হওয়া বড়দিনের একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র চরিত্র রয়েছে। সুদীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকার কারণে দেশের শহরাঞ্চলে বড়দিন পালন উপলক্ষে ব্রিটিশ আদব-কায়দাগুলিই অধিক মাত্রায় প্রচলিত। ব্রিটিশদের মতন এই দিনে এ দেশেও ফ্রুট কেক খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া জাতি-ধর্ম ভুলে এই দিন ভারতের মানুষ সেজে গুজে রাস্তায় বেরোয়।

শহরাঞ্চলে রাস্তাগুলি সেজে ওঠে অভূতপূর্ব সব আলোকসজ্জায়। শহরতলী তো বটেই, এমনকি গ্রাম থেকেও বহু মানুষ এই উদযাপন দেখার জন্য শহরে পাড়ি জমায়। এছাড়া ভারতীয় যেসব উপজাতির মানুষ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তারা এই দিনটিকে তাদের ঈশ্বরের জন্মদিন বলে পালন করে। অত্যন্ত দরিদ্র এই সকল মানুষ সাধারণ ঘরে তৈরি খাবার দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করে থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বড়দিন উদযাপনে বিভিন্ন উপজাতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়াও লক্ষ্য করা যায়।

বড়দিনের স্যান্টাক্লজ:

বড়দিনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে স্যান্টাক্লজ-এর নাম। ছোটদের কাছে উপহার পৌঁছে দেওয়ার প্রবাদ নিয়ে এই ব্যক্তিত্ব বড়দিন উদযাপনে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অনেকের মতে স্যান্টাক্লজ নামটি ডাচ সিন্টারক্লাস নামের অপভ্রংশ, যার সাধারণ অর্থ হলো সেন্ট নিকোলাস। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তুরস্কের মীরার বিশপ সেন্ট নিকোলাস শিশুদেরকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

তিনি প্রতিনিয়ত তার অঞ্চলের শিশুদের পোশাক আশাক, পড়াশোনা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন। এই খোঁজখবরের দ্বারা শিশুটির মূল্যমান যাচাই করে তিনি নির্ধারণ করতেন সেই শিশু পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য কিনা। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশপ সেন্ট নিকোলাস এর নাম নেদারল্যান্ডে পরিচিতি লাভ করে এবং দক্ষিণ ইউরোপে তার নামে উপহার আদান-প্রদানের ঐতিহ্য চালু হয়ে যায়। যদিও আধুনিক যুগে স্যান্টাক্লজ-এর ঐতিহ্যের এই জনপ্রিয়তার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের অবদান সর্বাধিক।

বড়দিন পালনের সামাজিক গুরুত্ব:

অন্য সকল উৎসবের মতই বড়দিন পালনেরও একটি বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বব্যাপী পালিত হওয়া এই উৎসবে সর্বস্তরের মানুষের যোগদানের ফলে মানুষে মানুষে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

মানুষ তার প্রতিদিনকার ব্যস্ততা ভুলে একদিন সমষ্টিগত এই আনন্দ উৎসবে অংশ নেওয়ার ফলে আদপে সমগ্র সমাজের সার্বিক মানসিক চরিত্রে নবশক্তিবিধান হয়। তাছাড়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ, উঁচু-নিচু সকল ভেদাভেদ ভুলে একটি আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশ নেওয়ার ফলে সমাজে পারস্পারিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

বড়দিন উদযাপনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

সামাজিক গুরুত্ব-এর পাশাপাশি ক্রিসমাস বা বড়দিন উদযাপনের বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। বাঙালীর দুর্গাপূজা কে কেন্দ্র করে যেমন লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ নিজেদের জীবন ও জীবিকা নির্ধারণ করে, তেমনি বড়দিন বা ক্রিসমাস পালনের উপর নির্ভর করেও বিশ্বের অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ধারিত হয়। এই দিন উপলক্ষে পৃথিবীর সকল পাইকারি ও খুচরা বাজারে কেনাবেচার পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মানুষ বড়দিন উপলক্ষে ঘর সাজানোর দ্রব্য এবং উপহার সামগ্রী এবং উপহার সামগ্রী কেনে বলে এই সময়ের পূর্বে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন সামগ্রী বাজারে আসে। একটি সমীক্ষায় জানা যায় যুক্তরাষ্ট্র বড়দিনের আগে আগেই বাজারের আসন্ন ভিড় সামলানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে কর্মী নিয়োগ করা হয়। এছাড়া বড়দিনের শুভেচ্ছা প্রেরণের কার্ড তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কাগজের কারখানাতেও কর্মী নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বড়দিন বিতর্ক এবং নিষেধাজ্ঞা:

বড়দিন পালনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীজুড়ে যেমন আনন্দের বাতাবরণ সৃষ্টি হয় তেমনি এক সময় বড়দিন পালন সম্পর্কেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। সংস্কারবাদী খ্রিস্টানরা বড়দিন পালনকে পাপ বলে মনে করতেন। তাদের মতে এই দিনটির সাথে যিশুখ্রিস্টের জন্মের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধরনের মতবাদের অনুসারী দেশ গুলিতে এক সময় বড়দিনের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি ইংল্যান্ডেও ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বড়দিন পালন নিষিদ্ধ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রেও একদল সংস্কারবাদী ক্রিসমাস উৎসব পালনকে ধর্মবিরোধী পাপাচার বলে মনে করত। তবে উৎসবের আনন্দে এর কাছে সকল ফতোয়া ম্লান হয়ে যায়। একইভাবে সময়ের সাথে সাথে বিশ্বজুড়ে বড়দিন পালনের ক্ষেত্রেও সকল নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়।

উপসংহার:

বড়দিন বিশ্বজুড়ে আনন্দ উদযাপনের ক্ষেত্রে প্রকৃতই খুব বড় একটি দিন। ধর্মগতভাবে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে এই দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। কিন্তু বড়দিন উদযাপন শুধুমাত্র খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদ ভুলে সকল মানুষ এই দিনটির উদযাপনে অংশগ্রহণ করে। সুদূর অতীতে যীশু খ্রীষ্ট সকল মানুষের মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার যে বাণী প্রচার করতে চেয়ে ছিলেন বড়দিন উদযাপনের মধ্য দিয়ে যিশুখ্রিস্টের সেই স্বপ্নই সার্থকভাবে রূপায়িত হয়। (সংগৃহীত)

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
ফজর	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮
সূর্যোদয়	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.২০
জোহর	১১.৫৬	১১.৫৭	১১.৫৭	১১.৫৮	১১.৫৮	১১.৫৯	১১.৫৯
আসর	২.৫৩	২.৫৪	২.৫৪	২.৫৫	২.৫৬	২.৫৭	২.৫৭
মাগরিব	৪.৩৪	৪.৩৪	৪.৩৫	৪.৩৬	৪.৩৬	৪.৩৭	৪.৩৮
এশা	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

গাজায় গণহত্যা ও ইসরাইলের করুণ দশা

॥ মাসুম মুরাদাবাদী ॥

সাময়িক যুদ্ধবিরতিকে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির রূপ দেয়ার সভ্য পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে ইসরাইল আবারো গাজায় অগ্নিবর্ষণ শুরু করেছে। ১ ডিসেম্বর শুক্রবার ভোরে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর গাজায় আবার বর্বরোচিত বোমাবর্ষণ শুরু করা হয়। প্রাথমিক হামলায় শতাধিক ফিলিস্তিনির শাহাদতবরণ ও অসংখ্য আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এটি এমন এক সময় হচ্ছে, যখন গাজার হাসপাতালগুলো আহতদের চিকিৎসা দিতে অপারগ। বেশির ভাগ হাসপাতাল ইসরাইলি বোমাবর্ষণে ধ্বংস হয়ে গেছে। যে কয়টি অবশিষ্ট আছে তাদের কাছে ওষুধ ও সরঞ্জাম নেই। এমনকি গাজায় শহীদদের দাফন করার সামগ্রীও দুষ্প্রাপ্য। ইসরাইল গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় যে হাজার হাজার টন বারুদ নিক্ষেপ করেছে, তার ফলে ১৫ সহস্রাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। এদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। শাহাদতের সুধা পানকারী অল্পবয়সী শিশুদের ছবি দেখে বিশ্ব চিৎকার করেছে। সবার এটিই আশা ছিল যে, বন্দীবিনিময়ের নামে যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি হলো, তা স্থায়ী সমাধানে রূপ নেবে। কিন্তু ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মাথায় গাজাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার যে উন্মত্ততা চেপে বসেছে, তা তাকে হিংস্র পশু বানিয়ে দিয়েছে।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আগেই বলেছিলেন, মানবিক বিবেচনায় বিরতি শেষ হওয়ার পর পুরো গাজায় কঠিন হামলা করা হবে। আর এ যুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনে অবশ্যই পৌঁছবে। এর আগে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুও বলেছিলেন, 'হামাস সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখবেন। তিনি পৃথিবীর বুক থেকে তাদের মুছে ফেলেই তবে ক্ষান্ত হবেন।' এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, ইসরাইল হামাসকে মুছে ফেলার জন্য গাজায় যে চূড়ান্ত পর্যায়ের ধ্বংসযজ্ঞ চালাল, এতে তারা কী পরিমাণ সফলতা পেলো? এর জবাব হচ্ছে শূন্য। কেননা, এখন পর্যন্ত ইসরাইল তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারেনি। তারা এ সময়ে যা কিছু করেছে, তার ফলে গাজার সাধারণ নাগরিকরাই মারা গেছে। তাদের জীবন জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে তারা হামাসের সামান্যই ক্ষতি করতে পেরেছে। ইসরাইলি বাহিনী উত্তর গাজায় ৬০ শতাংশের বেশি বাড়িঘর ও আশ্রয়শিবির ধ্বংস করে দিয়েছে। ৫০ সহস্রাধিক পরিবার সম্পূর্ণরূপে নিজেদের বাড়িঘর হারিয়েছে। এ ছাড়া আড়াই লাখ বাড়িঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২৬-এর অধিক হাসপাতাল এবং ৫৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। হাজার হাজার শহীদের লাশ এখনো ধ্বংসস্তূপে দাফন হয়ে আছে। তাদের খুঁজে বের করা ও কাফন-দাফনের আগেই গাজায় আবার বারুদ বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। এই মানবিক দুঃখগাথার পরিণাম কী হবে, তা কেউ জানে না। ইসরাইলি আগ্রাসনে সবচেয়ে বড় দু'মুখো ভূমিকা পালন করছে আমেরিকা। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন কিরবি একদিকে তো যুদ্ধবিরতিতে মেয়াদ বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখার কথা বলেছেন, আবার অন্যদিকে এ কথাও বলেছেন যে, যদি ইসরাইল আবার হামাসের পেছনে লাগার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমেরিকা তাকে সাহায্য করবে।

উল্লেখ্য, গত দেড় মাসের মধ্যে এই গাজাতে যে বর্বরোচিত বোমাবর্ষণ হয়েছে, তাতে যেখানে একদিকে ফিলিস্তিনি জনগণকে মারাত্মকরূপে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, সেখানে এ যুদ্ধের ফলে ইসরাইলের অর্থনীতির কোমর ভেঙে গেছে। তাদের মুদ্রার মান ১০ বছর পেছনে চলে গেছে। নেতানিয়াহুর হঠকারিতা ও অনর্থক জেদের ফলে খোদ দেশের অভ্যন্তরে তার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হচ্ছে। তাকে একপর্যায়ে লাঞ্ছিতও হতে হয়েছে। আগে আমরা এ যুদ্ধের ফলে ইসরাইলের আর্থিক ক্ষতির পর্যালোচনা করব। এরপর একনজরে এ যুদ্ধ থেকে নেতানিয়াহু ও তার সমর্থকদের ক্ষতির ওপরও দৃষ্টিপাত করব।

জায়নবাদী সরকারকে গাজার যুদ্ধের ফলে প্রতি সপ্তাহে ৬০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি গুনতে হচ্ছে। তাদের অর্থনীতি অধঃমুখী। ইসরাইলের চ্যানেল ১২-এর প্রতিবেদনে সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ওয়্যার কেবিনেটের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে যুদ্ধের ব্যয়ের পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থাপিত রিপোর্ট মোতাবেক ইসরাইলকে এ যুদ্ধের কারণে প্রতি সপ্তাহে এক বিলিয়ন শেকেল (ইসরাইলি মুদ্রা) ক্ষতি গুনতে হচ্ছে, যা ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান। ওই ব্যয়ের মধ্যে জায়নবাদী সেনাদের বেতনও শামিল। অন্যদিকে, বিমান হামলা ও অস্ত্রসংক্রান্ত ব্যয় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। হামাসের পক্ষ থেকে 'তুফানুল আকসা' অপারেশন শুরু হওয়ার পর জায়নবাদী সরকার তিন লাখ ৬০ হাজারের বেশি রিজার্ভ বাহিনীকেও তলব করেছে, যার কারণে শুধু বেতন বাবদই মাসিক খরচ ১৩০ কোটি ডলারের বাড়তি বোঝার চাপ নিতে হচ্ছে। এ ছাড়াও রিজার্ভ বাহিনী তলবের কারণে ইসরাইলের অপর অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলোর ওপরও মারাত্মকরূপে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। কেননা, এ বাহিনীর একটি বিশাল অংশ বিভিন্ন শাখায় কাজ করছিল। আরেক দিকে যুদ্ধের কারণে ইসরাইলি মুদ্রা ক্রমাগত মান হারাচ্ছে। মার্কিন সম্প্রচার সংস্থা ব্লুমবার্গের বক্তব্য, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মার্কিন ডলারের বিপরীতে ইসরাইলি মুদ্রার মান ৭ শতাংশ কমেছে। ইসরাইলের বন্ড ও স্টকেও কম লেখা হয়েছে। পুঁজিবাদীদের আশঙ্কা, গাজায় চলমান যুদ্ধ আঞ্চলিক বিবাদের আকার ধারণ করতে পারে। যুদ্ধে জড়িত কোনো রাষ্ট্রের ওপর এ ধরনের প্রভাব কোনো নতুন কিছু নয়। যখনই কোনো দেশ যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তাকে চারদিকের ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়। এ বাস্তবতা সত্ত্বেও যুদ্ধ কোনো সমস্যার সমাধান নয় এবং স্বয়ং সেটি নিজেই এক মারাত্মক সমস্যা। কিছু দেশ সেটিকেই প্রাধান্য দেয়। এতে সেই শক্তিগুলো সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়, যারা যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করে এবং অস্ত্রবাণিজ্যের ওপর যাদের অর্থনীতি নির্ভরশীল। যে দেশগুলো সবার আগে ইসরাইলের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে, আমেরিকা তাদের শীর্ষে রয়েছে। তারা তাদের সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ গাজার সীমান্তে মোতায়েন করেছে।

অনুরূপভাবে ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফ্রান্সও ইসরাইলের যুদ্ধোন্মাদনাকে আগ বাড়িয়ে দিয়েছে। যদি এ দেশগুলো চাইত, তাহলে ইসরাইলকে আক্রমণে বাধা দিয়ে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান করতে জোর দিত। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এখন এতটা ধ্বংস এবং ক্ষতি হওয়ার পর আমেরিকা ও পশ্চিম দুনিয়া দুই রাষ্ট্র সমাধানের কথা বলছে, যা এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। গাজায় ইসরাইলের বোমাবর্ষণে হাজার হাজার মৃত্যুর বিরুদ্ধে মুসলমানরা ইসরাইলকে সহায়তাকারী ব্রান্ডের পণ্য বয়কটের যে আন্দোলন শুরু করেছিল, এর দ্বারাও আমেরিকা ও পশ্চিমা পণ্য বিক্রয়ের ওপর প্রভাব পড়েছে। আরব দেশের নাগরিক ক্রেতাদের মধ্যে ইসরাইলকে সহায়তাকারী কোম্পানির ব্রান্ড বয়কটের আন্দোলন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এ বয়কটের আওতায় বিশেষ করে পশ্চিমা ব্রান্ডের খাদ্য-পানীয় পণ্য ও ঘরে ব্যবহারের পণ্যও শামিল রয়েছে। যে আরব দেশগুলোতে বিক্ষোভ আন্দোলনের অনুমতি নেই, সেখানে পশ্চিমা ও আমেরিকান খাদ্যসামগ্রী সম্পূর্ণরূপে বয়কট বিক্ষোভের সবচেয়ে অভিনব পন্থা, যা মিসর, কুয়েত, জর্দান ও মরক্কোতে বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়েছে। বয়কটের এ আন্দোলনের আওতায় ওই কোম্পানিগুলোও অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসরাইলের পক্ষে বক্তব্য দিয়ে এ যুদ্ধে তাদের খোলাখুলি সমর্থন প্রকাশ করেছে এবং যারা ইসরাইলকে আর্থিক সাহায্য প্রদানে সামনের কাতারে থাকে। বয়কটের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ম্যাকডোনাল্ড, স্টারবাক্স ও কেএফসির মতো ব্রান্ডের ওপর। আর এসবই আমেরিকার ব্রান্ড। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়, ইসরাইলের পাশাপাশি তার সহায়তাকারীদেরও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। গাজায় যতই ইসরাইলের আক্রমণ বৃদ্ধি পাবে, তাদের ক্ষয়ক্ষতিও ততটাই বাড়তে থাকবে।

এ যুদ্ধের ফলে আমেরিকা ও ইসরাইলের নেতৃত্বেও বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছে। শুধু নেতানিয়াহুরই নিজ দেশে অবস্থান দুর্বল হয়ে যায়নি; মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকেও তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়েছে। বিশ্বব্যাপী তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও গাজায় যে যুদ্ধাভিযান শুরু হয়েছিল, তার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল হামাসের নামনিশানা মিটিয়ে দেয়া এবং বন্দীদের মুক্ত করা। কিন্তু দেড় মাসের যুদ্ধে ইসরাইল বাহিনী তাদের লক্ষ্য পূরণে বিশেষ কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এটি অপ্রত্যাশিত যে, ইসরাইলি বাহিনী দেড় মাসেও হামাসকে শেষ করতে পারেনি। তেলআবিবে অবস্থানরত ইসরাইল-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ খেমরাজের বক্তব্য, 'এখন তো এ অভিযান এক বছরেও শেষ হওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছে। কেননা, হামাসের যোদ্ধারা ৫০০ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।' তিনি এ কথাও বলেন, 'এ পরিস্থিতির কারণে ইসরাইলে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসরাইলি বাহিনী এমন এক লড়াই লড়ছে, যেখানে তারা জয়লাভ করতে পারছে না, যার কারণে তাদের কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে।' ইসরাইলের সদ্য জরিপে নেতানিয়াহুর অবস্থান বেশ দুর্বল দেখা যাচ্ছে। তার দলের কিছু সদস্য ইসরাইলের ব্যর্থতার জন্য তাকে দায়ী করে পদত্যাগও করেছেন।



মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ ৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ হতে উর্দু থেকে ভাষান্তর

ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক: ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট



গাজা যুদ্ধ যেভাবে ইসরায়েলকে অর্থনৈতিক চাপে ফেলে দিল

॥ ওয়ালিদ আবু হেলাল ॥

যুক্তরাষ্ট্রের জরুরি সহায়তায় হয়তো সাময়িক স্বস্তি মিলবে ইসরায়েলের। তবে গাজা যুদ্ধের কারণে তাদের যে ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে এবং এ ক্ষতি আরও বাড়বে। যেকোনো যুদ্ধের ব্যয় নিরূপিত হয় মানুষের জান ও মালের ক্ষতির ওপর। যুদ্ধরত দেশের অর্থনীতির ওপর এ যুদ্ধের প্রভাব কী, তার হিসাব-নিকাশ হয় পড়ে। গাজায় গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল যুদ্ধ ঘোষণার পর দেশটির বিভিন্ন খাত ক্ষতিতে পড়েছে। ইসরায়েল যদি তার সামরিক অভিযান দীর্ঘায়িত করে, তাহলে বৈশ্বিক অর্থনীতিও নেতিবাচক ফল ভোগ করবে, অধিকৃত ফিলিস্তিনের কথা না হয় বাদই দিলাম।

অর্থনীতির আকার, মাথাপিছু আয় ও অন্যান্য জরুরি বিষয় বিবেচনায় ইসরায়েলের অর্থনীতি অনেক অগ্রসর বলে বিবেচিত। ২০২২ সালে ইসরায়েলের মোট দেশজ উৎপাদন ছিল ৫২২ বিলিয়ন ডলার। এই অর্থনীতি মিসর, ইরান, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়ার চেয়ে বেশি। যদিও এই দেশগুলোয় জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে।

ইসরায়েলের জনপ্রতি দেশজ উৎপাদন ৫৫ হাজার ডলার। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো উন্নত দেশগুলোও জনপ্রতি দেশজ উৎপাদনে ইসরায়েলের চেয়ে পিছিয়ে আছে। এ ছাড়া তেলসমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরব, কুয়েত, এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাতের চেয়েও ইসরায়েল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ।

ইসরায়েলের অর্থনীতিতে বড় উল্লম্ফন ঘটে গত দুই দশকে। চীন ছাড়া দ্রুত বাড়তে থাকা অর্থনীতিগুলোর মধ্যে ইসরায়েলি অর্থনীতির অবস্থান প্রথম বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এমনকি ২০০০-২২ সাল মেয়াদে ইসরায়েলি অর্থনীতি, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোজোন ও জাপানের অর্থনীতির চেয়ে দ্রুত এগিয়েছে। গত ২২ বছরে ইসরায়েলের অর্থনীতির আকার তিন গুণ পর্যন্ত বেড়েছে।

এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ প্রযুক্তি খাতে ইসরায়েলের ব্যাপক অগ্রগতি। সিলিকন ভ্যালির পর প্রযুক্তিতে ইসরায়েলই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঞ্চল। ইসরায়েলের প্রযুক্তি খাত দেশটির উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে এবং মোট রপ্তানির ৫০ শতাংশই আসছে এ খাত থেকে। সন্দেহ নেই, যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে এ খাতেই। ইসরায়েলের এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় আছে। প্রত্যক্ষ ব্যয়ের একটি হলো যুদ্ধের কারণে প্রতিদিনকার ব্যয়। এ ব্যয় মেটাতে ইসরায়েল অতি উচ্চ সুদে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ চেয়েছে।

যুদ্ধের প্রতিদিনকার ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, গুলি, বোমা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য রসদ, রিজার্ভ ফোর্সের বেতন-ভাতা (যাঁরা গাজায় যুদ্ধ করার জন্য চাকরি ছেড়ে এসেছেন); ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও উড়োজাহাজের ক্ষতি, অবচয়, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ইত্যাদি।

যুদ্ধের পরোক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন শিল্প, প্রযুক্তি, পর্যটন ও শ্রমবাজারের ওপর। বৈশ্বিকভাবে প্রতিবছর ইসরায়েল ৮০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের হাইটেক সামগ্রী রপ্তানি করত। এ যুদ্ধ নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

একটা উদাহরণ দিই, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সাড়ে তিন লাখ রিজার্ভ সেনাকে গাজা যুদ্ধে অংশে নিতে ডেকে পাঠিয়েছে। তাঁদের বড় অংশই প্রযুক্তি খাতের কর্মী। তাঁরা এখন তাঁদের নিয়মিত কাজের বাইরে আছেন। অনেক কর্মী ও প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। ফলে প্রযুক্তি খাতে কর্মরত এই ব্যক্তিরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছেন না।



জরুরি আমেরিকান সহায়তা হয়তো ইসরায়েলি অর্থনীতির ওপর এ চাপকে কিছুটা শিথিল করবে। কিন্তু অর্থনীতির যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। শেষ কথা হলো, অর্থনীতির বিকাশের জন্য স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা–দুইই প্রয়োজন। এ ক্ষতির বাইরে আরও একটা বড় ক্ষতি হয়েছে–গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ, প্রাণী ও অবকাঠামো ধ্বংস করে ইসরায়েল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তার সুনাম খুইয়েছে।

মাইক্রোসফট, আইবিএম, ইনটেল, গুগলসহ প্রায় ৫০০ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ইসরায়েলের টেক-সেক্টরে বিনিয়োগ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ইসরায়েলে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে কি না, সেটি পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

মাইক্রোসফট ইসরায়েল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের মুখ্য বিজ্ঞানী টোমার সিমন সম্প্রতি তাঁর এ উদ্বেগের কথা ইসরায়েলি নিরাপত্তা উপদেষ্টা তাজি হানেগবিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। সিমন বলেন, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিকাশ নির্ভর করছে ইতিবাচক পরিবেশের ওপর। প্রযুক্তি খাতে একটি চাকরির বিপরীতে পাঁচজনের সম্পূরক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। ইসরায়েলের শুধু কমলা উৎপাদনকারী অর্থনীতিতে পরিণত হওয়া উচিত হবে না।

সিলিকন ভ্যালি জায়ান্ট ইনটেল প্রথম ১৯৭৪ সালে ইসরায়েলে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। গত জুলাইতে তারা চিপ ও সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য ইসরায়েলি কারখানার সঙ্গে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি করেছিল। অস্থিতিশীলতার দরুন এ পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। ইনটেল এখনো এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত আছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে চিপ উৎপাদন কমেছে কি না, সে সম্পর্কেও জানায়নি তারা।

সমরাস্ত্রশিল্প বৃহৎ একটি রপ্তানি খাত। এ মুহূর্তে এসব কারখানায় যা কিছু তৈরি হচ্ছে, তার সবটাই চলে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সমরাস্ত্র রপ্তানিতে তারা বড় ধাক্কা খেতে পারে।

তীর্থস্থান হওয়ায় প্রতিবছর হাজার হাজার পুণ্যার্থী খ্রিষ্টীয় ছুটির সময় জেরুজালেমে ভ্রমণে আসেন। ওল্ড সিটি অব জেরুজালেম এখন প্রায় জনশূন্য। বণিকদের কোনো আনাগোনা নেই, কেনাবেচাও নেই। শত শত পর্যটক তাঁদের রিজার্ভেশন বাতিল করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করেছে।

অতিমারির সময় যখন সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, ইসরায়েলের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল। এল আল ছাড়া অন্য কোনো এয়ারলাইনস বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে ওঠানামা করছে না। এ খাতে যেমন ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা আছে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রা, কর ও অন্যান্য আয়ের পথ রুদ্ধ হতে পারে।

৭ অক্টোবরের পর ১ লাখ ২০ হাজার ফিলিস্তিনি কাজ হারিয়েছেন। এই শূন্যতা পূরণে এখন বাইরে থেকে জনশক্তি আমদানি করতে হবে। আগেই ইসরায়েল বলেছে, ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের জায়গায় ভারতীয়দের নিয়োগ দেওয়া হবে। এর অর্থ ইসরায়েলকে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, তাঁদের বাসস্থান ও বিমানভাড়ার ব্যবস্থাও করতে হবে তাদের।

ইসরায়েল বোমা বর্ষণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান জনপ্রতিনিধিরা সামরিক ও অর্থনৈতিক খাতে অর্থ বরাদ্দের দাবি তুলতে থাকে। বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য ১০৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারের সহায়তা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ১৪ বিলিয়ন ডলার যাওয়ার কথা ইসরায়েলে।

বিনিয়োগকারীরা এখন এমন কোনো দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন কি না, যে দেশ গত ১৭ বছরে ছয়টি যুদ্ধে জড়িয়েছে, তা নিয়ে সংশয় আছে।

ইউএস কংগ্রেসে অনুমোদন ছাড়ের আলোচনায় তীব্র বিতর্ক হয়। কারণ, রিপাবলিকানরা অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধের শর্ত জুড়েছিল অনুদানের সঙ্গে। ডেমোক্র্যাটদের ছোট একটি দল এবং স্বতন্ত্র সিনেটর বার্নি স্যানডার্স এ অনুদানের সঙ্গে গাজায় প্রাণহানি কমানো ও আরও বেশি পরিমাণে মানবিক সহায়তা প্রদানের কথা তোলেন। শর্তগুলোর কোনোটিই গ্রাহ্য করা হয়নি।

যুদ্ধের শুরুর দিকে ইসরায়েলের অর্থ মন্ত্রণালয় ধারণা করেছিল, এ যুদ্ধের খরচ হবে ৫০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু যুদ্ধ যত এগিয়েছে, খরচের আশঙ্কাও তত বাড়ছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন, এ খরচ ৪০০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে।

জরুরি আমেরিকান সহায়তা হয়তো ইসরায়েলি অর্থনীতির ওপর এ চাপকে কিছুটা শিথিল করবে। কিন্তু অর্থনীতির যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। শেষ কথা হলো, অর্থনীতির বিকাশের জন্য স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা–দুইই প্রয়োজন। এ ক্ষতির বাইরে আরও একটা বড় ক্ষতি হয়েছে–গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ, প্রাণী ও অবকাঠামো ধ্বংস করে ইসরায়েল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তার সুনাম খুইয়েছে।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও গবেষক। বিভিন্ন আরব সংবাদমাধ্যমের ভাষ্যকার

নিবন্ধটি মিডল ইস্ট আইয়ে প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

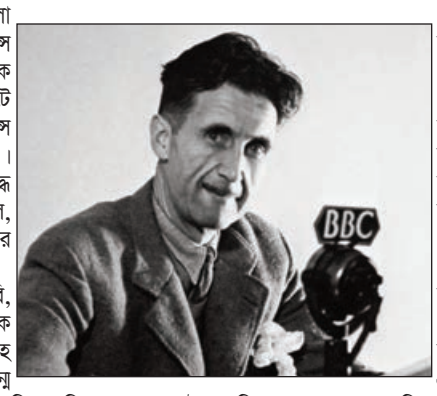
জর্জ অরওয়েল

॥ মীযানুল করীম ॥

জর্জ অরওয়েল (১৯০৩-১৯৪৯)। অবিভক্ত ভারতের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের মতিহারিতে জন্ম নিয়েছিলেন এরিক আর্থার ব্লেয়ার। বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে তিনি 'জর্জ অরওয়েল' ছদ্ম নামে কালোত্তীর্ণ ইংরেজ লেখক হয়ে ওঠেন। তিনি ঔপন্যাসিক এবং রাজনৈতিক লেখক। তার স্বল্প আয়ু জীবনের একটি অংশ 'মারাকেশ'। ফরাসি ভাষায় 'স'কে 'চ' লেখা হয়। এজন্য অনেকে 'মারাকেচ' লিখে থাকেন। মরক্কো নামে মুসলিম দেশটির সাবেক রাজধানী 'মারাকেশ'। অতীতের মোয়াহিদ ও মোরাবিদ আমলের প্রধান শহর 'মারাকেশ'। মারাকেশের লাইব্রেরি বিশ্ববিখ্যাত। মরক্কো একটি মুসলিম দেশ। এটি মুসলিম জাহানের সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত বলে 'আল মাগরিব' নামে পরিচিত। মরক্কোর প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে রয়েছে বর্তমান রাজধানী রাবাত, বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার জীবনের সাথে জড়িত তানজিয়ার ছাড়াও মারাকেশ, ক্যাসাব্লাঙ্কা, ফেজ ও আগাদির। জর্জ অরওয়েল ১৯৩৬ সালের ৯ জুন এলিন শাওনেসিকে বিয়ে করেন। কিছু দিন পরই স্পেনে রাজনৈতিক সঙ্কট শুরু। রাজতন্ত্রের দুর্বলতা স্পেনকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কুরুক্ষেত্রে পরিণত করে।

রাজার ক্ষমতাচ্যুতি, একনায়কতন্ত্র, প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের নির্বাচনী জাতীয় রাজনীতিতে তুমুল অস্থিরতার সৃষ্টি করে। সেনা-প্রধান ফ্রাঙ্কোর অংশগ্রহণ গৃহযুদ্ধের সূচনা করে (১৯৩৬-৩৯ সালে)।

প্রজাতন্ত্রকে উৎখাত করে পুরোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে ফ্রাঙ্কো 'মরক্কোর সেনাবাহিনী' নিয়ে স্পেনে পৌঁছেন। স্পেনের কৃষক ও শ্রমিকরা অধিকারকে রক্ষা করার জন্য একজোট হয়েছিলেন। আশা করা হয়েছিল, পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স কিছুতেই মুখ বুঁজে ফ্রাঙ্কোর স্পর্ধাকে প্রশ্রয় দেবে না। উত্তেজনা কেটে যেতেই দেখা গেল, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ফ্রাঙ্কোকেই মূলত সাহায্য করেছে। ইতালি ও জার্মানি সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়েছে। বোঝা গেল, স্পেনের গৃহযুদ্ধ আদতে বিশ্বযুদ্ধের মহড়া।



স্প্যানিশ সাহিত্যের বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ও মঞ্চনির্দেশক ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকাসহ কবিদের সম্মিলনের সংগঠন 'প্রজন্ম ২৭'-এর সদস্যরা সাহিত্যে 'ইউরোপিয়ান বিপ্লব' আনার চেষ্টা করেন। লোরকার রচনা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীতে। তার কাব্য-সাহিত্য লাভ করে স্বতন্ত্র এক ধারা। তাকে 'জনগণের কবি' বলে ডাকা হয়। লোরকা ১৯৩৬ সালে স্পেনে গৃহযুদ্ধের সময়ে নিজগৃহে অবস্থান করছিলেন। ফ্রাঙ্কোর সেনারা লোরকাকে তুলে নিয়ে যায় এবং বন্দী করে রাখে। ১৯ আগস্ট ঘাতকরা তাকে হত্যা করার পর তার মৃতদেহ গুম করে ফেলে। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার জন্য তিনি রোষানলে পতিত হন। লোরকার মৃত্যু হৃদয়বিদারক। লোরকাকে হত্যা করা হয়েছিল তার স্বাধীনতাকামী কবিতার জন্য, মৃত্যুর পর তার সব রচনা পুড়িয়ে দেয়া হয়।

প্রজাতন্ত্রের পক্ষের হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে স্পেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অরওয়েল ১৯৩৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্যারিসে আমেরিকান ঔপন্যাসিক হেনরি মিলারের সাথে দেখা করেন। নিউইয়র্ক এবং প্যারিসে বসবাসের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা মিলারের ট্রপিক অব ক্যান্সার, ব্ল্যাকস্প্রিং, ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্ন প্রভৃতির কারণে তিনি বিখ্যাত। মিলার অরওয়েলকে বলেন, কিছু বাধ্যবাধকতা বা অপরাধবোধ থেকে লড়াই করা হলো 'নিছক মূর্খতা'। 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, গণতন্ত্র রক্ষা করা ইত্যাদি সম্পর্কে ইংরেজদের ধারণাগুলো একধরনের বেহায়াপনা।' মিলারের সাথে খাবার খেয়ে অরওয়েল স্পেনে যাত্রা করেন। কয়েক দিন পর বার্সেলোনা শহরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি (আইএলপি) অফিসের ম্যাকনায়ারের সাথে দেখা করেন। অরওয়েল কাতালোনিয়ার জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পা রাখেন। কয়েকটি উপদল রিপাবলিকান সরকারকে সমর্থন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এদের সমরাস্ত্র ও সাহায্য দিয়ে সমর্থন করেছিল। অরওয়েল একটি উপদল চণ্ডটগ-এ যোগ দেন। বার্সেলোনার লেনিন ব্যারাকে কিছু দিন থাকার পর তাকে আরাগন ফ্রন্টে পাঠানো হয়। তিনি এক রাতেই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শত্রু সেনাকে তাড়া করেন এবং শত্রুর ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করেন। এপ্রিল মাসে অরওয়েল বার্সেলোনায় ফিরে আসেন। তার ইচ্ছা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগ দেয়ার পরিবর্তে আরাগন ফ্রন্টে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরার পর তিনি আহত হন। স্নাইপারের একটি বুলেট গলায় বিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হন। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ শরীরের অরওয়েল স্প্যানিশ যোদ্ধাদের চেয়ে লম্বা। তাই ট্রেঞ্চের সামনের আত্মরক্ষামূলক দেয়ালের উল্টোদিকে না দাঁড়াতে সতর্ক করা হয়েছিল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর কথা বলতে অক্ষম অরওয়েলের মুখ থেকে অনবরত রক্ত ঝরতে থাকে। স্ট্রেচারে করে সিয়েটামোতে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি অস্বস্তিকর পথ পাড়ি দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স তাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে। সুস্থ হয়ে ওঠার পর ১৯৩৭ সালের ২৭ মে তাকে টারবাগোনায় এবং এর দু'দিন পর বার্সেলোনার শহরতলির একটি স্যানাট্যারিয়ামে পাঠানো হয়। বুলেটটি তার প্রধান ধমনীর কাছাকাছি হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কণ্ঠস্বর অস্ফুট শোনা যাচ্ছিল। সংক্রমণরোধে অবিলম্বে ক্ষার জাতীয় পদার্থের দ্বারা স্থানটি পুড়িয়ে দেয়ার মতো জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ইলেকট্রোথেরাপি চিকিৎসা দেয়ার পর তাকে চিকিৎসার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

জর্জ অরওয়েল এই অভিজ্ঞতার আলোকে 'হোমেজ টু কাতালোনিয়া' গ্রন্থটি লেখেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখেন 'অ্যানিমেল ফার্ম'। তিনি ১৯৪৬-৫০ সালের মধ্যে লেখেন '১৯৮৪'। তিনি 'হোমেজ টু কাতালোনিয়া' লেখার পর যেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে, ঠিক তেমনি '১৯৮৪' লেখার পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। স্বৈরতন্ত্রের কর্তৃত্ববাদী তাণ্ডবের তিনি পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন। উদারতার অবসান ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তির তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আভাস দিয়ে গেছেন। অরওয়েলের জন্মস্থান বিহারের মতিহার ছিল তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি তার চেয়েও খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক হিসেবে। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের একজন পুলিশ অফিসার এবং বার্মার (মিয়ানমার) নিম্নাঞ্চলে কাজ করেন। তার একটি বিখ্যাত রচনার নাম 'শুটিং অ্যান এলিফ্যান্ট'।

তার বিখ্যাত বই 'অ্যানিমেল ফার্ম'-এর সার সংক্ষেপ হলো, ম্যানর ফার্মের বয়স্ক শূকর ওল্ড মেজর সব পশুকে ডেকে এক সভায় বলল, মানুষ পরাশ্রয়ী জীব। সেসব পশুকে 'বিস্টস অব ইংল্যান্ড' নামে বিপ্লবী সঙ্গীত শেখায়। ওর মৃত্যুর পরে ওর দুই তরুণ সন্তান স্নোবল ও নেপোলিয়ন অন্যদের ঠিক করার কাজ নেয়। তারা বিদ্রোহ করে মাতাল ও অবিবেচক চাষি জোনসকে তাড়ায়। তারা সাতটি মূলনীতি মেনে চলে, যার একটি হচ্ছে 'All animals are equal, but some are more equal than others' এই কথাটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। কোনো কোনো পশুর অধিকার বেশি, এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, উইন্ডমিল (windmill) তাদের আয় বাড়িয়ে দেয়। তারা ফার্মের নাম রাখে মেজর ফার্ম এবং বলে যে, তারা ও মানুষ অভিন্ন।

জর্জ অরওয়েল এই বইটি লিখেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের (রাশিয়ার পূর্বসূরি) কমিউনিস্ট ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বা সাবেক রাশিয়ার পূর্বসূরি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের নামে কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডাররা সব কিছু দখল করে নেয়। সেখানে আমলাতন্ত্র আগের মতোই বহাল থাকে। ঠিক তেমনি 'অ্যানিমেল ফার্ম' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে, স্নোবল ও নেপোলিয়ন ভ্রাতৃদ্বয় দু'পেয়েরা শত্রু ও চারপেয়েরা পরস্পরের বন্ধু বলে মত প্রচার করে। 'সব পশু সমান'-এটি প্রচার করার পর দেখা যায়, শূকরের প্রাধান্য বেড়ে গেছে, কিন্তু তারা কোনো কাজ করে না। তারা কেবল খায়দায়, ঘুমায় আর ফন্দি আঁটে। পশুদের নেতা নেপোলিয়ন মানুষের সাথে সখ্য করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করে। পশুরা শুধু অসহায়ের মতো সব কিছুতে সায় দেয় এবং উদয়াস্ত খাটে।

জর্জ অরওয়েলের মূল নামটি হারিয়ে গেছে, কিন্তু হারায়নি তার '১৯৮৪' ও 'অ্যানিমেল ফার্ম'। যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে, ততদিন তাকে স্মরণ করবে 'অ্যানিমেল ফার্ম' ও '১৯৮৪' এর জন্য। জর্জ অরওয়েল বেঁচে থাকলেও ১৯৮৪ সালে তিনি অবাক হতেন যে, তার কথা সত্য হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি ক্যাডাররা কর্তৃত্ব করে। জর্জ অরওয়েল দেখতেন, তার কথিত সাম্রাজ্যবাদ সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অরওয়েল মরক্কোর মতো দেশের মাধ্যমে প্রধানত মুসলমানদের দুর্দশা তুলে ধরেছেন। দেশটির প্রাচীন রাজধানী মারাকেশ শহরে তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন এ জন্য। তিনি দেখেছেন, মুসলমানদের ধর্ম মেনে দাফন করা পর্যন্ত কঠিন। তাদের জীবনের নিশ্চয়তা পর্যন্ত নেই। মৃত্যুর পরও তারা অবহেলিত থাকে। মুসলমানরা সামান্য পয়সার জন্য লালায়িত। তারা বোঝা বহনকারী প্রাণী হিসেবে সামান্য পয়সার জন্য নিজের অবস্থানকে মেনে নেয়।

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো বড়দিনের আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে সুজিদ সমদ্যারের প্রশ্নঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এই লেখাটি লেখছি। আমি আমার এই গ্রিনকার্ডটি পেয়েছি ভাইয়ের করা আবেদনের মাধ্যমে। আমি জানি যে গ্রিনকার্ড পাবার ৫ বছর পর সিটিজেনশীপ পাওয়া যায়। আমার জানার বিষয় হচ্ছে সিটিজেনশীপ লাভের জন্য বিশেষভাবে কি কি দরকার?

সুজিত সমদ্দারের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার এই প্রশ্নটি খুবই কমন একটি প্রশ্ন। আমরা প্রায়ই এই রকম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি। আজ আপনার প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করছি ইউএসএতে সিটিজেনশীপ লাভের জন্য যা যা দরকার:

ইউএসএর সিটিজেনশীপ লাভের জন্য সিটিজেনশীপ লাভের আবেদনকারীর প্রত্যেককে অবশ্যই নিচের শর্ত পূরণ করতে হবে। (অবশ্যই ইউএস এর মিলেটারি সার্ভিসের জন্য অব্যহতি লাভের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত)। আবেদন করার সময় আবেদনকারীর বয়স ১৮ বছর হতে হবে ও গত ৫ বা ৩ বছরের জন্য বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে। (এটা নির্ভর করবে কোন ক্যাটাগরিতে আবেদন করবেন তার উপর); ইউএসএতে অব্যাহিত রেসিডেন্সি এবং এখানে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে;

ইউএস সিটিজেনশীপ এবং ইমিগ্রেশন ডিস্ট্রিক্ট যেখানে থাকতে চান সেই স্টেটের রেসিডেন্সি প্রমাণ করতে হবে;

ইংরেজি বলা এবং লেখার দক্ষতা থাকতে হবে সেই সাথে ইউএস এর ইতিহাস এবং গভর্নমেন্ট সম্পর্কে জ্ঞানের প্রমাণ দিতে হবে; সিলেকটিভ সার্ভিসের জন্য রেজিষ্টার করতে হবে (যদি একটি নির্দিষ্ট বয়সের পুরুষ হয়) এবং যখন প্রয়োজন তখন



সার্ভিস দিতে সম্মত আর ইউএসএর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হবে।

সৎ চরিত্রের অধিকার–

ন্যাচারালাইজেশনের আবেদনকারীদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, তারা সৎ এবং নৈতিক চারিত্রের অধিকারী। ইউএস সিটিজেনশীপ অ্যাক্ট ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) প্রত্যেক আবেদনকারীর সৎ চরিত্রের মূল্যায়ন করবে- কমিনিটিতে বসবাসকারী সাধারণ সিটিজেনদের মান বিবেচনায় এন-৪০০ ন্যাচারালাইজেশন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে স্খলন থাকলে সেটা প্রকাশ করতে হবে না। এমনকি সিভিল ল' সুইটও প্রযোজ্য হবে না। কোন আবেদনকারী সম্পর্কে কোন প্রশ্ন এক্ষেত্রে বিচারের কোন অংশ নয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে কামাল উদ্দিনের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছিলাম। তারপর আমি ইন্টারভিউ এর জন্য চিঠি পেয়েছিলাম এবং যথাসময়ে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দঃখজনক ঘটনা হচ্ছে ইন্টারভিউ দিয়ে আমি পাশ করতে পারি নি। কারণ আমি ইংরেজিতে খুব দুর্বল। আমি হিয়ারিং এর জন্য এন-৩৩৬ ফর্ম পেয়েছি। ডিনায়েল লেটারও পেয়েছি। আমি আবার সিজিজেনশীপের জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু ফর্ম পূরণ করে পাঠাই নি। আমি অপেক্ষা করছি। আপনার পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

কামাল উদ্দিনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছেন। ইংরেজি কিংবা ইউএস গভর্ণমেন্ট অথবা ইতিহাস পরীক্ষায় কেউ পাশ করতে ব্যর্থ হলে এবং তার ফলে ইউএস সিটিজেনশীপের আবেদন অস্বীকৃত হলে তিনি সিটিজেনশীপের আবেদনের কোন প্রায়োরিটি তারিখ পাবেন না।

আপনি নিউইয়র্কে সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। কিন্তু সিটিজেনশীপের আবেদনের কোন প্রায়োরিটি তারিখ নেই। নিউইয়র্কে সিটিজেনশীপের ইন্টার এর জন্যে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় না। আপনি আবার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করেছেন। সে কারণে নতুন আবেদন হিসেবে এটার প্রক্রিয়া শুরু হবে। নতুন করে আবেদন করে খুব ভালো কাজ করেছেন। কারণ ফর্ম এন-৩৩৬ এর জন্য আবেদন করা খুব সাহায্যকারী হয় না।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীল সাথে আলোচনা করতে পারেন। যিনি আপনার সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করে যথাযথভাবে পরামর্শ দিতে পারবেন।

কুইন্স থেকে রাবেয়া বেগমের প্রশ্নঃ

আমি আামার মেয়ের করা আবেদনে এদেশে এসেছি। আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। বাংলাদেশে আমার ২১ উর্ধ্ব সন্তান আছে। আমার যে মেয়ে আমার জন্য আবেদন করায় আমি এদেশে এসেছি। সেই মেয়ে আমার বাংলাদেশে বসবাসকারী ২১ উর্ধ্ব সন্তানের জন্যে আবেদন করেছে। আমি আমার বাংলাদেশে বসবাসকারী সন্তানকে এদেশে তাড়াতাড়ি কিভাবে আনতে পারব? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।

রাবেয়া বেগমের প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী তার অবিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। অবিবাহিত সন্তানদের দুটি ক্যাটাগরি আছেঃ ২১ নিম্ন বয়সের এবং ২১ উর্ধ্ব বয়সের। আপনার ইউএস সিটিজেন সন্তান বাংলাদেশে বসবাসকারী আপনার আরেক সন্তানের জন্য আবেদন করেছেন। ইউএস সিটিজেনের ভাই বোনেরা অপেক্ষার সময় হচ্ছে আনুমানিক ১০ বছরের বেশি। এরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন।

আর আপনার ২১ উর্ধ্ব সন্তানের জন্য আবেদন করতে চাইলে আপনাকে সিটিজেনশীপ লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজনে একজন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বঙ্গীয় শীতকালে আরব বসন্তের ওয়াজ

॥ শেখ রোকন ॥

বঙ্গীয় পঞ্জিকা ও প্রকৃতিতে শীতকাল সবে শুরু হয়েছে। একটু উষ্ণতার জন্য গাঢ়তর শীতের দেশ সাইবেরিয়া থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় আসছে পরিযায়ী পাখির দল। যেন তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়েই রাশিয়া থেকে বাংলাদেশ অভিমুখে পাখা মেলা একটি বিবৃতি শীতের শুরুতে খানিকটা উষ্ণতা ছড়িয়েছে।

রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা ওই বিবৃতিতে বলেছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল মনঃপূত না হলে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশেও 'আরব বসন্তের মতো' ঘটনা ঘটিয়ে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে তিউনিসিয়া থেকে শুরু হয়ে আরববিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, সরকার বা মহলের বিরুদ্ধে এক গণঅভ্যুত্থান বা গণ আন্দোলনের যে ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, সেটাই এক পর্যায়ে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম সূত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে 'আরব বসন্ত' হিসেবে পরিচিতি পায়। ওই আন্দোলনের তোড়ে তিউনিসিয়ার বেন আলী, মিসরের হোসনি মুবারক, লিবিয়ার মুয়াম্মর আল-গাদ্দাফি, ইয়েমেনের আলী আব্দুল্লাহ সালেহর মতো দীর্ঘদিনের শাসকদের পতন ঘটে। কিন্তু রাজনৈতিক সেই বসন্ত প্রাকৃতিক বসন্তের মতোই বেশি দিন টেকসই হয়নি। কয়েকজন ব্যক্তি একনায়কের বিদায় হলেও প্রতিষ্ঠা-নকভাবে গোটা অঞ্চলে কর্তৃত্ববাদের মুষ্ঠি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে শক্ত হয়েছে। গণআন্দোলনে জড়িত প্রজন্মের বেশির ভাগকে হয় দেশ ছাড়তে, না-হয় জেলে যেতে হয়েছে। এর বাইরে যারা ছিলেন, তাদেরও দিন কাটছে ভীতি ও হুমকির মধ্যে। আরব বসন্তের প্রতিক্রিয়ায় গোটা আরব অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং লাখ লাখ পরিবার হয়েছে উদ্বাস্তু। বেড়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘন, জঙ্গিবাদ, গৃহযুদ্ধ, দারিদ্র্য। যে কারণে বছর দুয়েকের মধ্যেই পশ্চিমা মিডিয়াই ওই পরিস্থিতির নাম দিয়েছিল 'আরব উইন্টার' বা আরব শৈত্য।

যাহোক, বাংলাদেশে আরব বসন্ত পরিস্থিতি ঘটানোর বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হলে মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেছেন, 'আমরা বাংলাদেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে সমর্থন করি এবং এর চেয়ে বেশি বলার মতো আমার আর কোনো মন্তব্য নেই।'

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনও বলেছেন, 'রাশিয়া কী বলেছে, এটা আমাদের ইস্যু নয়। এটা ওদের জিজ্ঞাসা করেন। অনেকে অনেক ধরনের কথা বলবে কিন্তু আমরা এটা নিয়ে কিছু বলতে চাই না। আমরা সার্বভৌম, আমাদের ভারসাম্য পররাষ্ট্রনীতি' (সমকাল ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩)।

বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা বিষয়ে মস্কোর মন্তব্য নিয়ে ওয়াশিংটন সবসময় নিশ্চুপ থেকেছে এমন নয়। গত নভেম্বরেই রাশিয়া অভিযোগ করেছিল, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে এবং ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সরকারবিরোধী আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়ে বিরোধী দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ওই অভিযোগ অস্বীকার করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছিল, বাংলাদেশ বিষয়ে রাশিয়ার বক্তব্য তাদের 'ধারাবাহিক অপব্যাখ্যার' অংশ।

গত বছর ডিসেম্বরে ঢাকার শাহীনবাগে নিখোঁজ বিএনপি নেতা সায়েদুল ইসলাম সুমনের বাসায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। এ নিয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন ও রুশ দূতাবাসের মধ্যে 'টুইটার যুদ্ধ' লেগে যায়। তখন মারিয়া জাখারোভাই এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'একজন মার্কিন কূটনীতিকের কার্যক্রমের প্রত্যাশিত ফলাফল এই ঘটনা। তিনি বাংলাদেশের জনগণের অধিকারের যত্ন নেওয়ার যুক্তি দেখিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।'

গত বছর মে মাসে বাংলাদেশের জন্য ওয়াশিংটনের নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা এবং তারও আগে র‍্যাব বের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষাপটে জুলাই মাসে ঢাকাস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন, 'আমরা শুধু জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের দেওয়া স্যাংশনকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। এককভাবে কোনো দেশের স্যাংশন দেওয়া অবৈধ।'

বাংলাদেশ বিষয়ে সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে ধরনের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য শুরু হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরবর্তী তিন দশকে সেটা দেখা যায়নি। এটা ঠিক, বাংলাদেশে ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মস্কো-ঢাকা সম্পর্কের নতুন মাত্রা সূচিত হয়েছিল। শপথ নেওয়ার পাঁচ মাসের মাথায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং রুশ ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি করপোরেশন রোসাটোমের মধ্যে 'পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার' বিষয়ক সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর ভিত্তিতেই রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

গত তিন মেয়াদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব যত বেড়েছে, সমানুপাতিকভাবে যেন রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। বিশেষত দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সমালোচনার মুখে ভারত ও চীনের সঙ্গে সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এসেছে রাশিয়া। কিন্তু তারপরও সাম্প্রতিক সময়ের মতো পায়ে পা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঝগড়ার চিত্র দেখা যায়নি। শুধু 'বিবৃতি যুদ্ধ' নয়; অর্ধশতাব্দী পর গত মাসে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছিল তিনটি রুশ যুদ্ধজাহাজ। রাশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের জাহাজ তিনটি 'বন্ধুত্বপূর্ণ সফরে' আসার কথা রুশ দূতাবাস থেকে দাবি করা হলেও এর ভূরাজনৈতিক তাৎপর্য নেহাত কম ছিল না।

এই সময়ে এসে রাশিয়া কেন বাংলাদেশ বিষয়ে অতি মনোযোগী ও বাকপটু হয়ে উঠল? আমার ধারণা, এটা রাশিয়ার বৈশ্বিক কৌশলেরই অংশ। মস্কো চাইছে ইউক্রেন থেকে ওয়াশিংটনের অখণ্ড মনোযোগ ছিন্নভিন্ন হোক। যে কারণে মধ্যপ্রাচ্য, তাইওয়ান কিংবা আফ্রিকা প্রশ্নে যেখানেই যুক্তরাষ্ট্র অংশীজন হিসেবে হাজির হচ্ছে, তার বিপরীত শিবিরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে রাশিয়া। কেবল দাঁড়াচ্ছেই না, নানা বক্তব্য ও বিবৃতিও চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে করে যুক্তরাষ্ট্রও বিতর্কে জড়াতে উৎসাহী হয়। বাংলাদেশ প্রশ্নেও ওয়াশিংটন প্রথম দিকে মস্কোর সঙ্গে বিতর্কে জড়ালেও এখন সম্ভবত বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। যে কারণে মারিয়া জাখারোভার সর্বশেষ বিবৃতির প্রশ্নে ম্যাথিউ মিলার নীরবতাই বেছে নিলেন।

পাশাপাশি রাশিয়া চাইছে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সোভিয়েত যুগের প্রভাব পুনরুজ্জীবন করতে। এর অংশ হিসেবে প্রথমে মিয়ানমারের কাছে অস্ত্র বিক্রি শুরু করেছে। গত মাসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে রুশ-মিয়ানমার নৌ মহড়া। আর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই এ অঞ্চলের ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

প্রশ্ন হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগার জন্য বাংলাদেশে 'আরব বসন্ত' বিষয়ক উদাহরণ কতটা উপযুক্ত হয়েছে? তিনি হয়তো জানতেন না, এই অস্ত্র ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত ও ভোঁতা হয়ে গেছে। তাঁর জানার প্রশ্নই আসে না যে, বাংলাদেশের কবি জসীম উদ্ দীন চৈত্র মাসের মাসলা পৌষ মাসে' নামে একটি রসরচনা লিখেছিলেন। সেখানে দেখা যায়, ওস্তাদের কাছে শুনে শুনে একজন তালবেলেম শীতকালে চাষির বাড়িতে ওয়াজ করেছেন যে, মেয়েদের পোশাক ছেলেদের ব্যবহার 'হারাম'। গ্রামাঞ্চলে কাঁথা তৈরি হয় পুরোনো শাড়ি দিয়েই; ফলে সেটা তালবেলেমকে দেওয়া হলো না। পৌষের শীতে জেরবার তালবেলেম ওস্তাদের কাছে গেলে ওস্তাদ বললেন, 'আরে বেয়াক্কেল, চৈত্র মাসের বক্তৃতা তুমি পৌষ মাসে করেছ!'

মারিয়া জাখারোভা কাকতালীয়ভাবে পৌষ মাসই বেছে নিয়েছেন চৈত্র মাসবিষয়ক বিবৃতির জন্য। খোদ আরব বিশ্বেই যে বসন্ত আবেদন হারিয়েছে, সেটা বাংলাদেশে কার্যকর হওয়ার কারণ নেই। আরব বসন্তের বুমেরাং প্রতিক্রিয়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই যেখানে হাত কামড়াচ্ছে, সেটা বাংলাদেশে পুনরাবৃত্তির কোনো কারণ নেই। এটা বোঝার জন্য কূটনৈতিক বিশ্লেষক হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

লেখক: লেখক ও গবেষক; সহযোগী সম্পাদক, সমকাল



আফগানিস্তান কি পরাশক্তি হতে যাচ্ছে?

॥ ড. মো: মিজানুর রহমান ॥

দুই দশকের যুদ্ধ শেষে ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোটের সেনাদের হটিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আফগানিস্তানের ক্ষমতায় তালেবান। ইসলামিক শরিয়াহ আইনের ভিত্তিতে দেশ চালানোর সিদ্ধান্ত দেশটির। ক্ষমতা গ্রহণের দুই বছরেও দেশটিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি বিশ্বের কোনো দেশ। আসতে থাকে নিষেধাজ্ঞা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চাপ। তালেবান নেতারা সেই প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়েছেন সফলভাবেই। সমাধান করেছেন বিভিন্ন গ্রুপের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন দ্বন্দ্ব। তাই তো বিশ্বের সমর্থন ব্যতিরেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান পুনরুদ্ধার, দুর্নীতি দমনসহ বিভিন্ন বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। বদলেছে আফগানিস্তানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পেক্ষাপট।

বর্তমানে তালেবান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো- বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জন করা। চলতি বছরের জুনে প্রথমবারের মতো উচ্চপর্যায়ের কোনো আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে আফগানিস্তান সফর করেছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী। এ বছর কাতারের দোহায় আমেরিকান প্রতিনিধি দলের সাথেও বৈঠক করেছেন তালেবান প্রশাসনের কর্মকর্তারা। স্বীকৃতি না পেলেও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের প্রত্যাশায় অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীন, কাজাখস্তানসহ বিভিন্ন দেশের সাথে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে আফগান সরকার। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া ও ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমে আটকে থাকা দেশটির শত শত কোটি ডলার অর্থ ছাড়ে আলোচনা করছে। কিন্তু এসব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বরাবরই আফগানিস্তানে নারীদের ওপর তালেবানের বিভিন্ন বিধি-নিষেধ তুলে নেয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। তালেবান বলছে, তারা ইসলামী শরিয়াহ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে আফগানিস্তান

অর্থনীতির মূল সূচকগুলোতে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিকে ইতিবাচক বলেছে বিশ্বব্যাংক। তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন বলেছে, ২০২২ সালে মূল্যস্ফীতি হ্রাস, জাতীয় মুদ্রামান স্থিতিশীল রয়েছে। ২০২২ সালের জুন মাসে মূল্যস্ফীতি ১৮.৩ শতাংশ থাকলেও নভেম্বরে তা ৯.১ শতাংশে নেমে আসে। শিগগিরই মুদ্রাস্ফীতি ৬.১ শতাংশে নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা নিয়মিত পরিশোধ করতে পারছে। ২০২২ সালের ২২ মার্চ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটি ১৩ হাজার ৫৯০ কোটি আফগানি (১৫৪ কোটি ডলার) রাজস্ব আদায় করেছে। রফতানি আয় ২০২২ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বরের মধ্যে ২০২১ সালের তুলনায় ৯০ শতাংশ বেড়ে ১.৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ২০২০ ও ২০২১ সালে রফতানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯০০ ও ৮০০ মিলিয়ন ডলার। দ্য অবজারভেটরি অব ইকোনমিক কমপ্লেক্সিটির (ওইসি) মতে, ২০১৯ সালে আফগানিস্তানের মোট রফতানি ২ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আফগানিস্তানের জাতীয় মুদ্রার মান বৃদ্ধির বিষয়টিও উঠে এসেছে। ইউএস ডলারের বিপরীতে আফগানিস্তানের জাতীয় মুদ্রা আফগানির মান ৮৭ থেকে ৮৯ এককের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বছর ধরে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা থেকে পাওয়া বিলিয়ন ডলার এবং এশীয় প্রতিবেশীদের সাথে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের কল্যাণেই দ্বিতীয় প্রান্তিকে আফগানিস্তানের মুদ্রা বিশ্বব্যাপী র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছে। ভয়াবহ দারিদ্র্যপীড়িত একটি জনগোষ্ঠী নিয়ে এমন অবস্থানকে অস্বাভাবিকই ভাবা হচ্ছে।

আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইউএস ডলার ও অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার মোকাবেলায় আফগানি অর্থের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নিলামে ইউএস ডলার বিক্রি করেছে। সেখানে বিদেশী মুদ্রার লেনদেনের বড় একটি অংশই হয় মানিচেঞ্জারের মাধ্যমে। আর্থিক নিষেধাজ্ঞার কারণে আফগানিস্তানে এখন প্রায় সব রেমিট্যান্সই শতাব্দী প্রাচীন হুন্ডির মাধ্যমে পাঠানো হয়। স্থানীয় লেনদেনে ডলার ও পাকিস্তানী রুপির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং দেশের বাইরে থেকে কাগজের নোট আকারে ডলার আনার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অনলাইন বাণিজ্যও অবৈধ ঘোষণা করেছে। এসব আইন না মানলে কারাদন্ডের হুমকি রয়েছে। ফলে গত কয়েক মাস ধরে ডলারের সাথে আফগান অর্থের এক্সচেঞ্জ রেট স্থিতিশীল রয়েছে। একই সাথে ইরান ও পাকিস্তানের মুদ্রার বিপরীতেও আফগানি মুদ্রার মান দ্রুত মূল্য বাড়ছে।

মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, নগদ অর্থের প্রবাহ ও রেমিট্যান্সের কারণে চলতি প্রান্তিকে আফগানির মান ৯ শতাংশ বেড়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর আফগানির মান ১৪ শতাংশ বাড়ল। সেই হিসেবে এ বছর কলম্বিয়া ও শ্রীলঙ্কার পরই বিশ্বের তৃতীয় সেরা মুদ্রা হচ্ছে আফগানি। তবে দেশটিতে বেকারত্বের হার ব্যাপক। দুই-তৃতীয়াংশ পরিবারই মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। এত দিন ছিল মূল্যস্ফীতি, এখন তা মূল্য-সঙ্কোচনে রূপ নিয়েছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে তালেবানের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা থেকেই দেশটির অর্থনীতি নিয়ে পশ্চিমা-নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম নানা ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রচার ও প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে আসছে। অথচ বাস্তবে কথিত বিশ্ব-সম্প্রদায়ের নানান নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আফগানিস্তানের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এবং রফতানির পরিসংখ্যান দ্রুত বাড়ছে। ফলাফলস্বরূপ, বিশ্ব ব্যাংক নিজেই বলছে যে, আফগানিস্তানের অর্থনীতি উন্নত হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংক জানিয়েছে যে, আফগানিস্তানের অর্থনীতি ধসে পড়ছে না; বরং ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে। দেশে রফতানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নও গতি পেয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুসারে, ২০২৫ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ২-৩ শতাংশের মধ্যে থাকবে। মুদ্রা শক্তিশালী হলে তেল, বিশেষ করে অপরিশোধিত তেলসহ বিভিন্ন জরুরি পণ্য আমদানির চাপ কমতে পারে আফগানিস্তানের ওপর। এদিকে আর্থিক সঙ্কটে থাকা তালেবান প্রশাসন দেশটির সমৃদ্ধ খনিজসম্পদে বিনিয়োগ খুঁজছে।



খনির উন্নয়নে আফগানিস্তান

আফগানিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে খনিজসম্পদসমৃদ্ধ দেশগুলোর একটি, যেখানে এক হাজার ২০০টিরও বেশি খনিজ ক্ষেত্র রয়েছে। দেশটিতে প্রায় তিন ট্রিলিয়ন ডলারের খনিজসম্পদ রয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, তিন কোটি ৮০ লাখ জনসংখ্যার দেশটিতে ২ দশমিক ২ বিলিয়ন টন লোহা, ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন টন মার্বেল ও ১ দশমিক ৪ মিলিয়ন টন বিরল খনিজসম্পদ এবং ১৮৩ মিলিয়ন টন অ্যালুমিনিয়াম মজুদ আছে। দেশটির দু'টি খনিতে আনুমানিক দুই হাজার ৬৯৮ কেজি সোনা মজুদ আছে। চলতি বছরে আন্তর্জাতিক করপোরেশনগুলোর সাথে সাতটি খনি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সরকার। অংশগ্রহণকারী কোম্পানিগুলো আগামী তিন দশকে ৬০০ কোটি ডলারের বেশি বিনিয়োগ করবে। চুক্তি অনুযায়ী, আফগান রাষ্ট্রের হাতে সোনার ৫৬ শতাংশ, তামার ১২ শতাংশ, সিসার ২০ শতাংশ এবং লোহার ১৩ শতাংশ শেয়ার রয়েছে।

আফগানিস্তানে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন টন জনপ্রিয় গোলাপি মার্বেল, ৫০০ মিলিয়ন টন চুনাপাথর ও বেলেপাথরসহ নির্মাণকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন খনিজ ও পাথর আছে। ঐতিহাসিকভাবে ল্যাপিস লাজুলি, পান্না ও রুবির অন্যতম প্রধান উৎস আফগানিস্তান। লিথিয়াম, ইউরেনিয়ামসহ আফগানিস্তানে আনুমানিক ১ দশমিক ৪ মিলিয়ন টন বিরল খনিজসম্পদ আছে। দেশটিতে আনুমানিক ১৫২ মিলিয়ন টন ব্যারাইট আছে, যা সাধারণত তেল ও গ্যাস শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

তালেবান সরকার কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতি না পেলেও কাজ করছে চীন, রাশিয়া, তুরস্ক, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার ও পাকিস্তানের সাথে। দেশটির একটি তেলক্ষেত্রের ১০টি কূপের মধ্যে ৯টি থেকে ২০০ টন জ্বালানি তেল উত্তোলন করা হচ্ছে চীনের সহযোগিতায়, যার উত্তোলন ক্ষমতা এক হাজার টনের বেশি। আফগানিস্তানের রুক্ষ শুষ্ক উত্তরাঞ্চলে কৃষি উন্নয়নে পুষ্টিপা নামে একটি খাল খুঁড়ছে। সরকারের আশা, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তাদের সাড়ে পাঁচ লাখ হেক্টর মরুভূমি সবুজ কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হবে।

আফগানিস্তানের পুনরুদ্ধারে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা

বিশ্বব্যাংকের অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেও ক্রমাগত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হচ্ছেন সরকার। পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতো কঠিন পরিস্থিতিতে অর্থনীতিতে ইতিবাচক তথ্য দেশটির ভবিষ্যতের জন্য খুবই ইতিবাচক। দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতে, 'আফগানিস্তান বিশ্বাস করে, যদি তাদের ব্যাংকের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এবং আটকে রাখা অর্থ ফেরত দেয়, তবে আফগানিস্তানের অর্থনীতি অতি দ্রুত আরো উন্নতি ও স্থিতিশীলতার দিকে অগ্রসর হতে পারবে। এর ফলে দেশটিতে শান্তি ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। মধ্যপ্রাচ্যে জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কোভিড-১৯-পরবর্তী ভঙ্গুর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের অর্থনীতি এবং শাসনব্যবস্থা উল্লেখ করার মতো।

ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের মতে, দেশটির ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় পঙ্গুত্ব এবং পশ্চিমাদের উন্নয়ন সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়া সত্ত্বেও তালেবান সরকার আফগান মুদ্রার স্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, আমদানি পুনরুজ্জীবিতকরণ, রফতানি বৃদ্ধি এবং শুল্ক ও কর সংগ্রহ বৃদ্ধিতে অগ্রগতি অর্জন করেছে। ইউএনডিপি ২০২৩ সালে দেশটিতে ১.৩ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনা করেছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য আফগানিস্তানের ৩.৭ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে। তবে এর জন্য আফগানিস্তানের নীতিগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে বলেছে।

বিশ্বে আফিম উৎপাদনে শীর্ষ অবস্থানে স্থান ছিল আফগানিস্তান। জাতিসঙ্ঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত দফতর (ইউএনওডিসি) এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০২৩ সালে দেশটিতে আফিম চাষ দুই লাখ ৩৩ হাজার হেক্টর থেকে কমে ১০ হাজার ৮০০ হেক্টরে নেমেছে; উৎপাদন ৯৫ শতাংশ কমে ৩৩৩ টনে দাঁড়িয়েছে। অথচ পশ্চিম নিয়ন্ত্রিত আফগান সরকার আফিম চাষ করিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত আর তালেবানদের দোষারোপ করত। এখন তালেবান সরকার আফিম চাষ বন্ধ করে সেখানে কৃষি কাজ, বিশেষ করে ডালিম ও আঙুর চাষ করে, জুস তৈরি করে বিদেশে রফতানি করে অর্থ উপার্জন করছে। তালেবানের ইসলামী শরিয়াহ বাস্তবায়নের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে দেশটিতে।

পরিশেষে বলতে হয়, আফগানিস্তানের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে দেশটির সম্পর্কের উপর। তালেবান সরকারের শাসনামলে দেশটিতে সহিংস ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হ্রাস পেয়েছে; নিরাপত্তা ব্যবস্থায় উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দেশটিতে তালেবানের শক্তিশালী রাজনৈতিক কিংবা সশস্ত্র কোনো প্রতিপক্ষও নেই। এ ছাড়া দেশটি দুর্নীতি ও বিভিন্ন সশস্ত্রগোষ্ঠীকে দমন করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। রফতানি প্রধানত কৃষি, খনিজ ও বস্ত্রপণ্যকেন্দ্রিক যা দিন দিন বাড়ছে। সর্বোপরি, বিশ্বের দুই পরাশক্তি রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে যেহেতু আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করতে পেরেছে, সুতরাং আর কোনো পরাশক্তি আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা করবে না; যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ার সম্ভাবনা কম। ফলে আফগানিস্তান তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়তে পারবে। সুতরাং পরাশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীন, সামরিক কৌশলে অভিজ্ঞ, খনিজসম্পদে ভরপুর সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আফগানিস্তানের রয়েছে সময়ের ব্যবধানে পরাশক্তি হওয়ার সম্ভাবনা।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট

ভোটের জয়, নাকি অন্য কিছুর

॥ আসিফ নজরুল ॥

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ধ্বনি এখন চারদিকে। 'জয় বাংলা, জিতবে আবার নৌকা' কিংবা 'বারবার দরকার, শেখ হাসিনার সরকার'–রাজপথের নির্বাচনী মিছিলে এসব শুনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসহনীয় যানজটে আটকে থাকি, ভাবি কার সঙ্গে জিতবে এবার নৌকা, কে দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে?

পরিসংখ্যান অনুসারে এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দাঁড়িয়েছে ডজন দুয়েক দল। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সদ্য ভূমিষ্ঠ কয়েকটি কিংস পার্টি এবং আওয়ামী লীগের জোটে থাকা ক্ষুদ্র কিছু অনুগত দল।

একমাত্র উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় পার্টি, কিছু আসন ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাসের ভিত্তিতে তারাও নির্বাচনে যেতে রাজি হয়েছে। এ ছাড়া বাড়তি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমেজ সৃষ্টির জন্য আওয়ামী লীগ কিছু ডামি প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তাই প্রকৃত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ৩০০ আসনে ভোটের লড়াই হবে আওয়ামী লীগ বনাম অনুগত বা ডামি প্রার্থীদের। নির্বাচনে আসল প্রতিপক্ষ যে দল ছিল, তার নেতা-কর্মীদের জেলে ভরে বা গ্রেপ্তারের জন্য সারা দেশে পুলিশি অভিযান চালিয়ে দৃশ্যপট থেকে বিতাড়িত করা গেছে। দৈব কোনো দুর্বিপাক না হলে ৭ জানুয়ারি নির্বাচন হচ্ছে এবং এতে আওয়ামী লীগ এবার ৩০০ আসনেই (নিজেদের এবং অনুগতদের মিলিয়ে) জয়ী হচ্ছে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বলা যায়, শুরুর আগেই শেষ হয়ে গেছে ২০২৪ সালের নির্বাচন!

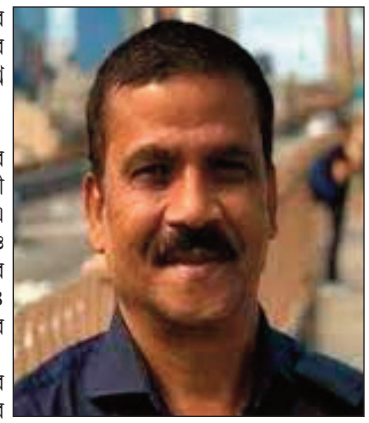
২.

এ নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের একটি কাজ এখনো বাকি রয়ে গেছে। এটি হলো 'অংশগ্রহণমূলক' হয়েছে, তা দেখানোর জন্য নির্বাচনের দিন ভোটারদের কেন্দ্রে আনার কাজটি। সে জন্যও এখন নানা ধরনের চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধ্য করার জন্য দুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষদের ত্রাণসহায়তার কার্ড জমা দিতে বলা হচ্ছে। ভোট দিতে না এলে নাগরিক সেবা (ভাতা, সনদ, সত্যায়ন) বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এর বাইরে আরও বহু রকম চাপ থাকবে ভোটারদের কেন্দ্রে আনার জন্য।

আওয়ামী লীগ গত ১৫ বছরে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজিয়েছে, এসব অবৈধ কাজের জন্য রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের জবাবদিহির আওতায় আনার চেষ্টা করবে না। ফলে বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে দলটি কিছু বাড়তি ভোটার আনতে পারবে ভোটকেন্দ্রে। ইচ্ছেমতো ব্যালটে সিল দিয়ে, অনুমোদিত পর্যবেক্ষক ও নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের ভাষ্যে এটিকে যথেষ্টসংখ্যক 'অংশগ্রহণমূলক' দেখানোও হয়তো সম্ভব হবে।

২০২৪ সালের নির্বাচনে তাই প্রার্থী থাকবে, কিছু ভোটারও থাকবে এবং এতে সুনিশ্চিতভাবে একটি দল বিজয়ী হবে। তবে এটি কতটা দমননীতির আর অপকৌশলের বিজয় আর কতটা ভোটের জয়, সে প্রশ্ন থাকবে।



৩.

প্রশ্ন আসবে, বিএনপি ও তার সঙ্গীরা নির্বাচনে না এলে আওয়ামী সরকারের কী দোষ? তবে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা মনে রাখলে তার আগে প্রশ্ন আসা উচিত, ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিএনপিকে আনার চেষ্টা কি সরকার করেছে?

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্যে এটি স্পষ্ট যে সেই চেষ্টা করা হয়েছে, তবে তা বাঁকা পথে। তিনি বলেছেন, এক রাতে বিএনপির সব নেতাকে মুক্তি দিয়ে নির্বাচনে আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর এ বক্তব্যের সত্যতা কোনো কোনো মন্ত্রী অস্বীকার করেছেন, চাপে পড়ে তিনিও পরে কিছুটা অন্য রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তবে কৃষিমন্ত্রীর বর্ণনা মোতাবেক চেষ্টা যে সত্যিই হয়েছিল, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমরের ঘটনা। বিএনপির নেতারা এখন যেসব মামলায় জেলে রয়েছেন, একই মামলায় তিনিও অন্তরীণ ছিলেন, রিমান্ডেও দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। এরপর তিনি আকস্মিকভাবে জামিন পান, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জেল থেকে বের হয়ে আসেন এবং পরদিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন। একই ধরনের ঘটনা ঘটে বিএনপির আরেক নেতা একরামুজ্জামানের ক্ষেত্রে। কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্য অসত্য বা ব্যক্তিগত হলে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা কী?

এসব ঘটনা প্রমাণ করে, আলাপ-আলোচনা করে কোনো সমঝোতা নয়, বরং জেলে ভরে চাপ সৃষ্টি করে বিএনপিকে নির্বাচনে আনার চেষ্টা করেছিল সরকার। এসব ঘটনা এ ইঙ্গিতও দেয় যে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে নাশকতার মামলাগুলো বস্তুনিষ্ঠ নয় এবং তাঁদের জামিন নির্ভর করছে সরকারের ইচ্ছার ওপর।

এ আলামত শুধু জামিনের ক্ষেত্রেই দেখা যায়নি, শাস্তিদানের ক্ষেত্রেও। না হলে বাংলাদেশে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার মতো গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার যেখানে ৩ দশমিক ৬, সেখানে গায়েবি রাজনৈতিক মামলায় বিরোধী দলের নেতাদের কীভাবে শাস্তি হচ্ছে প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে? কেন শুধু এসব মামলায় ঘনঘন শুনানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে, রাতের বেলায় আদালত বসানো হচ্ছে, পুলিশকে বাধ্যতামূলকভাবে এজাহার অনুযায়ী সাক্ষী দিতে বাধ্য করা হচ্ছে?

এটি ভাবার তাই কারণ রয়েছে যে শুধু প্রশাসন ও পুলিশকে নয়, রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এবার ব্যবহার করা হচ্ছে জনগণের ভোটাধিকারকে সীমিত বা খর্ব করার কাজে এবং ভুয়া নির্বাচন প্রতিরোধের আন্দোলন দমনের কাজে। আর এভাবেই নিশ্চিত করা হচ্ছে একতরফা নির্বাচন এবং এতে আওয়ামী লীগের একচেটিয়া বিজয়।

এ বিজয়কে আগামী পাঁচ বছর বজায় রাখার জন্য ভবিষ্যতে আমরা আরও কঠোর দমননীতি দেখতে পারি দেশে। এর মধ্যে বিএনপির মতো প্রধান একটি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠছে।

পাশাপাশি দেশে ঘটছে বিভিন্ন রহস্যজনক নাশকতার ঘটনা, প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। আলী রীয়াজ তাঁর একটি নিবন্ধে লিখেছেন, চীন ও কম্বোডিয়া মডেলের মতো শুধু অনুগত ও অনুল্লেখ্য দলকে সক্রিয় রেখে কার্যত একটি একদলীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে দেশে। নাশকতার ঘটনার দায় বিএনপির ওপর চাপিয়ে দলটিকে নিষিদ্ধ করা গেলে সত্যি তা করা যাবে বাংলাদেশে।

একের পর এক সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে হয়তো সেদিকেই যাচ্ছি আমরা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কী গৌরব আছে এ বিজয়ে, কার লাভ হবে এতে!

৪.

সাজানো নির্বাচন হলে দেশের গণতন্ত্র ও দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হওয়া নিয়ে বহু কিছু লিখেছেন বিশেষজ্ঞরা। আমার আশঙ্কা, এ নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক বন্ধনও বিপর্যস্ত হতে পারে। যে কঠোর দমননীতি এবার দেখা যাচ্ছে, তা দেশের রাজনৈতিক সমাজকে দুভাগে বিভক্ত করে ফেলছে।

একটি অত্যাচারী, আরেকটি অত্যাচারিত পক্ষ। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমাজে থাকবে। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ বাড়বে। রাষ্ট্রের শক্তি ও ঐক্য এভাবে খর্বিত হলে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষের বিদেশি রাষ্ট্রগুলো আরও সুযোগ নেবে। অন্যরা বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নিজেরাও সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে একসময়।

দমননীতি, বিভাজন সৃষ্টি ও সাজানো নির্বাচনে এভাবেই বিজয়ী হয় দল বা গোষ্ঠী, পরাজিত হয় দেশ। আমার মনে হয় না, এমন একটি নির্বাচন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এ দেশে।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক

> ***আওয়ামী লীগ গত ১৫ বছরে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজিয়েছে, এসব অবৈধ কাজের জন্য রাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের জবাবদিহির আওতায় আনার চেষ্টা করবে না। ফলে বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে দলটি কিছু বাড়তি ভোটার আনতে পারবে ভোটকেন্দ্রে। ইচ্ছেমতো ব্যালটে সিল দিয়ে, অনুমোদিত পর্যবেক্ষক ও নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের ভাষ্যে এটিকে যথেষ্টসংখ্যক 'অংশগ্রহণমূলক' দেখানোও হয়তো সম্ভব হবে।***

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সিসিকে পরাস্ত করা যাবে না

॥ মো: বজলুর রশীদ ॥

আরব বিশ্বে শাসকরা সচরাচর পদত্যাগ করেন না। যারা গণতন্ত্রকে বা নির্বাচনকে ব্যবহার করে ক্ষমতারোহণ করেন তারাও ক্ষমতা ছাড়তে চান না। মিসরের মরহু প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ৩০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, তার সময়ে কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু ছিল না। তার পতনে মূলত ব্রাদারহুডের আন্দোলনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটে মুরসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনিই মিসরের প্রথম নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি। আল সিসি তারই অধীনে সেনাপ্রধান হিসেবে কাজ করার শপথ নিলেও বহিঃশক্তির ইন্ধনে মুরসিকে জেলে পুরে বিনাচিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন এবং বন্দী অবস্থায় মুরসির মৃত্যু হয়। মুরসি ক্ষমতায় থাকতেই সিসি মুরসিকে 'মূর্খ' বলে ডেকেছিলেন।

ব্রাদারহুডকে নির্মমভাবে কোণঠাসা করার পর তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নির্বাচনকে বেছে নেন। এমন একটি নির্বাচন যেখানে তিনি নির্বাচিত হবেন। সে জন্য তিনি প্রথম সুযোগেই সংবিধান সংশোধন করেন। সিসির কাছে, এই গণতন্ত্র বা নির্বাচন ক্ষমতা ধরে রাখার একটি কৌশল বা রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনার এক আনুষ্ঠানিকতা। এবার তিনি প্রায় ৯০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন; মানে মিসরের তিন কোটি ৯০ লাখ ভোটার তাকে ভোট দিয়েছেন। তার বিরোধীরা, বিরোধী তিন নেতা প্রচারে বাধা, গণহারে গ্রেফতার করে নেতা ও সমর্থকদের জেলে পুরে রাখার অভিযোগ এনেছেন। এর আগের নির্বাচনগুলোতেও এরকম অভিযোগ হয়েছিল। তবে কোনো তদন্ত, পুনঃনির্বাচন এসব হয়নি। বলতে গেলে মিসরের লোকজন ধরেই নিয়েছে যে, আগের প্রক্রিয়ার মতো এবারো সিসি জিতবেন। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালেও সিসি এই প্রক্রিয়ায় জিতে যান। আগামী এপ্রিলে তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবেন সিসি।

মিসরের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট পদে এটিই হবে তার শেষ মেয়াদ। তার হাতে সংবিধান সংশোধিত হয়ে প্রেসিডেন্টের মেয়াদ চার বছর থেকে বাড়িয়ে ছয় বছর করা হয়, দুই মেয়াদের পরিবর্তে তিন মেয়াদ ক্ষমতায় থাকার সুযোগ যুক্ত করা হয়। নির্বাচনের সময় তিনি হাজারখানেক বিরোধীকে জেল থেকে মুক্তি দেন। তবে তার চার-পাঁচগুণ মানুষকে নতুন করে জেলে বন্দী করে রাখা হয় এবং প্রায় সবার বিরুদ্ধে গায়েবি অপরাধের মামলা দেয়া হয়। কেন নির্বাচনে আল সিসি ৯০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন? বিরোধীরা কী বলেন? তারা অভিযোগ করেছেন সিসির সমর্থকরা ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া, তারা যেতে চায় কি না, এ সবই নজরদারি করেছেন। কোথাও কোথাও ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে, নির্দেশনা না মানলে শাস্তি দেয়া হয়েছে। বেসরকারি খাতের কোম্পানিগুলো নির্বাচনে কর্মী সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছে। ভোট না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক গ্রেড হারানোর হুমকি দেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দেয়ার জন্য দরিদ্র লোকদের অর্থ ও খাবার ঘুষ দেয়া হয়েছে।



মিসর বর্তমানে অর্থনৈতিক সঙ্কটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। দেশটিতে মুদ্রামানের ধারাবাহিক পতন এবং বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি ৩৬.৪ শতাংশে পৌঁছেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের আগেও মিসরের প্রায় ১০ কোটি ৬০ লাখ জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে। যারা বয়স্ক, পেনশনভোগী, সলিডারিটি ও ডিগনিটি সরকারি তহবিলের সুবিধাভোগী এবং দাতব্য সমিতি থেকে উপকৃত বিধবা, বিয়ে-বিচ্ছেদের সংহতিশীল গোষ্ঠী; এগুলো এমন গোষ্ঠী যা নির্বাচনের সময় খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বা তাদের আনুষঙ্গিক সাহায্য বন্ধ হওয়ার ভয়ে ভীত। এরা নিজে বাঁচার জন্য ভোটকেন্দ্রে যায়। যেকোনো প্রার্থী বিশেষ করে সরকার এদের ওপর সহজলভ্যতার কারণে বাজি ধরতে পারে। এদের একটি জনপ্রিয় স্লোগান হলো- 'আসুন, কিছু পাওয়া যাক'। তাদের আক্ষেপও রয়েছে : পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পরিবহন বিলসহ সব সেবার মূল্যবৃদ্ধির সুরাহা কীভাবে হবে? আবু হুসাইন নামে একজন কাঠমিস্ত্রি ভোটার সাংবাদিকদের সামনে বলেন : 'মিসরীয় পাউন্ডের (মিসরীয় ১০০ পাউন্ড সমান তিন ডলার) মূল্যের পতন, জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির কারণে মিসরীয়রা ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে।'

ভোটারদের উৎসাহিত করতে দেশাত্মবোধক গান ও প্রচারমূলক বিজ্ঞাপন তৈরি করে প্রচারিত হয়েছে। কোথাও ভোট দিতে না গেলে জরিমানা করার হুমকি দেয়া হয়েছে সাধারণ নাগরিকদের। ফলে বিরোধী অনেক সংগঠন তাদের অস্তিত্ব ও নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে রক্ষার জন্য ভোট দিয়েছে। ভোটের দিনে সিসির কর্মীরা শত শত বাস ব্যবহার করে যা নির্বাচন বিধির লঙ্ঘন; এমনকি বিরোধী প্রার্থী ফরিদ জাহরানের প্রতিনিধিদের ভোট গণনায় উপস্থিত হতে বাধা দেয়া হয়েছিল।

নির্বাচনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো তরুণ ভোটারদের অনুপস্থিতি, যারা দৃশ্যত নির্বাচন বয়কট করেছে। সম্ভবত, তারা উচ্চস্তরের বেকারত্ব এবং দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিবাদে অথবা নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের প্রতিবাদে এবং তরুণ প্রার্থী আহমেদ তানতাউইকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং তাকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার হরণ করার জন্য বা সম্ভবত একসাথে এসব কারণে বয়কট করেছে। তরুণ ভোটারদের অংশগ্রহণের অভাব বৃহত্তর কায়রোর রাস্তায় এবং রাজধানীর আশপাশের এলাকাগুলোতে স্পষ্ট লক্ষ করা গিয়েছিল।

২০১১ সালের গণ-আন্দোলন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পর স্বৈরাচারী সরকারের পতন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক হলেও সিসি পুনরায় স্বৈরশাসন ও গণতন্ত্রকে নির্বাসন দিতে সমর্থ হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য কিছু দেশ সেনাশাসনকে সহায়তা দিয়ে পুষ্ট করেছে। আল সিসি 'বিশেষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়' ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য গণতন্ত্রের ক্যাপসুল ব্যবহার করছেন। সে এক বিচিত্র গণতন্ত্র। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এই বিশেষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছে। শক্তিধর গণতান্ত্রিক দেশগুলো সিসির পক্ষে থাকায় তাই তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। বিরোধীদের বিরুদ্ধে যাঁতাকলে যে নির্মম পেষণতত্ত্ব কাজ করছে সে অবস্থায় 'ফ্রি ও ফেয়ার' ভোট অসম্ভব বিষয় বলে সংস্থাগুলো সোচ্চার হয়েছে। মানবাধিকার-বিষয়ক পরিচালক মাইকেল পেজ এক প্রতিবেদনে বলেছেন, 'এর আগে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে দমননীতি পরিচালিত হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে ৬০ হাজার মানুষকে জেলে ঢুকানো হয়েছিল। জেলখানায় কয়েক শ' মৃত্যুবরণ করেছিল।' দেখা যাচ্ছে যে, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়ার জন্য রাষ্ট্র তার সব প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা অ্যাপারেটাস ব্যবহার করেছে। সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী ও প্রচুর আর্থিক মূলধন জোগাড়ের কারণে সিসির পক্ষে এসব কাজ আঞ্জাম দেয়া কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নিশ্চিত হয়েছে যে, এটি আল সিসির জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত বিজয়। পঙ্গু অর্থনৈতিক সঙ্কট সত্ত্বেও সিসির ভূমিধস বিজয় হয়েছে। গাজায় গণহত্যা বন্ধ করতে সরকারের অক্ষমতা চোখে পড়ার মতো। ইথিওপিয়ান গ্র্যান্ড রেনেসাঁ বাঁধ প্রকল্প ও নীল নদের ওপর প্রভাব সর্বোপরি মিসরীয় সভ্যতার ওপর আঘাত ঠেকাতে তিনি কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

এই অর্থহীন নির্বাচনে অন্য তিন প্রার্থী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান ফরিদ জাহরান, ওয়াফদ পার্টির প্রধান আবদেল সানাদ ইয়ামামা ও রিপাবলিকান পিপলস পার্টির প্রধান হাজেম ওমর; এই জাল নির্বাচনে কে রানার্সআপ হবেন জনগণকে তা কোনো উত্তাপ ছড়াতে পারেনি। মূলত এই নির্বাচন ছিল গত ১০ বছরের সাজানো পদক্ষেপ। সমালোচকরা বলছেন, ভোটারদের মূল উপস্থিতি ৪৫ শতাংশ মাত্র। বিরোধী জনগণ নিশ্চিত যে, এবার আল সিসি সংবিধানের আরো একহাত নেবেন এবং আরো বেশি দিন ক্ষমতা ধরে রাখার উপায়-উপকরণ তৈরি করবেন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার, নিউম টাওয়ার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

ভোটার টানতে যত কৌশল

(প্রথম পাতার পর)

প্রয়োগ করা হচ্ছে। আবার কিছু কৌশল নেয়া হয়েছে অতি গোপনে। ভোটার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এলাকা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল নেয়া হয়েছে।

এবার নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশ নেবেন এমন ভোটারদের পোস্টাল ভোট প্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তাদের পরিবারের সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এর বাইরে সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়া নিশ্চিত করতে বিভিন্ন এলাকায় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্বাচনে আনসার ভিডিপি'র ৬০ লাখ সদস্যের বড় অংশ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেন। তাদেরও সবার পোস্টাল ভোট নিশ্চিত করা এবং পরিবারের সদস্যদের কেন্দ্রে যাওয়ার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ভোট না দিলে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সংযোগ বন্ধ করে দেয়ার হুমকিও দেয়া হয়েছে ভোটারদের।

এবার ভোটার টানতে আওয়ামী লীগের অন্যতম কৌশল দলের বিকল্প বা ডামি প্রার্থী। জাতীয় পার্টিসহ অন্যান্য কিছু দল নির্বাচনে থাকলেও তারা তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারছে না। এমন অবস্থায় দলের ডামি বা স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই বেশিরভাগ আসনে আওয়ামী লীগ বা মিত্র ও শরিক দলের প্রার্থীদের সঙ্গে নির্বাচনী লড়াইয়ে আছেন।

শুক্রবার জুমার নামাজের সময় কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের দুই নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর গোলাম সারোয়ার শিপন নৌকায় ভোট না দিলে অসহায়দের ভাতা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেন। এ ঘটনায় তাকে শোকজ করেছে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি। স্বতন্ত্র প্রার্থী ঈগল প্রতীকের আঞ্জুম সুলতানা সীমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার তাকে শোকজ করেন অনুসন্ধান কমটি ২৫৪-এর চেয়ারম্যান মো. সিরাজ উদ্দিন ইকবাল।

একই অভিযোগ উঠেছে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার সমাজসেবা কার্যালয়ের ফিল্ড সুপারভাইজার আব্দুল হাকিমের বিরুদ্ধে। ফোন দিয়ে নৌকায় ভোট না দিলে প্রতিবন্ধী, বিধবা ও বয়স্ক ভাতার সুবিধাভোগীদের কার্ড বাতিলের হুমকি দেন তিনি। আব্দুল হাকিম সরকারি কর্মচারী হয়ে আচরণবিধি ভঙ্গ করে প্রকাশ্যে নৌকা প্রতীকের প্রচারণা করছেন। নৌকার প্রচারণা সমাবেশে নৌকা প্রার্থী আব্দুল মমিন মন্ডলের পাশের চেয়ারে বসে প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন- এমন ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তাই ভাতাভোগীরা রয়েছেন আতঙ্কে।

নোয়াখালীতে নৌকার প্রার্থীর ভোট নিশ্চিত করতে সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৪৯২ জন সুবিধাভোগীর কার্ড জব্দ করেন সোনাইমুড়ী উপজেলার অম্বরনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন। এ ঘটনায় তাকে শোকজ করে ইসি। নোয়াখালী-২ আসনের (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী আংশিক) সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. শাহজাহান মামুন ওই নোটিশে সই করেন। অন্যদিকে আক্তার হোসেন এসব কার্ড জব্দ করার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, এ ব্যাপারে অবগত আছেন নৌকার প্রার্থীও।

জামালপুর-৫ আসনেও নৌকায় ভোট না দিলে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় যারা বিভিন্ন ভাতা ভোগ করছেন তাদের ভাতা বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। সদর উপজেলার লক্ষ্মীরচর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাতেম আলী ১৯ ডিসেম্বর বিকালে বারুয়ামারী বাজারে দলীয় কার্যালয়ের সামনে নির্ধারিত বিজয় মিছিল শেষে এমন হুমকি দেন। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা গেছে, ১৫ বছর ধরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় যারা বিভিন্ন ভাতা ভোগ করছেন, তাদেরকে ডাকা হবে। তাদের কেউ যদি না আসে ভিডিও করে সেই ফুটেজ চেক করে নির্বাচনের পর তাদের ভাতা বন্ধ করে দেয়া হবে।

যশোর জেলায় বিভিন্ন খাতে ভাতাভোগীদের কার্ড জব্দ করছেন আওয়ামী লীগ নেতারা। যে এলাকা যার নিয়ন্ত্রণে ওই এলাকায় এসব ভাতাভোগীদের কাছ থেকে কার্ড জব্দ করছেন তারা। ভোট না দিলে কার্ডধারীদের সুবিধা বাতিল করা হবে বলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন নেতারা। যশোর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের একজন বয়স্ক ভাতাভোগী মানবজমিনকে বলেন, একজন আওয়ামী লীগ নেতা লোক পাঠিয়ে আমাকে তার বাড়িতে ডাকেন। এ সময় তিনি বলেন, নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় যেন আমার বয়স্কভাতার কার্ডটি নিয়ে যাই। তার কথামতো ওই কার্ডটি নিয়ে পরদিন সকালে ওই নেতার বাড়ি যাই। তিনি আমার কাছ থেকে কার্ডটি নিয়ে সাফ জানিয়ে দেন ৭ই জানুয়ারি সকাল সকাল ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নৌকায় ভোট দিলে তিনি কার্ডটি ফেরত দিবেন। না হলে এই কার্ড আর পাওয়া যাবে না। পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষপাড়া এলাকার আরেক বাসিন্দা (নারী) জানান, স্থানীয় একজন নেতার কথা বলে এলাকার ছেলেরা তিনিসহ তার আশপাশের ৫টি ভিজিএফ চালের কার্ড নিয়ে গেছে।

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জেও কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অধীনে সুবিধাভোগীদের কার্ড জব্দ করছেন আওয়ামী লীগ নেতারা। ৭ই জানুয়ারি সকাল সকাল কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিলেই কেবল এসব কার্ড ফেরত দেয়া হবে বলে তাদের জানানো হয়েছে। অন্যথায় এসব ভাতার কার্ড বাতিল করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

একই অভিযোগ উঠেছে কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য ও নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জের এক সমর্থকের বিরুদ্ধে। নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে সকল সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা বাতিল হয়ে যাবে বলে হুমকি দিয়েছেন চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা এনামুল হক মঞ্জু। ২৩শে ডিসেম্বর বিকাল ৪টার দিকে কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর মিরপুর এলাকায় উঠান বৈঠকে এমন বক্তব্য দেন মঞ্জু চেয়ারম্যান। তার বক্তব্যটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় চলছে আলোচনা ও সমালোচনা। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে শোনা যায়, নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে এইসব সুযোগসুবিধা-ভাতা বাতিল হয়ে যাবে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জেও কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের কার্ড জব্দ করেছে আওয়ামী লীগ নেতারা। ৭ই জানুয়ারি ভোট দিলেই কেবল এসব কার্ড ফেরত দেয়া হবে বলে সাফ জানানো হয়েছে। অন্যথায় উপকারভোগীদের কার্ড বাতিল করা হবে বলে জানানো হয়েছে। জেলার একজন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নৌকায় ভোট না দিলে ভোটারদের বাড়ির পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস বন্ধের হুমকি দিয়েছেন উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ফরিদ ভূঁইয়া মাসুম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, নৌকা মার্কায় আপনাদের ভোট দিতে হবে। এটা আপনারা মনে রাইখেন। নয়তো আপনাদের এই যে পানি আছে, বিদ্যুৎ আছে, গ্যাস আছে, এগুলো কিন্তু কিছু থাকবে না। এগুলা কিচ্ছু থাকব না, ঠিক আছে? আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন। নৌকায় ভোট না দিলে খবর আছে।

এদিকে নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত থাকা সরকারি কর্মচারীদের পোস্টাল ভোট ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ভোটে বিশেষ নজর দিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে নিজেদের ভোট প্রদান শেষ করতে আদেশ দিয়েছেন বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এ ছাড়াও আনসারের প্রতি সদস্যকে তাদের পরিবারের কমপক্ষে পাঁচ সদস্যের ভোট নিশ্চিত করতেও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দেশে প্রায় ৬১ লাখ আনসার সদস্য কর্মরত রয়েছেন। এদের পরিবারের সদস্য যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়িসহ প্রতি পরিবার থেকে ৫ জন ভোটার ধরে হিসাব করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক তাদের ভোটকেন্দ্রে আনার পরিকল্পনা নেয়া হয়। ৬১ লাখ আনসার সদস্যের প্রতি পরিবারে ৫ জন করে ভোটার কেন্দ্রে আনা গেলে ৩ কোটি ৫ লাখ ভোটার নিশ্চিত হওয়া যাবে। এজন্য উপজেলা নির্বাচন অফিস থেকে চাকরিরত আনসার সদস্যদের পরিবারের ভোটার তালিকার ডাটাবেইজ সংগ্রহ করে তা জেলা আনসার অফিসে জমা দেয়া হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বরত আনসার সদস্যরা ভোটার তালিকা ধরে ধরে যাচাই-বাছাই করবে যে সদস্যদের পরিবারের লোকজন ভোট দিতে আসলো কিনা। এ ছাড়াও নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদেরও একই পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

অন্যদিকে নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই- টাঙ্গাইলে এমন বক্তব্য দেয়ায় এক ইউপি চেয়ারম্যানকে জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন। অভিযুক্ত ওই চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মির্জাপুরের ফতেপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। ১০ ডিসেম্বর রাতে এক মাহফিলে এমন বক্তব্য দেন তিনি। টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মো. কায়ছারুল ইসলাম বলেন, একজন জনপ্রতিনিধি ভোটারদের এভাবে প্রকাশ্যে হুমকি দিতে পারেন না।

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আবদুল হাফিজ মল্লিককে। গত ২১শে ডিসেম্বর দুর্গাপাশা ইউনিয়নের সেনের বাজারে গণসংযোগে নৌকার প্রার্থী হাফিজ মল্লিক বলেন, যারা নৌকার পক্ষে নির্বাচন করবেন না তারা এলাকা ছেড়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যান।

পাবনায় গত শুক্রবার নির্বাচন কমিশনারের কাছে ভোট কেন্দ্রে যেতে নানা রকম হুমকি-ধমকি, ভয়ভীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন পাবনার প্রার্থীরা। তবে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে সব ধরনের আশ্বাস দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার।

এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে হামলা-ভাঙচুর, গুলি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় অন্তত ১৪ জন আহত হয়েছেন। এরমধ্যে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নৌকার গণসংযোগে ছাত্রলীগের ৪ জনকে কুপিয়েছে একই সংগঠনের আরেক গ্রুপ। রাজশাহীর বাগমারায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ৪ কর্মীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়েছে। ময়মনসিংহের নান্দাইলে নৌকার ৩ সমর্থককে বেধড়ক মারধর করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। নোয়াখালীর সেনবাগে নৌকার প্রার্থী ও বর্তমান এমপির ছেলের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকের বাড়িতে গুলি, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।



আনাহিতা আরোহীর জন্মদিন পালিত

টাইম টেলিভিশনের সাবেক বার্তা সম্পাদক শাহেদ আলম ও কারিশমা কামাল দম্পতির কন্যা আনাহিতা আরোহী শাহেদের তৃতীয় জন্মদিন শনিবার (২৩ ডিসেম্বর) নিউইয়র্কের আপস্টেটের নিজ বাসায় পালিত হয়েছে ঘরোয়াভাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিক সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন।

ওভার পোলিসিং বিলে ক্ষিপ্ত মেয়র অ্যাডামস পাশ

(প্রথম পাতার পর)

উইলিয়ামসের। যিনি এই বিলের একজন কো-স্পন্সর। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। শেষ পর্যন্ত সিটি কাউন্সিলে ভোটাভুটিতে পাশ হয়ে যায় এই বিল। ৫১ সদস্যের চেম্বারের ৩৫ জন ডেমোক্র্যাট এই বিলের পক্ষে ভোট দেন। রিপাবলিকান ৭ সদস্যের কেউই পক্ষে ভোট দেন নি। ডেমোক্র্যাটদের দুই জন ভোট দানে বিরত থাকেন।

বিলের প্রস্তাবকারীদের মতে এই আইনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সিটি কর্মকর্তাদের সামনে এটাই নিয়ে আসা যে এনওয়াইপিডি যখন তখন যাকে তাকে পথ রোধ করছে এবং নিত্যদিনের চর্চায় পরিণত হয়েছে। আর এই থামানোর ক্ষেত্রে লেভেল ওয়ান এবং লেভেল টুর পার্থক্য রয়েছে। লেভেল ওয়ান স্টপসই বেশি হচ্ছে। কিন্তু অ্যাডামসের বক্তব্য হচ্ছে, অফিসাররা যদি সড়কে না থেকে নথিপত্র ঘাটতেই বেশি সময় পার করে দেন তাহলে জনগণের নিরাপত্তা সামান্যই নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই হাউ মেনি স্টপস বিল নিয়ে তিনি চিন্তিত এবং বিষয়টি নিয়ে সিটি কাউন্সিলের সঙ্গে তিনি কাজ করছেন, জানিয়েছেন মেয়র।

আমাদের শঙ্কা হচ্ছে যারা এই বিলের পক্ষে ভোট দেবেন তারা এবং সরকারি ওই আইনজীবি স্পষ্ট হতে পারছেন না যে লেভেন ওয়ান স্টপস কেবল অপরাধীর জন্যই প্রযোজ্য তা নয়, আর সেই সমস্যা, বলেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। তিনি বলেন, 'আমি সন্দিহান, এই সকরারি আইনজীবি ও কাউন্সিল উপদেষ্টারা এই লেভেল ওয়ানে স্টপের সঠিক সংজ্ঞাটি তুলে ধরছেন কিনা'।

উইলিয়ামস অবশ্য মঙ্গলবারের এক বক্তৃতায় বলেন, এই থামানো যে স্রেফ কুশল জিজ্ঞাসা কিংবা নেইবারহুড কেমন আছে জানতে চাওয়া নয়, সেটা তারা বোঝেন।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যুক্তরাষ্ট্রের

(প্রথম পাতার পর)

পৌঁছেছে। আগামী ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠেয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আইআরআই ও এনডিআইয়ের ১২ সদস্যের কারিগরি প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসার কথা। তাদের অন্যতম এ পাঁচজন বিশ্লেষক। শনিবার (২৩ ডিসেম্বর) আইআরআইয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পাঁচ সদস্যের কারিগরি প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশে ছয় থেকে আট সপ্তাহ অবস্থান করবে।

আইআরআই ও এনডিআই জানায়, আইআরআই ও এনডিআইয়ের যৌথ কারিগরি প্রতিনিধি দল গত সপ্তাহে বাংলাদেশে এসেছে। প্রতিনিধি দল ৭ জানুয়ারীর নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচন-পরবর্তী সহিংস পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে এবং সেগুলোর মূল্যায়ন করবে। প্রতিনিধি দলটি বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী সহিংসতার বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করবেন। এর মধ্যে রয়েছে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সহিংসতা, আন্তঃদলীয় সহিংসতা, নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সহিংসতা, অনলাইনে হয়রানি ও হুমকি।

এসব সহিংসতা মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করবে প্রতিনিধি দল। এ ছাড়া প্রতিনিধি দল নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষে পরবর্তী নির্বাচনে সহিংসতা কমাতে গঠনমূলক সুপারিশসহ নির্বাচনী সহিংসতার ওপর একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।

প্রসঙ্গত, প্রাকনির্বাচন পরিস্থিতি মূল্যায়নের লক্ষ্যে গত ৮ থেকে ১১ অক্টোবর বাংলাদেশে এনডিআই ও আইআরআইয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেছিল। ওই মিশনের সুপারিশ এবং ২০০৫ সালে জাতিসংঘে অনুমোদিত ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবার নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য এনডিআই ও আইআরআইয়ের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশে কাজ করবে। অগ্রবর্তী প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্যে এনডিআইয়ের তিনজন এবং আইআরআইয়ের দু'জন সদস্য রয়েছেন।

শেখ হাসিনা ৫ বছর

(প্রথম পাতার পর)

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী তার শ্বশুরবাড়ি জয়সদনে অবস্থান করবেন এবং সেখানেই দুপুরের খাবার খাবেন।

রংপুরে প্রধানমন্ত্রীর দুটি জনসভার প্রস্তুতি বিষয়ে অধ্যাপক মাজেদ আলী বাবুল জানান, আমরা ইতিমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। আশা করছি জনসভায় বিপুলসংখ্যক লোক সমাগম হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী এই দুটি আসনের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি পীরগঞ্জে শ্বশুরবাড়িতেও গিয়েছিলেন। চলতি বছরের ২ আগস্ট রংপুর জিলা স্কুল মাঠে আয়োজিত আওয়ামী লীগের জনসভায় যোগ দিলেও এদিন পীরগঞ্জ যাননি তিনি। পাঁচ বছর পর নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে আবারো শ্বশুরবাড়ি আসার খবরে নেতাকর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

বাইডেনের ৮৮৬ বিলিয়ন

(প্রথম পাতার পর)

হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এ আইনটি মূলত প্রতিরক্ষা বিভাগ, জ্বালানি, জাতীয় নিরাপত্তা কর্মসূচি, পররাষ্ট্র বিভাগ এবং গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের জন্য অর্থবছরের বরাদ্দ অনুমোদন দেয়।' বিলটি ১৪ ডিসেম্বর কংগ্রেস এবং ১৩ ডিসেম্বর সিনেট সবুজ সঙ্কেত দিয়েছিল। এই বিলের মধ্যে ইউক্রেনের জন্য ৮০ কোটি ডলারের সাহায্যও রয়েছে।









আরো ৫০০ কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

(শেষের পাতার পর)

ক্রয়ের পর থেকেই অর্থাৎ ১৯৯৩ সাল থেকে এসব ভায়োলেশন বর্তমান কার্যকরী পরিষদকে রিমোভ এবং সেটেল্ড করতে হচ্ছে। এব্যাপারে এ পর্যন্ত আনুমানিক ১৮ হাজার ২৫০ ডলার ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়াও এটর্নী নিয়োগ করে আন্যান্য ভায়োলেশনের সিভিল পেলান্টি মওকুফের চেষ্টা চলছে। বর্তমানে বিভিন্ন ভায়োলেশনের পরিমান ৮০ হাজার ডলারের বেশী। খবর ইউএনএ'র।

সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে রোববার (২৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কুইন্স প্যালেসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী পরিচালনায় সভার কার্যক্রম শুরু করেন সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী। শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন গ্রেটার নোয়াখালী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ জসিম। এরপর বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটির চেয়ারম্যান একেএম ফজলে রাব্বী। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া। পরবর্তীতে সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করেন যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী ও কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন।

সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া তার বক্তব্যে সোসাইটির বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং সোসাইটি ভবন ঋণমুক্ত হয়ে নিজস্ব ভবনে পরিণত হয়েছে এবং সোসাটির দোকান ভাড়া থেকে আয় হচ্ছে বলে জানান। তিনি সোসাইটিকে আরো এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং আগামী দিনে সোসাইটিতে আরো যোগ্য নেতৃত্ব আসবে বলেও প্রত্যাশা করেন। এছাড়াও তিনি সোসাইটির পক্ষ থেকে আরো কবর ক্রয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এরপর সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী বক্তব্য রাখার পর সাধারণ সম্পাদক তার রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্ট দু'টি পাঠের পর উপস্থিত সদস্যরা আলোচনায় অংশ নেন এবং পরবর্তীতে তা অনুমোদিতত হয়।

সভায় ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্য, কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা, আজীবন সদস্য সহ বিপুল সংখ্যক সাধারণ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সভায় শন্তি-শৃঙ্খলা বজার রাখা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে একাধিক সিউকিরিটি গার্ড নিয়োজিত ছিলো।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট:

সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী তার রিপোর্টের শুরুতেই সভায় উপস্থিত সবাইকে আসন্ন ইরেজী নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান এবং মাতৃভূমি বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন ও মহান স্বাধীনতা আন্দোলনে সকল শহীদসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মদান করা বীর শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেই সাথে তিনি যারা ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে সোসাইটিকে আজকের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়াও সোসাইটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যারা ইন্তেকাল করেছেন

বিশেষ করে সদ্য প্রয়াত সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রখ্যাত ছাত্রনেতা আতিকুর রহমান সালুসহ করোনা মহামারীকালে সভাপতির দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী

মরহুম কামাল আহমেদ, সহ-সভাপতি আবদুল খালেক খায়ের ও কার্যকরী সদস্য আজাদ বাকিরের কথা স্মরণ করে তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী রিপোর্টে তাদের বর্তমান সময়ে নতুন কমিটির অভিষেক ও শপথ গ্রহণ, কার্যকরী পরিষদের নিয়মিত সভা, মহান বিজয় দিবস উদযাপন-২০২২, অমর একুশে ও সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও দোয়া মাহফিল, ক্বিরাত প্রতিযোগিতা, ইমামদের সম্মান প্রদান, ইফতার ও দোয়া মাহফিল, 'জাতীয় শোক দিবস' পালন, মহান বিজয় দিবস উদযাপন-২০২৩, সদ্য প্রয়াত আতিকুর রহমান সালু স্মরণে সভা ও দোয়া মাহফিল প্রভৃতি কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করেন।

রুহুল আমীন সিদ্দিকী জানান, গত ৫ জুন সোসাইটির জরুরি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সোসাইটির গঠনতন্ত্রকে আরও যুগোপযুগী করতে এর বিভিন্ন ধারা ও উপধারার সংশোধনীর বিষয়ে আলোচনা এবং কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির সভায় নতুন ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা হলেন যথাক্রমে এম. আজিজ, আকতার হোসেন, আজিমুর রহমান বোরহান, মফিজুর রহমান, মো: এমদাদুল হক কামাল, আব্দুল হাসিম হাসনু, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, ওয়াসি চৌধুরী, খোকন মোশারফ, মো: শাহজাহান সিরাজী, মো: জহিরুল ইসলাম মোল্লা ও মো: আতরাউল আলম।

৫০০ কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত

রুহুল আমীন সিদ্দিকী আরো জানান, সোসাইটির জন্য আরো ৫০০ কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। দিন দিন কমিউনিটি বড় হওয়ার কারণে কবরের প্রয়োজনীয়তা থাকায় এই কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয় এবং বর্তমানে তা প্রক্রিয়াধীন আছে। নতুন কবর ক্রয়ের জন্য আনুমানিক ৫০০ হাজার ডলার প্রয়োজন। সোসাইটির ফান্ডে এতো অর্থ না থাকায় কমিউনিটির বিত্তবানসহ সকলকে সাধ্যমত কবর ক্রয়ে এগিয়ে আসার জন্য বিনীত আহ্বান জানান। তিনি আরো জানান, ইতিপূর্বে সোসাইটির ক্রয়কৃত ৬০০ কবরের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি কবর অবহৃত রয়েছে। শুধুমাত্র মহামারি করোনার সময় ২৭০টি কবর বিভিন্ন জনকে দেয়া হয়। সোসাইটির এই উদ্যোগ কমিউনিটি সহ সকল মহলে প্রশংসিত হয় বলেও তিনি তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, বর্তমান কার্যকরী কমিটি দায়িত্ব নেয়ার পর সোসাইটির মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে বিশেষ মনোযোগী হয়। এ পর্যন্ত সোসাইটির ইতিহাসে সর্বাধিক ৩ শতাধিক প্রবাসী আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৩০০ জন নতুন সাধারণ সদস্য পদ নবায়ন করেন বলে জানান।

সোসাইটির অর্থ ব্যাংক থেকে আত্মসাতের চেষ্টা

সোসাইটির অর্থ আত্মসাতের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে সোসাইটির ব্যাংক একাউন্ট থেকে একাধিক ভুয়া চেকের মাধ্যমে এক লাখ ৬৫ হাজার ডলার উত্তোলন করার ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষনিক খবরটি জেনে আমরা তরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পুরো অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হই। এজন্য সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া ও কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ হোসেনের বিশেষ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করে বলেন এব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করে এবং দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করতে সর্বোচ্চ আইনী প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানান।

সোসাইটির ভবন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সোসাইটির বর্তমান ভবন সম্পূর্ণ পেইড আপ। কিন্ত ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ সিটি কর্তৃক বিভিন্ন ভায়োলেশনের জন্য বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। ভবন ক্রয়ের পর থেকেই অর্থাৎ ১৯৯৩ সাল থেকে এসব ভায়োলেশন বর্তমান কার্যকরী পরিষদকে রিমোভ এবং সেটেল্ড করতে হচ্ছে। এব্যাপারে এ পর্যন্ত আনুমানিক ১৮ হাজার ২৫০ ডলার ইতিমধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে। যার মধ্যে ১৫ হাজার ৭৫০ ডলার ব্যয় করে বয়লারের ভায়োলেশন রিমুভ করা হয়। এছাড়াও এটর্নী নিয়োগ করে আন্যান্য ভায়োলেশনের সিভিল পেলান্টি মওকুফের চেষ্টা চলছে। যার পরিমান ৮০ হাজার ডলারের বেশী। এবাবদ ২ হাজার ৫০০ ডলার এটর্নী ফি পরিশোধ করা হয়েছে।

সোসাইটি ভবন রেন্যুভেশন

রুহুল আমীন সিদ্দিকী বলেন, দীর্ঘদিন পর ভবন রেন্যুভেশন করে ভবনটি সুন্দর করা হয়েছে। ফলে যে কেউ সোসাইটি ভবনে আসলে ভালো লাগবে এবং খুশি হবেন। যার ফলে এখন অনেক অনুষ্ঠান সোসাইটি ভবনেই আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট:

কোষাধ্যক্ষের রিপোর্টে মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন তার রিপোর্টেও শুরুতেই উপস্থিত সকলে প্রতি ইংরেজী নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে ১৯৭৫ সালে যারা বাংলাদেশ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরবর্তীতে নেতৃত্ব দিয়ে সোসাইটিকে আজকের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানান। সেই সাথে তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যারা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং যারা বিগত নির্বাচনে ভোট দিয়ে বর্তমান কমিটিকে নির্বাচিত করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

তিনি বলেন, ২০২২ সালের ৩১ অক্টোবর আমরা অভিষিক্ত হওয়ার পর ১ নভেম্বর থেকে দায়িত্বপালন শুরু করি। আমাদের দায়িত্ব গ্রহণকালীন সময়ে সোসাইটির ব্যাংক একাউন্টে ছিলো ১ লাখ ৯৯ হাজার ৮২৬ ডলার ৬০ সেন্ট। বর্তমানে সোসাইটির তিনটি ব্যাংক একাউন্টে ৩০শে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২ লাখ ৫১ হাজার ৩১০ ডলার রয়েছে।

সোসাইটির আয়-ব্যয়ের হিসাব সিপিএ'র কর্তৃক অডিটকৃত উল্লেখ করে বলেন, সোসাইটির ইতিহাসে অল্প সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ৩০৪জন প্রবাসী বাংলাদেশী আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। আজীবন সদস্য ফি ৭৭ হাজার ডলার আয় হয়েছে। এবং সাধারণ সদস্য ২৮২ জন থেকে আয় হয়েছে ৫ হাজার ৬৪০ ডলার (নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)। আজীবন সদস্য ও সদস্য থেকে মোট আয় হয়েছে ৮২ হাজার ৬৪০ ডলার। এছাড়াও গ্রেভিয়ার্ড থেকে আয় ও অনুদান সহ পাওয়া গেছে ৪৯ হাজার ৯০০ ডলার।

রিপোর্টে তিনি জানান, গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে কে বা কারা স্বাক্ষর জাল করে সোসাইটির ব্যাংক একাউন্ট থেকে তিনটি ট্র্যানজেকশনের মাধ্যমে ১ লাখ ৬৫ হাজার ডলার উত্তোলনের চেষ্টা করে তাৎক্ষনিক ৩৪ হাজার ডলার নিয়ে যায়। কিন্তু সাথে সাথে বিষয়টি জেনে আমরা ব্যাংকের সাথে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে সোসাইটির সম্পূর্ণ অর্থ রক্ষা করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে।

মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন জানান সোসাইটি আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ডোনেশন এবং বিজ্ঞাপন থেকে আয় হয়েছে ৩৪ হাজার ৩৫০ ডলার। এছাড়াও সোসাইটি ভবনের দোকান ভাড়া, ১ জানুয়ারী থেকে নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আয় হয়েছে ৫৫ হাজার ডলার। এই সময়ে উল্লেখ্যযোগ্য ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে ৬৮ হাজার ৪৫৫ ডলার ৪ সেন্ট। অন্যান্য ব্যয়ের হিসাব সিপিএ'র রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আমেরিকার রাজনীতিতে নতুন হিসাব-নিকাশ

(প্রথম পাতার পর)

শুরু হয়েছে। আমেরিকার রাজনীতিতে নতুন হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে।

বিবিসি, সিএনএন সহ বিভিন্ন মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে: আদালতের রায়ে বলা হয়, আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর তৃতীয় ধারার আলোকে প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করতে অযোগ্য। রায়ে বলা হয়, তিনি অযোগ্য হওয়ায় কলোরাডো সেক্রেটারি অব স্টেটের ইলেকশন কোডের আওতায় তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক ব্যালটে প্রার্থী হিসেবে তাকে তালিকাভুক্ত করা হবে ভুল। তবে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বিদায় নেয়ার পর ট্রাম্পকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার জন্য বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে। কিন্তু কোনোটিই কাজ হচ্ছিল না। অবশেষে কলোরাডো আদালত তাকে অযোগ্য ঘোষণা করল। আরো উল্লেখ্য, আগামী বছর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে এখন পর্যন্ত প্রায় সকল জনমত জরিপে দেখা যায় যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কলোরাডোর রয়েছে ১০ ভোট। এই ভোট ছাড়াই ট্রাম্পের পক্ষে আবার জয়ী হওয়া সম্ভব। তবে একটি রাজ্যে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করার বিরূপ প্রভাব পুরো যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে পারে।

ট্রাম্পকে বিচারের বাইরে রাখা উচিত নয়: বাইডেন

এদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, এমন একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির কথা আমি ভাবতে পারিনা যার কিনা ফৌজদারি মামলা থেকে মুক্ত থাকা উচিত। ২০২১ সালের ক্যাপিটল হিল দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার জন্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিচারের আওতায় আনা যেতে পারে কিনা এই মামলার শুনানি করতে সুপ্রিম কোর্ট অস্বীকার করার পরে এমন মন্তব্য করেছেন বাইডেন।

শনিবার বাইডেনকে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন, 'কোনও রাষ্ট্রপতিকে' ফৌজদারি অভিযোগ থেকে রক্ষা করা উচিত কিনা। তখন বাইডেন উত্তর দেন তিনি এসন কিছুর কথা ভাবতেও পারেন না। আগেরদিন ইউএস সুপ্রিম কোর্ট ক্যাপিটল হিলে ৬ জানুয়ারী, ২০২১ সালের দাঙ্গার আগে তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তৃতার কারণে ট্রাম্পের বিচার করা যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়ার জন্য সরকারি আইনজীবী জ্যাক স্মিথের একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল।

স্মিথ অভিযোগ করেছেন, ট্রাম্পের বক্তৃতা দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছিল। আগস্ট মাসে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে প্রতারণা করার ষড়যন্ত্র, অফিসিয়াল কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্র ও অধিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিলেন তিনি।

ট্রাম্পের আইনজীবীদের ভাষ্য, এই ধরনের বক্তৃতা রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার অফিসিয়াল দায়িত্বের এর অংশ ছিল। তাই তিনি আইনি সাজা থেকে মুক্ত। ট্রাম্প নিজেই স্মিথের মামলাটিকে '২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার জন্য বাইডেন ক্রাইম পরিবার ও তাদের অস্ত্রযুক্ত বিচার বিভাগ দ্বারা করুণ প্রচেষ্টা' হিসেবে খারিজ করেছেন।

১৭ ডিসেম্বর, ২০২৩! নয়া ইতিহাসের পিরামিড!

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

এই শিরোনাম নিয়ে কেন লিখছি তা বলার আগে চলমান সময় নিয়ে কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে কথায় কথায় হাজার বছরের ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে প্রায়ই এমন সব আজগুবি লোক অদ্ভুত সব আজগুবি কথা বলে থাকেন যা শুনলে মন-মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের মতে, বাঙালির হাজার বছর বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট নদী কবিতার মতো সহজ সরল কিছু ঘটনার ঘনঘটা অথবা কবির বীরপুরুষ কবিতার উপ্যাখ্যানের মতো শিশুতোষ কল্পনার মতো কিছু কাহিনীর সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ আজ থেকে হাজার বছর আগের যদি কোনো কিছু বলতে শুরু করি তবে ১০২৩ সাল থেকে শুরু করতে হবে। বাংলা তখন পাল সাম্রাজ্যের অধীন। সম্রাট মহীপাল তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাসহ উত্তর ভারতের বিরাট অংশের শাসক। অন্য দিকে, দক্ষিণ ভারতে চোল সম্রাট রাজেন্দ্র হঠাৎ করেই ইদানীংকালের নরেন্দ্র মোদির মতো অতিশয় ক্ষমতাসীন হয়ে পড়েন। তিনি ১০২৩ সালে বিরাট এক শক্তিশালী বাহিনী পাঠিয়ে আজকের বাংলাদেশসহ বিশাল এলাকা দখল করে নেন।

চোল সম্রাট রাজেন্দ্রর বাংলা আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গার পানির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। তিনি মহীপালকে পরাস্ত করে বিশাল হস্তিবাহিনী ও হাজার হাজার বাঙালি রমণীকে বন্দী করে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যান। ওই ঘটনার প্রেক্ষাপটে পুরো ভারতের রাজনীতি কিভাবে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল তা না হয় আরেক দিন বলব। আজ শুধু সেই ঘটনার এক হাজার বছর পর অর্থাৎ ২০২৩ সালে কী ঘটছে তা একটু স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য চলমান সালের ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখের একটি রোজনামচা পেশ করব; যাতে করে আরো হাজার বছর পর কেউ যদি খোঁজ নেন তবে আজকের বাংলাদেশের চালচিত্র এবং মানুষের আকুতি ও আজকের দিনের পরিণতির একটি যোগসূত্র মেলাতে পারেন।

আজকের দিনের বাংলাদেশে প্রায় ১৮ কোটি মানুষের বাস। তিভিন্ন অভাব-অভিযোগ, ভয়-ভীতি, দমন-পীড়ন, মামলা-হামলা ইত্যাদির কারণে দেশের বেশির ভাগ মানুষের মন খারাপ। বিএনপি-জামায়াতসহ সমমনা অনেক রাজনৈতিক দল শত চেষ্টা করেও রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগের সাথে পেরে উঠছে না। আওয়ামী লীগের চালাকি, ক্ষমতায় থাকার জন্য দুনিয়ার তাবৎ প্রচলিত এবং অপ্রচলিত কূটকৌশল, রাষ্ট্রক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের তাপ ও চাপ ঘটিয়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনাকে এমন দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে, যার কারণে বহুসংখ্যক মানুষ ভয় ও আতঙ্কে কান্না করতেও সাহস পাচ্ছে না। অনেকের চোখের পানি শুকিয়ে গেছে এবং হৃদয়ের মধ্যে হাহাকারের মরুঝড়ের তান্ডবে তারা বেঁচে থাকার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে নিজেদের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করছে।

উল্লিখিত অবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের দখলে রাখার জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং তাদের তাঁবেদার গৃহপালিত দল-ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি এবং নানা পদ-পদবি ও প্রকৃতির দালাল ফড়িয়ারা যে অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করে চলেছে তা আমার জানা মতে অতীতকালে কোনো দিন ঘটেনি। তারা নির্বাচন নাম দিয়ে এমন কিছু করার চেষ্টা করছে যার ফলে অনাগত দিনে নির্বাচন গণতন্ত্র-ভোট প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-নির্বাচনের ফলাফল, সরকারি দল-বিরোধী দল ইত্যাদি শব্দমালার শব্দ-বর্ণ-গন্ধ, প্রকৃতি-পরিবেশ-আকার-আয়তন, ব্যুৎপত্তিগত গঠন, রূপায়ণ ইত্যাদি বাংলার জমিনে নতুন করে রচিত হবে। যারা এসব করছেন তারা যদি সফল হন তবে এক ধরনের ইতিহাস রচিত হবে এবং যদি ব্যর্থ হন সে ক্ষেত্রেও মহাকালের ইতিহাসে তাদের কর্মকাণ্ড অনাগত দুনিয়ার জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। তারা চলমান নির্বাচন শব্দের সঙ্গে প্রার্থী-ডামি, প্রার্থী-বিদ্রোহী, প্রার্থী-স্বতন্ত্র, প্রার্থী-তাঁবেদার প্রার্থী, সদ্য কেনা গৃহপালিত প্রার্থী, পুরনো কেনা গৃহপালিত প্রার্থী ছাড়াও কিছু কুদরতি ও আচমকা প্রার্থী সৃষ্টি করে নির্বাচন নির্বাচন খেলার রঙ্গমঞ্চটি জমজমাট ও দর্শকনন্দিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।



আওয়ামী লীগের উল্লিখিত চেষ্টা-তদবিরের কারণে যে পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিবেশের যুগসন্ধিক্ষণ ছিল ১৭ ডিসেম্বর। এই দিনে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী হর্তাকর্তা থেকে শুরু করে তাদের সৃষ্টিকৃত রঙবেরঙের প্রার্থীকুলের সদস্যদের সবাই যে উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছে তার সাথে রাজনীতির কিয়ামত অথবা দু'নম্বরি রাজনীতির হাশর-নশরের তুলনা করা যেতে পারে। আজকের দিনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের পক্ষ-বিপক্ষের শক্তিগুলো যার যার মতাদর্শ অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগি, ঝাড়-ফুঁক, তোয়াজ-তদবির, প্রচার-প্রপাগান্ডা-কূটনামি-ষড়যন্ত্র, তাপ-চাপ-থেরাপি যা কিছু আছে তা সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সদরে-অন্দরে নানামুখী কর্মকান্ড করেছে। ফলে আজকের দিনে কত কোটি লিটার ঘাম ঝরেছে-মানবদেহ থেকে কী পরিমাণ বর্জ্যরে নিঃসরণ ঘটেছে কিংবা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে কী পরিমাণ অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হয়েছে তা কেবল আল্লাহই বলতে পারবেন।

উল্লিখিত অবস্থা সৃষ্টির অনেক কারণ ছিল। প্রথমত, নির্বাচনের নীতিনৈতিকতা মেনে সত্যিকার প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নষ্ট করার জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যার কারণে যোগ্য-আদর্শ ও জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টিকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা মামলা-হামলা-তাপ-চাপ-গুম-খুনের ভীতিকর বিস্ময়তায় নির্বাচনের মাঠ ছেড়ে পালিয়েছে। আর যারা পালাতে পারেনি তারা জেলে গেছে। দ্বিতীয়ত, তাদের শূন্যস্থান পূরণের জন্য যাদেরকে আনা হয়েছে তারা শূন্যতা পূরণ তো দূরের কথা বরং নতুন নতুন শূন্যতার সৃষ্টি করে পুরো নির্বাচনী ময়দানকে খেলতামাশা-হতাশা ও হাহাকারের বধ্যভূমি বানিয়ে ফেলেছে। তৃতীয়ত, গদাধারী শক্তিবর্গ দিনে-রাতে নকল প্রতিযোগীদেরকে গদাহাতে যেভাবে শাসাচ্ছে কিংবা বাঘের হুঙ্কারে সান্ত্বনা দিচ্ছে তা দেখে দৌড় শুরু হওয়ার আগেই অনেকের হাঁটু কাঁপুনির পাশাপাশি কিছু অঙ্গ-প্রতঙ্গ পেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। চতুর্থত, পুরো পরিস্থিতি অবলোকন করে রঙ্গপ্রিয় বাঙালি যেভাবে রঙ্গ করে ঠাট্টা-মশকরা হাসি-তামাশা শুরু করেছে তাতে করে কবি নজরুলের আমি জাহান্নামে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসির কবিতার ছন্দটি বাস্তব রূপ বাংলার আকাশে লক্ষকোটি চাঁদ-তারা হয়ে পাবলিককে পুলকিত করছে।

নির্বাচন সঠিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠানের জন্য পশ্চিমা সভ্য জাতিগুলো যারা সভ্যতার সাথে পাল্লা দিয়ে শক্তি অর্জন করেছে, তাদের বহুমুখী চাপের কারণে আওয়ামী লীগের সবার মধ্যে এক ধরনের মানবিক ও মানসিক রসায়ন শুরু হয়েছে। আমেরিকার তৎপরতা ভারতের দোটানা মনোভাব এবং চীন-রাশিয়ার কূটনামির কারণে নির্বাচন এবং ভোট এই মুহূর্তে ক্ষমতাসীনদের জন্য অগ্নিপরীক্ষায় পরিণত হয়েছে; যার প্রথম দফার ঝড় ১০ নম্বর বিপদসঙ্কেত নিয়ে আজকের দিনে বহু মানুষের মনে ভয়-আতঙ্ক-ইজ্জতহানি ও পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রবল করে তুলেছে।

আজকে ছিল নির্বাচনে প্রার্থিতা-প্রত্যাহারের শেষ দিন যা নিয়ে দেশ-বিদেশে গুজবের অন্ত ছিল না। তবে সব আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্ক আবর্তিত হচ্ছিল জাতীয় পার্টি-ওয়ার্কার্স পার্টি-জাসদসহ নতুন ও পুরনো গৃহপালিত রাজনৈতিক দলগুলোর ছং ভং, হাপিত্যেশ, পাওয়া না পাওয়ার হিসাব এবং ফলাফল ও তাদের মতিগতি নিয়ে। অনেকে বলছিল, এবার ওদের দেশপ্রেম জেগেছে। মতিগতির লক্ষণ ভালো মনে হয়েছে। তারা তাদের জন্মদাতা পিতা-মাতার আদর্শ অথবা বিদেহী আত্মার কথা স্মরণ করছে। তারা আজকের দিনে আওয়ামী লীগকে এমন ঐতিহাসিক শিক্ষা দেবে যার হাত ধরে গণতন্ত্রের নতুন ইতিহাস রচিত হবে। তারা হবেন নয়া মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় মানুষের ত্রাতা এবং নিজেদের পাপ নিজেদের পা দিয়ে পিষে ভালো হয়ে যাওয়া প্রশংসিত মানুষদের মধ্যে অন্যতম প্রজাতি। কিন্তু দিন শেষে ওরা এমন কিছু করল তাতে সবাই বাংলা প্রবাদে উল্লিখিত 'জাত যায় না মরলে, ইজ্জত যায় না ধুইলে' মর্মকথার যথার্থতা নতুন করে অনুভব করল।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছে, আজ আওয়ামী লীগের সফলতা আকাশ স্পর্শ করেছে। কিন্তু তার পরও বিজয়ীদের মুখে হাসি নেই, আবার পরাজিতদের কণ্ঠে কান্নার শব্দ কিংবা চোখে অশ্রু নেই; বরং এক অজানা ভয় ও আতঙ্ক পুরো জাতিকে গ্রাস করেছে। আজ থেকে এক হাজার বছর আগে দক্ষিণ ভারতের সম্রাট রাজেন্দ্র যেভাবে গঙ্গা অববাহিকায় আক্রমণ চালিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন এবং আকাশে-বাতাসে যে কান্নার রোল ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা নিয়ে আপনার মনে কী ধরনের প্রশ্ন বা কৌতূহল সঞ্চারিত হয়েছে তা আমি বলতে পারব না।

তবে আমি ভাবছি সে দিনের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের কান্নার রোলে বাংলা ভাষা ছিল নাকি পালিত ভাষা ছিল সে কথার কোনো দলিল আমি পাচ্ছি না। অথবা ১০২৩ সালে হারানো স্বাধীনতা ফিরে পেতে কত বছর লেগেছিল তা যেমন স্পষ্ট করে জানতে পারছি না তদ্রূপ বাঙলার শাসক মহীপালের সিংহাসন আরোহণের বছর অর্থাৎ ৯৭৮ সালেও কিন্তু বাংলা বা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পরাধীন ছিল। তিনি তিন বছর টানা যুদ্ধ করে বাংলা পুনরুদ্ধার করেছিলেন বটে কিন্তু ১০০৯ সালে কী এমন ঘটেছিল যার কারণে ১০২৩ সালে রাজা রাজেন্দ্র বাংলা দখল করেছিলেন তা জানার ইচ্ছে থাকলে আপনারা ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টে দেখতে পারেন।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য







প্রিয়া আমাকে দিয়েছে ব্লেজার আর ঘড়ি, আমি দিয়েছি টাকা

(শেষের পাতার পর)

টনি ডায়েস। দীর্ঘদিন ধরেই নিউইয়র্কে থাকেন তিনি। সেখানে সপরিবারেই আছেন এই অভিনেতা। এবারের বড়দিনের উৎসব নিউইয়র্কেই কাটাবেন তিনি। এই দিনটি কিভাবে কাটাবেন সে প্রসঙ্গে হলো তাঁর সঙ্গে।

প্রশ্ন: বড়দিন কেমন কাটাচ্ছেন?

টনি ডায়েস: বড়দিনে বেশ লম্বা এক ছুটি পাচ্ছি। আজকে থেকে আগামী জানুয়ারীর ২ তারিখ পর্যন্ত ছুটি। রাতে চার্চে যাব। সেখানে আমাদের কীর্তন হয়, সেই কীর্তনে অংশগ্রহণ করব। নিউইয়র্কে যেসব বাংলাদেশী খ্রিস্টান আছে তারা সেই চার্চে আসে, কীর্তনে অংশগ্রহণ করে। সবার সঙ্গে দেখা হবে। তারপর বাসায় চলে আসব। মায়ের বাসায় খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হবে। ঘোরাঘুরি হবে, বাসায় বন্ধুবান্ধব, মেহমান আসবে। একদম ছুটির মেজাজে উৎসবের এই দিনটি আনন্দে কাটবে। নিউইয়র্কে ক্রিসমাস সবাই উদযাপন করে। এখানে এমনভাবে ধর্মীয় উৎসবগুলো প্রচার করা হয়, যেগুলোতে সবাই অংশগ্রহণ করে। শপিং মলগুলোতে মূল্যহ্রাস থাকে। কেনাকাটা করে, কুপন থাকে। সবাই মিলে খুব আনন্দ করতে পারে।

প্রশ্ন: কোন চার্চে যাচ্ছেন?

টনি ডায়েস: কুইন্স অব অ্যাঞ্জেলস চার্চ। এটা বাংলা ভাষার একটি চার্চ। এখানে বাংলাদেশীরা আসে। বাংলাদেশী ফাদার থাকে।

প্রশ্ন: ক্রিসমাসে প্রিয়া ডায়েস আপনাকে কী গিফট দিয়েছে বা আপনি তাঁকে কী দিয়েছেন?

টনি ডায়েস: আমি অনেক উপহার পেয়েছি। প্রিয়া আমাকে ঘড়ি, ব্লেজার দিয়েছে। আর আমি প্রিয়াকে টাকা দিয়েছি নিজের মতো করে কেনাকাটা করার জন্য।

প্রশ্ন: ক্রিসমাস উপলক্ষে আপনি প্রতিবছরই আবৃত্তি বা নাচ এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এবার কী করছেন?

টনি ডায়েস: হ্যাঁ, এবারও আবৃত্তি যাবে। আমি বাংলাদেশের নতুন, তরুণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ করছি। যারা লেখালেখি করে, তাদেরকে লেখায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাদের কবিতা নিয়ে কাজ করছি। এবারও আবৃত্তি থাকবে। খুব সুন্দর করে লেখা একটি কবিতা। যাকে আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছি। এখন তো ভালো কনটেন্টের চেয়ে খারাপ কনটেন্টের পরিমাণই বেশি। কে কতভাবে ভিউ নিয়ে কাজ করতে পারে সেই চিন্তায় থাকে সবাই। সৃষ্টিশীল শিল্প বা রুচিসম্মত কনটেন্ট খুব একটা পাওয়া যায় না। সে জন্য আমি ঠিক করেছি নতুন ছেলেমেয়েরা যেন উৎসাহ পায় তাই তাদের লেখা, কবিতা বা নাটক খুঁজে কাজ করি। এবার যাঁর কবিতা নিয়ে কাজ করছি তিনি হলেন ইথার আক্তারুজ্জামান।

প্রশ্ন: নিউইয়র্কে তো অনেকে নাটক বানায়। অভিনয়ের কোনো কথাবার্তা বা পরিকল্পনা হচ্ছে কি?

টনি ডায়েস: এখানে নাটক এমনভাবে কেউ নির্মাণ করে না। মাঝেমধ্যে শিল্পী, নির্মাতারা বাংলাদেশ থেকে আসে, তারা হয়তো কাজ করে চলে যায়। কিন্তু আমি পাই না। আমার ইচ্ছে করে কাজ করতে; কিন্তু গল্প পাই না, তেমন ভালো গল্পের নাটক পাই না।

প্রশ্ন: দেশে আসবেন কবে?

টনি ডায়েস: দেশে আসার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু কিছু কারণে আসা হচ্ছে না। হয়তো গ্রীষ্মকালে আসতে পারি।

শীতে পায়ের যত্ন

(শেষের পাতার পর)

১০ মিনিট পা ডুবিয়ে রাখুন। এরপর হালকা ভেজা অবস্থায় ময়েশ্চারাইজার মাখুন। গোসলের সময় তেল ও পানি ব্যবহার করে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব। গোসলের আগে পায়ে তেল মাখুন। ত্বক নরম থাকবে। তিলের তেল বা যেকোনো ভেজিটেবল অয়েল ব্যবহার করতে পারেন।

শীতের সময় সরষের তেল ত্বকের পক্ষে ভালো। সারা বছর পায়ের যত্নে তিলের তেল বেশ উপকারী। ম্যাসাজের আগে অল্প তেল গরম করে ব্যবহার করুন। গোসলের আগে টার্মারিক ক্রিম দিয়ে ম্যাসাজ করুন। ত্বক নরম হবে। ত্বকের কালো ভাব দূর হবে। গোসলের সময় সাবান ব্যবহার করলে বা গোসলের পানিতে ক্লোরিন থাকলে এই ক্রিম ত্বক নরম রাখতে সাহায্য করে। হলুদের মধ্যে অ্যান্টিসেপটিক উপাদান আছে তাই ত্বকে ইনফেকশন হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। ঘরোয়া উপায়ে বেসনের সঙ্গে অল্প দুধ বা দই, হলুদ পেস্ট লাগিয়ে রাখুন। তারপর ভেজা হাতে আস্তে আস্তে মিশ্রণটি পায়ে ঘষুন। আলাদা করে সাবান ব্যবহার করার দরকার নেই। বেসনের এই মিশ্রণ ভালো ক্লিনজারের কাজ করে।

পায়ে রুক্ষভাব কমানোর জন্য অল্প গোলাপজলের মধ্যে এক চামচ গ্লিসারিন দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গোসলের পর ভেজা পায়ে বডি লোশন বা ক্রিম লাগান, ত্বকের ময়েশ্চার বজায় থাকবে। ভিটামিন ই-সমৃদ্ধ লোশনও মাখতে পারেন। আমন্ড ও অলিভ তেল মিশিয়ে পায়ের পাতায় মাখুন। ভালো ক্রিম দিয়ে ম্যাসাজ করুন। গোড়ালিতে ক্রিম লাগান। তুলা বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে গোড়ালিতে ব্যান্ডেজ করুন। শুতে যাওয়ার আগে সুতির মোজা পরুন। ক্রিমের বদলে তেলও ব্যবহার করতে পারেন। পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে পা ফাটার ওপর লাগান। পায়ের জন্য আরামদায়ক জুতা পরুন। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন ঘরে বসেই পেডিকিওর করুন। রাতে শোওয়ার আগে উষ্ণ গরম পানিতে শ্যাম্পু ও লবণ মিশিয়ে ২০ মিনিট পা ডুবিয়ে রাখুন। রোদে পোড়া পায়ের কালো দাগ দূর করতে পেডিকিওরের পর কচি শসার রস মাখুন। পায়ের ছোপ ছোপ দাগ দূর করতে মুলার রস মালিস করতে পারেন। তার আগে পা গরম পানিতে কিছুক্ষণ ঘষতে পারেন।

সবার মুখে মুখে যেন আমার নাম থাকে : ফারজানা

(শেষের পাতার পর)

এবার বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে দেশের বাইরে ওয়ানডে সেঞ্চুরি করেন তিনি। ইতিহাস গড়া ফারজানা ব্যাট হাতে আরো কিছু অর্জনের মালিক হয়ে শেষ করলেন ২০২৩ সাল। ৩০ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার জানিয়েছেন নিজের লক্ষ্যের কথা।

ফারাজানা বলেন,ও আমি খুব বড় লক্ষ্য তৈরি করিনি। আমি এমন একটা জায়গা তৈরি করে যেতে চাই যেন আমি না থাকলেও সবাই আমাকে মিস করে, আমার কথা বলে, আমার নাম নেয়। সবার মুখে মুখে যেন আমার নাম থাকে।

১১ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে সে পথে কতটা এগোলেন ফারজানা? দেশ, দেশের বাইরে দুই শতকের সঙ্গে বাংলাশের প্রথম ও একমাত্র নারী ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দুই ফরম্যাটে ১ হাজারের ওপর রানের মালিক তিনি। এ বছর ওয়ানডে ৪৩৬ রান করেছেন ফারজানা। নির্দিষ্ট এক বছরে বাংলাদেশের আর কোনো নারী ক্রিকেটার আড়াই শ রান ছাড়াতে পারেননি। ফারজানা এবার ব্যক্তিগত লক্ষ্য ভুলে দলীয় অর্জনে প্রধান্য দিচ্ছেন, '২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সেরা ৪ দলের মধ্যে দেখতে চাই'।

ফারজানা বদলে গেছেন, বদলে গেছে বাংলাদেশ নারী দল। ভারতের সঙ্গে সিরিজ ড্র, পাকিস্তানকে দুই ফরম্যাটে হারানো, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দুই ফরম্যাটে জয়। এমন সাফল্যে কোথায় পরিবর্তন এসেছে জানতে চাইলে বললেন, শুরুতে তো ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু জানতাম-বুঝতাম না। শুরুতে খুব বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ পেতাম না। এভাবে পারফর্ম করা কষ্টকর।

'২০২১ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলার পর থেকেই মূলত আমাদের খেলার ধরণ বদলে গেছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ৯৯ নাম্বার জার্সি পরেন ফারজানা। এর পিছনে আছে মজার ঘটনা। সেটি নিজেই জানালেন ফারজানা, আমি যখন বিকেএসপিতে ছিলাম। আমি ভাবতাম, যখন ৯৯ রান করব তখন সবাই বাইরে থেকে বলবে, এই ৯৯ হয়েছে, সেঞ্চুরি করতে হবে। এখন সবাই বলে, ৯৯ রান হয়ে গেছে, আর ১ রান লাগে। আমি এই জিনিসটা খুবই উপভোগ করি।'

টাইম টিভি'র ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার সামিউল

(শেষের পাতার পর)

তিনি ঢাকাস্থ বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ১১ জন পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনীসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। মরহুমার পুত্র-কন্যার মধ্যে ৫ জন পুত্র ও ৬ জন কন্যা। তাদের মধ্যে বাংলাদেশে ৩ কন্যা বসবাস করছেন। আর ৪ পুত্র ও ২ কন্যা যুক্তরাষ্ট্রে এবং একপুত্র ও এক কন্যা যুক্তরাজ্যে সপরিবাওে বসবাস করেন।

মরহুমার মরদেহ বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলা চর-লক্ষীপুর গ্রামে মঙ্গলবার দাফন করা হয় বলে জানা গেছে।

এদিকে ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার সামিউল ইসলামের মায়ের ইন্তেকালে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা পরিবারের পক্ষ থেকে সম্পাদক ও সিইও আবু তাহের গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার পৃথক বার্তায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

অপরদিকে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, টাইম টিভি'র অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ পৃথক প্রথক শোক বার্তায় ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার সামিউল ইসলামের মায়ের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

নিউইয়র্কে নানা অপরাধের সংক্ষিপ্ত খবর

(শেষের পাতার পর)

পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এসময় বন্দুকধারী ব্যক্তিটি সেখানে পৌঁছায় ও গুলি করে, জানায় পুলিশ। নিহত ব্যক্তিটির পিঠে গুলি লাগে এবং আহতদের একজনের ডান বাহুতে ও পীঠে একজনের বাম কাঁধে এবং অর জনের ডান বাহুতে গুলি লাগে। আহতদের জ্যামাইকা হসপিটাল মেডিকেল সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

গ্যাস স্টেশনের এটিএম মেশিন ও ১৫০০ ডলার ছিনতাই

নিউইয়র্কের স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডে একটি গ্যাস স্টেশন থেকে গোটা এটিএম মেশিন তুলে নিয়ে গেছে একদল দুষ্কৃতিকারী। একই সঙ্গে ক্যাশ থেকে নিয়ে গেছে ১৫০০ ডলার। গত শুক্রবার ১৮২০ ভিক্টরি বুলেভার্ড ও ক্যাসেলটন কর্নারে রাত ২:৩০ মিনিটে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা গ্যাস স্টেশনটির তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে সার্কিট ব্রেকার কেটে দেয় এবং সেফ খুলে ১৫০০ ডলার চুরি করে। চুরির সময় তারা স্টেশনটির ভিতরে হাঁটাহাঁটি করে এবং কোনো তাড়াহুড়ো ছাড়াই নির্বিঘ্নে চুরি করে নিয়ে যায়। আর যাওয়ার সময় তুলে নিয়ে যায় এটিএম মেশিন।

লিঙ্কন সেন্টারের কাছে কিশোরকে গুলি

নিউইয়র্কের আপার ওয়েস্টে লিঙ্কন সেন্টারের কাছে ১৫ বছরের এক কিশোরকে গুলি করেছে এক দুস্কৃতিকারী। গত ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ শুক্রবার এই খবর প্রকাশ করে। গুলিবিদ্ধ ছেলেটিকে ওইল করনেল মেডিকেল সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। গুলি চালানোর কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

আগামী'র নতুন সভাপতি হলেন পারভেজ

(শেষের পাতার পর)

প্রবাসী মুস্তাফিজুর রহমান পারভেজ। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্রে তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে 'আগামী' কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই তহবিল দিয়ে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি স্কুল পরিচালনা করছে সংস্থাটি। গত ২০ বছর ধরে ৪০টির বেশী স্কুলে সহায়তা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে ১৯ টি স্কুলে ৩ হাজারেও বেশি সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রদানসহ, শিক্ষা বিস্তারের নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে আগামী।

এসব স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সব ধরনের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। স্কুল পাঠাগার তৈরি, সহ-শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা, ইংলিশ ভাষা শিক্ষা, প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়নের মতো কার্যক্রমে গভীর মনোনিবেশ করেছে উত্তর অ্যামেরিকা ভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠানটি। একই সঙ্গে তাদের পরিচালিত স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবার ও স্কুলড্রেস দেওয়া হয়। এছাড়া শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও বিনোদনমূলক নানা আয়োজনও থাকে। যা ভবিষ্যতের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মানসম্মত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। সরকারের এই ভিশনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে সংস্থাটি। দেশে সর্বজনীন শিক্ষায় চমকপ্রদ উন্নতি হয়েছে। তবে দসামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের আওতায় স্বল্পোন্নত দেশের সব শিশুকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে ছিন্নমূল-পথশিশু ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকাংশই তাদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিতই থেকে যান। এই দিকটিকে সামনে রেখে ভবিষ্যতেও তৎপরতা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার রয়েছে সংস্থাটির।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজের পরিসর বাড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন পারভেজ। তিনি বলেন, গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের প্রয়াসে কাজ করছে 'আগামী'। কৌশলগত ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সত্যিকারের পরিবর্তন আনতে আমরা চেষ্টা চালাবো। এই শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা গেলে এবং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো গেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও তারা অবদান রাখবে।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে সান ফ্রান্সিসকোর বে এরিয়াতে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ডা. সাবির মজুমদারের হাত ধরে এর কার্যক্রমে যুক্ত হন পারভেজ। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ পারভেজ এর আগে 'আগামী'র সৌর প্রকল্পে সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করেছেন। এছাড়া ২০১৩ সালে তিনি ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটন এলাকায় স্থান্তরিত হলে আরও ৩ জন সমন্বয়কের সহযোগিতায় সেখানে আগামীর 'সাউথইস্ট চ্যাপ্টার' প্রতিষ্ঠা করেন। সেই চ্যাপ্টারের সভাপতি এবং পরবর্তীতে সংস্থাটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমটির পরিচালক প্রশাসনের দায়িত্বও পালন করেন মুস্তাফিজুর রহমান পারভেজ।

আরো উল্লেখ্য, যে মুস্তাফিজুর রহমান পারভেজ একসময় বাংলা পত্রিকা'র আইটি বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং নি-উইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য।

নিজেদের মধ্যকার নির্বাচন নিয়েও জটিলতা

॥ হাসান মামুন ॥

২০১৪ ও '১৮ সালের চেয়ে 'ভিন্নধর্মী নির্বাচন' করার চেষ্টায় ক্ষমতাসীন দলের তৃণমূলে বিভক্তি ও সংঘাতের সুযোগ সৃষ্টি হলো কিনা- এ প্রশ্ন উঠতে পারে। ৭ জানুয়ারীর নির্বাচন ঘিরে প্রচার শুরু হতে না হতেই বিভিন্ন এলাকা থেকে আসছে আওয়ামী লীগ মনোনীত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘাতের খবর। প্রতিপক্ষের ওপর বোমা হামলা ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের খবরও রয়েছে। ইতোমধ্যে একজনকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে পিরোজপুরে, যেখানে একজন মন্ত্রী দলীয় মনোনয়ন নিয়ে লড়ছেন। ক্ষমতাবান মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন। এতে তৃণমূলে ক্ষমতাসীন দলে এসেছে বিভক্তি। আমাদের রাজনীতিতে গোষ্ঠী ও পরিবার এক বড় বিষয়। বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে 'নিজেদের মধ্যকার' নির্বাচন ঘিরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেখানেও এসেছে বিভক্তি। হালে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এমন ঘটতে দেখা যাচ্ছিল। এখন জাতীয় নির্বাচনেও এসব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ক্ষমতাসীন দলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেই এবার স্পষ্ট করা হয়েছিল- মনোনয়নপ্রাপ্তদের পাশাপাশি দলের নেতারা স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। 'ডামি প্রার্থী' রাখার কথাও বলা হয়, যাতে কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিততে না পারেন ২০১৪ সালের মতো। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিনক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, সিংহভাগ আসনেই আওয়ামী লীগ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন। বেশ কিছু আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী একাধিক। ১২৫টির বেশি আসনে দলের মনোনয়নপ্রাপ্তরা নাকি মোকাবিলা করবেন শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের। তাদের একাংশ বর্তমান সংসদের সদস্য, যারা মনোনয়ন পাননি। আবার অনেকে স্থানীয় সরকারের পদ ছেড়ে এমপি হওয়ার চেষ্টায় স্বতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছেন। জোটসঙ্গী ও মিত্র দলকে যে ৩২ আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানেও সিংহভাগ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্রদের মোকাবিলা করতে হবে। ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীর সিংহভাগ স্বভাবতই দল থেকে উঠে আসা স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। 'নিজেদের মধ্যকার' নির্বাচনে এ নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা।

এগুলো হিসাবের বাইরে ছিল না। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির শঙ্কা নিয়ে মিডিয়ায়ও বলাবলি হচ্ছিল। দলের ভেতর থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নজিরবিহীন সুযোগ দেওয়া না হলে শুধু ছেড়ে দেওয়া ৩২ আসনে হয়তো সীমিতভাবে এমন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হতো। নানা পরিস্থিতি সামলে আসা সরকারের পক্ষে সে 'ব্যবস্থাপনা' কঠিন হতো না। মাঠে উপস্থিত স্বতন্ত্র, বিশেষত শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ঘিরে সৃষ্ট পরিস্থিতি সামলানো এখন সত্যিই কঠিন। ইতোমধ্যে বেশ কিছু আসনে আওয়ামী লীগের বড় অংশ অবস্থান নিয়েছে কোনো না কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে। সামনে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে অন্যান্য আসনেও। তবে অর্ধেকের বেশি সংখ্যক আসনকে সম্ভবত 'নিরাপদ' রাখা হয়েছে, যাতে ক্ষমতাসীন দল মনোনীতদের সুনিশ্চিত জয় নিয়ে সরকার গঠনে কোনো বাধা না থাকে। স্বতন্ত্ররা জিতে এলে তারাও ক্ষমতাসীন দলেরই লোক। অনেক ক্ষেত্রে দাবি করে বলা হচ্ছে, তারাই 'জেনুইন আওয়ামী লীগ'!



সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সম্প্রতি বলা হয়েছে, সবাই যে যার মতো নির্বাচন করবেন। কাউকে বাধা দেওয়া বা সংঘাতে জড়ানো যাবে না। নতুন করে দেওয়া এ নির্দেশনায় নির্বাচনে আগ্রহভরে অংশ নিতে আসা ক্ষমতাসীন দলের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা আরও উৎসাহিত হবেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত খবরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনাই বেশি। মাঠ প্রশাসনও তাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠকে কয়েকজন ওসি বলছিলেন, ক্ষমতাসীন দল মনোনীতরা তাদের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য নাকি চাপাচাপি করছেন। সিইসি তাদের নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনে অবিচল থাকার জোর পরামর্শ দিয়েছেন। একইভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত প্রার্থীদের তারা বলছেন ভোটকেন্দ্রে 'সাহসী এজেন্ট' নিয়োগ দেওয়ার কথা।

বিরোধী দল নির্বাচনে না এলে এমন নির্বাচনই তো হবে- এ কথা অনেকে অবশ্য বলছেন। এ নির্বাচন নিয়ে নজির-বিহীন আগ্রহ দেখানো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপরেও এর দায় চাপানো যেতে পারে। বলা যেতে পারে, তারা 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' নির্বাচন দেখতে না চাইলে তো স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এভাবে নামতে দেওয়া হতো না। তারা 'অংশগ্রহণমূলক' নির্বাচন দেখতে না চাইলে 'কিংস পার্টি'রও জন্ম হতো না। এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে এসব দল অবশ্য নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে দরিদ্রভাবে। তাদের একটি আসনেও ছাড় দেননি ক্ষমতাসীনরা। এ অবস্থায় তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, কিংস পার্টিই বিরোধী দল! রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন এ নির্বাচনকে অবশ্য 'বিরোধী দল খোঁজার নির্বাচন' বলেই অভিহিত করা হচ্ছে। সেটা নাকি আসতে পারে দ্বিতীয় গ্রুপ হিসেবে জিতে আসা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভেতর থেকেও। শতাধিক আসনে নিজ দলীয় স্বতন্ত্রদের সঙ্গে মনোনীতদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হলে ভোটার উপস্থিতিও বাড়বে- এটা সরকারের প্রত্যাশা। ভোটারের 'জেনুইন উপস্থিতি' বাড়িয়েও তারা দেখাতে চায়- বিরোধী দল না এলেও জনগণ এতে অংশ নিয়েছে। এটা হবে নতুন পরিস্থিতিতে শাসন পরিচালনায় তাদের বৈধতার বাড়তি যুক্তি। কিন্তু মুশকিল হলো, যেসব আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর জোরালো অংশগ্রহণে ভোটের হার বাড়ার আশা; সেখানে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা কমেও যেতে পারে। একে তো বিরোধী দল সমর্থক বিপুলসংখ্যক ভোটার কেন্দ্রে যাবে না। তার ওপর নিজ দলের সমর্থকরাও অশান্ত পরিস্থিতিতে ভোটকেন্দ্র এড়াবে। তাদের শান্তিপ্রিয় অংশটি হয়তো এলাকাতেই থাকবে না ভোটের দিন। নিজ আসনে ফল যেমনই হোক, তাতে তো পছন্দের সরকারটির ক্ষমতা হারানোর শঙ্কা নেই। সেটা নিশ্চিত বলে অন্যান্য আসনেও ভোট পড়বে কম। ওইসব আসনে অবশ্য ভোটারদের ওপর করা হতে পারে চাপাচাপি। ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তেমন কিছুর আলামতবাহী ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। এটা বাড়তে না দেওয়া সরকারের জন্য মঙ্গলজনক। কারণ এর কিছুই আজকের দিনে শুধু ফেসবুকের কল্যাণেই গোপন থাকবে না।

নির্বাচন বর্জনকারীরা ৭ জানুয়ারির ভোট প্রতিহত করতে ২০১৪-এর মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারছে না- এটা সরকার ও ইসির জন্য স্বস্তির। নির্বাচন ঘিরে পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে আপাতত আর কোনো নিষেধাজ্ঞা আসবে না বলেও তাদের ধারণা। এ অবস্থায় নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অংশগ্রহণে আলোচনায় আসা আসনগুলোয় সংঘাত নিয়ন্ত্রণে রেখে নির্বাচন সারাটাই সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ বলে মনে হচ্ছে। এটা মোকাবিলায় তাদের অংশগ্রহণকে 'সীমিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ' করার প্রয়াস নেওয়া হতে পারে। তৃণমূলের নেতাকর্মী অবশ্য ইতোমধ্যে গভীরভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে বহু জায়গায়। পুরোনো বিভক্তি, অসন্তোষ, কোন্দলও এ সুযোগে বেশি করে সামনে এসেছে। দলের কমিটিতে থাকা, মনোনয়ন আর পদ-পদবি যখন ক্ষমতা ও সম্পদ আহরণের উপায় হয়ে উঠেছে আরও বেশি করে; তখন কেন্দ্র থেকে এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিনও বৈকি। নির্বাচনে বিরোধী পক্ষ উপস্থিত থাকলে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টায় এসব হয়তো কিছুটা চাপা পড়ে থাকত। এর মধ্যে সরকারপক্ষের ভরসার জায়গা এটাই- পরবর্তী মেয়াদও বিনা চ্যালেঞ্জে পেতে যাচ্ছে তারা। সবকিছু ঠিক থাকলে শতাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার এ নতুন অভিজ্ঞতাও পুঁজিয়ে যাবে।

লেখক: সাংবাদিক, বিশ্লেষক



প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ হওয়া উচিত

॥ ড. নিয়াজ আহম্মেদ ॥

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সহিংসতা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। গত ২৮ অক্টোবরের সহিংস ঘটনাবলির পর বিএনপি ও তার সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো লাগাতার অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে। এসব কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কিছু যানবাহনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে। কিছুদিন থেকে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ ও রেলপথে নাশকতা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২২ বার ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত ১৩ ডিসেম্বর ভোররাতে গাজীপুরে রেললাইন কেটে ফেলা হয়। এতে একটি ট্রেন দুর্ঘটনাকবলিত হয় এবং একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে ১৯ ডিসেম্বর।

ঢাকার তেজগাঁও স্টেশনে আসার আগে ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় চারজন নিহত হয়। একজন মা তাঁর তিন বছরের শিশুসন্তানকে বুকে জড়িয়ে রাখা অবস্থায় আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যান। প্রতিটি হরতাল ও অবরোধেই বাসে আগুন দেওয়া হচ্ছে। যারা অবরোধ ও হরতালের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচি ডাকছে, তারা কোনোভাবেই এর দায় এড়াতে পারে না।

অতীতে রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন ছিল অন্যতম। কর্মসূচির সর্বশেষ ধাপ ছিল হরতাল, অবরোধ ও অসহযোগ আন্দোলন। কর্মসূচিগুলোতে মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা যেত। প্রথম ধাপের কর্মসূচিগুলো মানুষকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে এবং তা পরবর্তী ধাপে যাওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে। আর সর্বশেষ ধাপ যেমন অসহযোগ আন্দোলন; যেখানে সরকারের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে, তার সঙ্গে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন তৈরি হয়।

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা যখন এক জায়গায় মিলিত হয়, তখন কোনো সরকারের পক্ষে সেই আন্দোলনের মুখে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। বাধ্য হয় ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও আন্দোলনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসক এরশাদের পতন হয়েছিল এমন একটি প্রেক্ষাপটে। একইভাবে ১৯৯৬ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচন করেও টিকতে পারেনি ঠিক একই ধরনের আন্দোলনের জন্য। আমরা যদি ২০০৭ সালের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, সেখানেও রাজনৈতিক কূটকৌশল ছিল। বিচারকদের বয়স বাড়িয়ে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করার একটি ইচ্ছা কিংবা মনোভাব তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের ছিল। সব কিছু প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র কঠোর আন্দোলন এবং জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আজকে হরতাল, অবরোধ কিংবা অসহযোগ আন্দোলন তেমন কোনো কার্যকর ফল দিতে পারছে না।

আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় হরতাল-অবরোধ জনসমর্থনহীন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। আর তা সফল করতে গিয়ে যে ধরনের সহিংসতা করা হচ্ছে, জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করছে। ফলে এ ধরনের কর্মসূচি আরো বেশি চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ হওয়া উচিতজনসমর্থন হারাচ্ছে। ২০১৪ সালে নির্বাচন ঠেকানোর নামে যে ধরনের সহিংসতা আমরা লক্ষ করেছি, ২০২৩ বা ২০২৪ সালে এসে এমন সহিংসতা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। কেননা ওই সময়ে আমরা যেভাবে চিন্তা করতাম, আমাদের অর্থনীতি যেমন ছিল, আমাদের জীবনযাত্রার ধরন ও মাধ্যম যেমন ছিল, আজ তেমন নেই। ঠিক আগামী ১০ বছর পর আমাদের আরো অনেক পরিবর্তন হবে। এ সময়ে রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যেও আরো অনেক পরিবর্তন সূচিত হবে। কাজেই আমরা যদি মনে করি, একই ধরনের কর্মসূচি দিয়ে সরকার পরিবর্তন করব, তাহলে সে আশায় গুড়ে বালি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কৌশলেও পরিবর্তন আনতে হবে। এখন মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই হরতাল ও অবরোধ মানছে না। হরতাল ও অবরোধ আহ্বানকারীরাও মানুষকে সেসব মানাতে পারছে না। আগামী দিনেও কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এমন কর্মসূচি পালন করা কঠিন হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নির্বাচনের আর মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। কিন্তু রাজনৈতিক সহিংসতা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে মানুষের মধ্যে এক ভীতির সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় পরিবহন ট্রেনে যেভাবে আগুন দেওয়া হচ্ছে, তাতে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করছে, যার প্রভাব পড়ছে অন্যান্য পরিবহন এবং মানুষের স্বাভাবিক চলাচলে। আমাদের প্রত্যাশা, হরতাল ও অবরোধ আহ্বানকারীরা যেন সহিংস আচরণ পরিহার করে সাধারণ মানুষকে অহিংসভাবে কর্মসূচি পালন করতে অনুরোধ করে। নিজেরা যেন সহিংস আচরণের দায় গ্রহণ করতে শেখে এবং কেউ যদি রাজনৈতিক কর্মসূচির সুযোগ গ্রহণও করে, তাদের আইনের হাতে তুলে দেয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন কঠোর হাতে সহিংস আচরণ মোকাবেলা করে।

নির্বাচন সামনে রেখে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির মধ্যেও সহিংস আচরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। একদিকে নির্বাচন প্রতিহতের নামে সহিংসতা, অন্যদিকে নির্বাচনে ভোট-ভুটিকে কেন্দ্র করে সহিংসতা। সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার অধিকার রয়েছে। যেকোনো ধরনের সহিংস আচরণকে কঠোরভাবে দমন করা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব। আসুন, আমরা সবাই তাদের সহযোগিতা করি এবং নিজেরা হরতাল ও অবরোধের নামে সহিংস আচরণ পরিহার করি। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করি।

লেখক: অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Since 1994
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight

LOWEST PRICE CHALLENGE

GLOBAL

NY 1 TRAVELS, INC



MIRZA M ZAMAN

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন

বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!

37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372

Tel: 646-750-0632

E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT

MyTechUSA

"YOUR DREAM BECOME TRUE"

Why "MyTechUSA"

- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING

Microsoft · Microsoft SQL Server · ORACLE · Azure · mongoDB. · NoSQL



Please Contact:

Zia Uddin Ahamed
CEO & President

Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600

E-mail: ziaahamed@ymail.com



Khalil Biryani House

খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ন স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing [QA] Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল এর সমর্থনে কুলাউড়াবাসীর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত















নিউইয়র্কঃ দ্বাদশ সংসদ সদস্য নির্বাচন মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনের আওয়ামীলীগ এর মনোনীত প্রার্থী শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল এর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রস্থ কুলাউড়াবাসী আয়োজনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮ ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ১নিউইয়র্ক এর এস্টোরিয়া একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্টে। কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা আবুল কালাম এর সভাপতিত্বে ও কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সংস্কৃতি সম্পাদক মঈনুর রহমান সুয়েব এর পরিচালনায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ ক্রীড়া সংগঠক এনামুল ইসলাম, কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা মো: তজমুল আলী, কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এ এম চৌ: শফি, শরিপুর এম এ আহাদ আধুনিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এম এ আহাদ, কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন। অন্যানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের রাশেদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম, টাইম টেলিভিশনের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াছ খসরু, কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশন সাবেক কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন লিটন, হাজীপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমদ, রকুলাউড়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক আলতাফ হোসেন, সাংস্কৃতিক সংগঠক আশীষ দেবরায়, সিলেটের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মিসবাহ উদ্দিন ও জহুর চৌধুরী বাবু, ভাটের ইউনিয়ন ছাত্রলীগ এর সাবেক নেতা বদরুল ইসলাম মিন্টু, ভাটের ইউনিয়ন ছাত্রলীগ সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফরহাদুল ইসলাম লিটু, কুলাউড়ার সাপ্তাহিক সংলাপ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার তৌসিফ চৌধুরী সহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত কুলাউড়া কমিউনিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় অনলাইনের মাধ্যমে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল সবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং সবার সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেন।





জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র বিজয় দিবস উদযাপন

বিশেষ প্রতিনিধিঃ জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র উদ্যোগে বাংলাদেশের ৫৩তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে মামা'স পার্টি হলে এক সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইয়্যিদ মুজিবুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ মোস্তফা বাবুল, বাংলাদেশ সোসাইটির উপদেষ্টা আজিমুর রহমান বোরহান, সিনিয়র সহ সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর বোর্ড অব ট্রাস্টি ছদরুন নূর, সৈয়দ নাজমুল হাসান কোবাদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন আমেরিকা'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন এবং এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সদস্য মোঃ শফিকুর রহমান। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সভায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডের বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আব্দুস সালাম কমান্ডার, এম এ নাসির ও জাহাঙ্গীর আলমসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেন সংগঠনের কার্যকরী সদস্যবৃন্দ।

সভায় বক্তব্য রাখেন বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক মোঃ লোকমান হোসেন লুকু, সদস্য সচিব জাহিদ খান, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আলিম, সহ-সভাপতি শামীম আহমেদ, হবিগঞ্জ সদর সমিতির সভাপতি মিয়া মোঃ আছকির, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের এর সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা ইমাদ আহমেদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আজাদ উদ্দিন প্রমুখ।

এছাড়াও সভায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কবিতা আবৃত্তি করেন কবি আবু তাহের চৌধুরী ও কবি সুধাংশু কুমার মন্ডল। সভায় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যাদের সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয় তারা হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে মুজাহিদুল ইসলাম, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, সাইয়্যিদ মুজিবুর রহমান ও রমিজ উদ্দিন খান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের প্রথম নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা সাজ্জাদুর রহমান ও মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদবাসীর পক্ষ থেকে হবিগঞ্জ জেলার চুনারঘাট উপজেলা কৃতি সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সুবেদার শামসুদ্দিন আহমেদকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মরণোত্তর বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধারা মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাজ্জাদুর রহমানের পরিবারের পক্ষ থেকে সংগঠনের নিউজার্সীতে ক্রয়কৃত কবর ঋণ পরিশোধ করার ৫ হাজার ডলার অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। এই সহায়তার অর্থ তুলে দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাজ্জাদুর রহমানের ছেলে বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন অফ কানেক্টিকাট (বাক) এর সহ সভাপতি তারেকুল আম্বিয়া এবং সুফিয়া আম্বিয়া। এদিকে সভায় কার্যকারী পরিষদের তিন সভায় অনুপস্থিত থাকায় কার্যকরী পরিষদ সিলেট কোটার সদস্য ও সুনামগঞ্জ কোটার সহ-সভাপতিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ কোন জবাব না দেওয়ায় কার্যকরী পরিষদের গত মাসিক সভায় দুটি পদ শূন্য ঘোষণা করেন সংগঠনের সভাপতি। শূন্য পদে সুনামগঞ্জ কোটার সহ-সভাপতি পদে কার্যকারী সদস্য শামীম আহমেদকে পদ উন্নতি করে সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ) হিসেবে মনোনীত করা হয়। সুনামগঞ্জ কার্যকারী সদস্য পদে হুমায়ূন কবীর সোহেলকে ও সিলেট কোটায় মোঃ আব্দুল আজিজকে মনোনীত করা হয়। কার্যকরী পরিষদের মনোনীত এই তিনজন সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান। সভায় হবিগঞ্জ জেলার বোর্ড অব ট্রাস্ট হিসেবে সৈয়দ নাজমুল হাসান কুবাদকে মনোনীত করা হয়।

সভায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল মছব্বির ও জোসেফ চৌধুরী, লাখাই'র সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা তাজুল ইসলাম তালুকদার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুল খালেক, সাবেক ক্রীড়াবিদ হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সাইফুদ্দিন আহমেদ শামীম, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির কার্যকরী সদস্য আসফাকুল হক চৌধুরী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আজাদ উদ্দিন, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির উপদেষ্টা নুরুল হোসেন, সহ-সভাপতি মোঃ আলী রাজা, প্রচার সম্পাদক শিপন ইসলাম, কার্যকারী সদস্য শফিকুর রহমান, ফজর আলী ও সাধারণ সম্পাদক মোতাহের হোসেন রুবেল, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের বোর্ড অব ট্রাস্টি মেম্বার মিয়া মোঃ আলতাফ হোসেন, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জালাল চৌধুরী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট গুহর চৌধুরী কিনু, ওসমান উল্লাহ, আওয়ামী লীগ নেতা আলী হোসেন গজনবী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ফকর উদ্দিন, মোঃ মোতাছির হিল্লাহ, সাবেক বাংলাদেশ পুলিশ কর্মকর্তা কামরুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও সভায় জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কার্যকারি পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ লোকমান হোসেন লুকু, মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার ও শামীম আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ আহমেদ খান, কার্যকরী সদস্য মোঃ আব্দুল আজিজ ও হুমায়ূন কবীর সোহেল।



‘আমার ব্যক্তি জীবন গোপন রাখব’



বিনোদন ডেস্ক: অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী সোহানা সাবা। তার অভিনীত সর্বশেষ সিনেমা মুক্তি পেয়েছে দুই মাস আগে। বর্তমানে নিজের ইয়োগা স্কুল নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। অভিনয় ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের ‘হ্যালো...’ বিভাগে কথা বলেছেন তিনি।

শুটিং নিয়ে ব্যস্ততা কেমন?

** সব সময় তো শুটিং থাকে না। এ মুহূর্তে শুটিং নিয়ে কোনো ব্যস্ততা নেই। এখন আমি নিজের ইয়োগা স্কুল নিয়ে কাজ করছি। সেখানে এখনো ইন্টেরিয়রের কাজ চলছে। কারণ জায়গাটা মানুষের পছন্দ হওয়ার একটা বিষয় রয়েছে। শুধু তাই নয়, স্কুলের একটা অংশকে আমি আমার অফিস এবং স্টুডিও হিসাবেও তৈরি করছি। কাজ শেষ করতে পুরো মাস লেগে যাবে। তবে আমি এরই মধ্যে সেশন শুরু করে দিয়েছি। প্রথম ব্যাচের ক্লাস চলছে। খুবই ভালো প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি। আর শুটিং শুরু হতে হতে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি।

কিসের শুটিং? সিনেমা নাকি ওটিটি?

** দুটি সিনেমার কথা হয়ে আছে। তবে এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাচ্ছি না। আমার পরিচালকই বলবেন। আর ওটিটিতে কিছু করছি না।

তারকারা সাধারণত রেস্টুরেন্ট কিংবা ফ্যাশন ব্র্যান্ড নিয়ে আগ্রহী হয়। আপনি ইয়োগা বেছে নিলেন কেন?

** আমি আসলে কোনো পরিকল্পনা থেকে এটা শুরু করিনি। জীবন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি যখন ইয়োগা শুরু করি, তখন নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই করেছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম অনেকেই আমার কাছে এ বিষয়ে জানতে আগ্রহী। পরে যখন আমি ঋষিকেশ থেকে প্রশিক্ষকের ট্রেনিং নিয়ে এলাম, তখন একটা স্কুল খোলার সাহস পেলাম। তবে এটা কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য থেকে নয়। এখানে এসে মানুষ আড্ডা দিতে পারবে, মিটিং করতে পারবে। যারা নিজেকে সুখ দিতে চায়, নিজের শরীর এবং মনকে সুস্থ রাখতে চায় এ ‘ইয়োগিস’ তাদের জন্য।

এখন তো ডিজিটাল যুগ। অনলাইনেও প্রশিক্ষণ দেবেন?

** অনলাইনে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই। এটা আমার প্রফেশন নয়। আমি কাজটা জানি, আমার করতে ভালো লাগে। সেই সঙ্গে মানুষের আগ্রহ আছে। তাই তাদের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চেয়েছি। তাই বলে অনলাইন অফলাইন স্কুলিং দেব, বিষয়টা এমন নয়।

এখন কী অভিনয় থেকে বিরতি নেবেন?

** অভিনয় থেকে সরে যাওয়া কখনো সম্ভব নয়। অভিনয় আমার মূল পেশা। আমি সেই পরিচয়েই পরিচিত হতে চাই। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমি মাল্টিটাস্ক করতে পারি না। যখন শুটিং নিয়ে ব্যস্ততা ছিল, তখন এটাই খুব একটা সময় দিতে পারিনি। এখন শুটিং ব্যস্ততা কম তাই ইয়োগায় সময় দিতে পারছি। আবার আমার শুটিং একবেলা করে হয়। ফলে অন্য বেলা এখানে থাকি। স্কুলটা একবার সেট হয়ে গেলে তখন আমি দূরে থেকেই দেখাশোনা করব। আর যেমন অভিনয়ে মূল ফোকাস ছিল, সেটাই থাকবে।

ব্যক্তিজীবন নিয়ে কী ভেবেছেন?

** ব্যক্তিজীবন নিয়ে কাউকে কিছু জানানোর ইচ্ছা আমার নেই। যা-ই করি না কেন, গোপনে করব। কারণ আমি দেখেছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষ নেগেটিভিটি বেশি ছড়ায়। আমি আমার জীবনে নেগেটিভ কিছু চাই না।

তাই ঠিক করেছি, আমি আমার ব্যক্তিজীবন গোপন রাখব, তাহলে কেউ ভেতরের খবরও জানবে না আর নেতিবাচক কিছু বলার সুযোগও পাবে না। কারণ আমার একটা ইমেজ আমি সব সময় মেইনটেন করার চেষ্টা করেছি। সেটাই শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে চাই।

প্রেমিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবি প্রকাশ করলেন হৃতিকের প্রাক্তন স্ত্রী



বিনোদন ডেস্ক: হৃতিক প্রেম করছেন সাবা আজাদের সঙ্গে। অন্যদিকে, হৃতিকের প্রাক্তন স্ত্রী সুজানের জীবনের নতুন পুরুষ আরসালান। ১৪ বছরের দাম্পত্যে ইতি টেনে আলাদাভাবে দিব্যি রয়েছেন হৃতিক ও সুজান। আর সেই ভালো থাকার প্রমাণ দিলেন সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায়। গত ১৯ ডিসেম্বর প্রেমিক আরসালানের জন্মদিনে, প্রেমিকের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়েছেন সুজান। প্রেমিকের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে সুজান ইনস্টাগ্রামে ছবিও পোস্ট করেন হৃতিকের প্রাক্তন স্ত্রী। আর ওই ছবি চোখে পড়েছে হৃতিকের। প্রাক্তন স্ত্রীর এমন ছবি দেখে চুপ থাকেননি হৃতিক। ছবির নিচে মন্তব্য করে লিখেছেন, হ্যাপি বার্থডে ব্রো, হ্যাপি বার্থডে আরসালান। বিগ বসের প্রতিযোগী আলি গোনির ভাই আর্সলান গোনির সঙ্গে বহুদিন ধরেই বন্ধুত্ব সুজানের। এমনকি, সুজান ও আরসালানকে বহুবার একসঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে। তবে সেভাবে আরসালানের প্রতি প্রেম প্রকাশ্যে আনেননি সুজান। এই প্রথম চুম্বনের ছবি শেয়ার করলেন হৃতিকের প্রাক্তন স্ত্রী।

ভক্তের মজার প্রশ্নের জবাব দিলেন শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের ‘ডানকি’ সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। গত ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কাক ডাকা ভোর থেকেই ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি। ‘পাঠান’, ‘জওয়ান’-এ সাফল্যের পর ‘ডানকি’ও যে ব্যবসা সফল সিনেমায় পরিণত হতে চলেছে সেই আভাস মিলেছে ইতোমধ্যেই।



যদি সেটাই হয় তাহলে প্রথম দিনেই ‘ডানকি’র বক্স অফিস কালেকশন দাঁড়াতে পারে ৫০ কোটির বেশি। কারণ শাহরুখের সবশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত দুই সিনেমাতেও প্রথম দিনের আয় ছিল ভারতজুড়ে ৫০ কোটি রুপির বেশি। আর সেজন্যই বৃহস্পতিবার ‘ডানকি’ মুক্তি ঘিরে এক্স-এ (সাবেক টুইটার) আস্ক এসআরকে সেশন রেখেছিলেন কিং খান। যেখানে ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তিনি।

সেখানেই শাহরুখকে এক ভক্ত মজা করে প্রশ্ন করেন, ‘ডানকি’র প্রথম দিনের কালেকশন আর মিচেল স্টার্কের নিলামের দামের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? ভক্তের এমন মজাদার প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন শাহরুখ। তিনি পাল্টা টুইটে লিখেছেন, এই দুটোর মাঝে তুলনাই হয় না। ‘ডানকি’ থেকে আমার কাছে যে টাকা আসবে সেটা মিচেল স্টার্ক নিয়ে নেবে। হাহাহা...

প্রসঙ্গত, আইপিএলের ইতিহাসে যা কিনা সর্বোচ্চ দাম। এই দলেরই মালিক হচ্ছেন শাহরুখ খান। তাই ভক্তরাও মজা করে ‘ডানকি’ সিনেমার মুক্তিকে ঘিরে স্টার্ককে নিয়ে বলিউড বাদশাহকে প্রশ্ন করতে ভুল করেননি। শাহরুখও তাদের প্রশ্নের একের পর এক উত্তর দিয়ে গেছেন।

এদিকে সদ্যই অনুষ্ঠিত আই-পিএলের নিলামে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে অস্ট্রেলিয়ার বাঁ হাতি পেসার মিচেল স্টার্ককে দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা।



মানুষ অবরোধের রাজনীতি পছন্দ করে না: ফেরদৌস

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকা-১০ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ বলেছেন, সরকারবিরোধী দলগুলো প্রতিদিনই তো হরতাল-অবরোধ দিচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ শান্তি চায়। জ্বালাও-পোড়াও-অবরোধের রাজনীতি তারা পছন্দ করে না।গত ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে তিনি এ কথা বলেন।

ফেরদৌস আহমেদ বলেন, যারা হরতাল-অবরোধের রাজনীতি করে তারা তো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চায় তাহলে তো নির্বাচনেই অংশ নিত। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সবাই কিন্তু শান্তি সমাবেশ করে মানুষের জানমালে নিরাপত্তা দিচ্ছেন। মানুষের আস্থা বেড়েছে, বিশ্বাস বেড়েছে। মানুষ এখন তাদের কাজে বেরোচ্ছেন। জ্বালাও-পোড়াওয়ের প্রতি মানুষের একেবারেই আস্থা নেই।

ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আসা নিয়ে তিনি বলেন, ভোট নিয়ে আমি শতভাগ আশাবাদী। মানুষ বলছেন, তারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন। অবাধ, সুষ্ঠু, সুন্দর, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক ভোট উৎসব হবে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে ফেরদৌস বলেন, আমার প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী ভেবেই আমি কাজ করছি। কারণ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাররা কে কাকে ভোট দেবেন তা কি আমরা বলতে পারি। মানুষ যাকে যোগ্য মনে করবেন, তাকেই তো ভোট দেবেন।

Happy New Year 2024

- আপনি কি নিউ ইয়র্ক শহরে বাড়ির মালিক হতে চান?
- এখনই বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ!
- আজই যোগাযোগ করুন
- আমরা মিনিমাম পেমেন্টে বাড়ি ক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকি।







NEXT LEVEL HOMES GROUP

NISHA

Real Estate Professional

Contact No: (718) 687-7585

221-21 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

nishanirealty@gmail.com

www.nextlevelhomesgroup.com/

www.facebook.com/NextLevelHomesGroup



সাহিত্য সাময়িকী

কী যেন সঞ্চারিত ছিলো
আশরাফ মীর

মনে আছে কী যেন সঞ্চারিত ছিলো
কী যেন নিঃশব্দ গোপন
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ধ্যানমৌন আত্মউচ্চারণ?

ভাঙ্গাচোরা শৈশবস্মৃতির খেলনা পুতুল
বাঁশি আর ঘুড়ির রঙিন পুলকময় দিন
উঠোনে ঝিমধরা নিদাঘ দুপুর ।

প্রসন্ন বাসন্তি লগ্ন-ক্ষণ
অপরাহ্নের সৌন্দর্যে-সবুজে বিমুগ্ধ কারুকাজ
একাকী থাকা একা একা নির্ভীক অভিযাত্রী
মন কী যেন ছিলো নিগুঢ় কথন
সঙ্গোপনে চুপচাপ আকুল আগ্রহ ।

কী যেন তীর্যকতা গভীর বিবরে ঢুকে যাওয়া
আয়নায় দাঁড়ানো উদাসীন
বুঝি নিশ্চুপ আনন্দলগ্ন
বুঝি স্বচ্ছল বিনয় উপভোগ ।

নাচগৃহের দিকে
খসরু পারভেজ

টিসিবির ট্রাকের পেছনে
দিশেহারা মানুষদের ছুটতে দেখে
আমার হাতে ঠনঠন বেজে ওঠে শূন্য বোধের বোতল
ট্রাক থামে চৌরাস্তায়, ভেতরে বস্তাভর্তি রাষ্ট্রপচা ক্ষত
টুপটাপ ঝরে পড়ে, গলে গলে পড়ে কালো রক্ত
রাস্তায় উঠে আসে মানুষের অন্দরমহল, ভিড় বাড়ে
ভিড়ের পেছনে কালিঝুল মেখে দাঁড়িয়ে থাকে
আমাদের হাহাকারময় রান্নাঘর

নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে
কলঙ্কিত কাল আমাকে জড়িয়ে ধরে সেলফি তোলে
সময়ের শেষ পৃষ্ঠায় লিখে রাখি ব ্যর্থতার ফুটনোট

অক্ষমতার ঘাম মুছতে মুছতে
আমি নাচগৃহের দিকে পা বাড়াই
মিছিলের মানুষগুলো এখন নাচঘরে বুঁদ হয়ে আছে
একবার যদি ফেরাতে পারি!

সান্তা ক্লজ, আমি ও আমার কবিতা
ফারুক ফয়সল

আমার কবিতাগুলো আজ সারাদিন খুব ভাসলো
একা নয়, প্রেমিকের বাহু বিনে তারও চক্কর হয় না
ক্ষীণ তনু, তরলা বাঁশের মত টানটান, সিলসিলা
তার পেলব হাত দুটি আমার গ্রীবা বেড় দিয়ে ছিলো
তার কটিতে রেখে আমার আদর ভেজা হাত নাচলো
কাম তৃষিত দিনে স্ট্রিপটিজ, টুইস্ট, কত্থক সব হলো ।

আমাদের শ্রম আরাধ্য শরীর জুড়ে নামে ক্ষুৎপিপাসা
ঘুরে ঘুরে উড়ে আসে তুষার তৈরী নরম হাওয়াই মিঠাই
চিনি ছাড়াই মিস্টি, অমৃত হয়ে মিলিয়ে যায় গলায়
আমাদের জিহ্বায়, পাকস্থলীতে শান্তি নামায়, চুক্তি ছাড়াই ।
অত:পর জলের তন্তুতে বোনা তুষার চাদর পেতে শয্যা
ভাত ঘুমের বদলে আমাদের হয় হাওয়াই মিঠাই স্বপ্নবোনা ।

হঠাৎ একি, সহস্র জোনাকি জ্বলছে যেন সপ্তর্ষিমন্ডলে,
তারই বর্ণচ্ছটায় উড়ে আসা, ঘুরে ঘুরে নেচে চলা তুষারের গায়
পরিপার্শ্ব বদলে যায়, নতুন দৃশ্যে স্বর্গীয় বাহনে সান্তা ক্লজ চলে যায়
উপহার ধরিয়ে বলে, নিদ্রা যাও তুষার ধবল শয্যায়, স্বপ্নের নতুন ঠিকানায়!

পেতে চায় মৃগনাভি
তোফায়েল তফাজ্জল

পেতে চায় মৃগনাভি, অথচ অরণ্যে পা রাখতেই
দিনের বেলায় দেখে থাকে তারা, পড়ে আসে রথ;
লেগে যায় লোমহর্ষ-রণ, পিছু নেয় ভয়ের বিদ্যুৎ ।
তাহলে, কীভাবে আসবে হাতের মুঠোয়
অমূল্য রত্নটি ?

ইচ্ছে অধরায় থাকে ঢাকনাটা সরিয়ে বস্তুটি কুড়িয়ে আনতে
যদি কুঁকড়ে যায় মানসিকতার অধিকাংশ পাতা ।
ভ্যাবাচেকা খায় ওঠে ভাবাবেগ ।
প্রসঙ্গের ভা--ভাঁজ ভাঙার প্রশ্নটা ভীষণ ভাবিয়ে তোলে ।
এর অর্থ, জলে নামবার আগেই পিলে কাঁপা ভয়,
নাকের ডগায় লেজ নাড়ে ঘড়িয়াল,
ঝোড়ো গতি হামলার প্রস্তুতি দেখে লেজ গুটিয়ে উদ্যোগ!

স্থির করেছে এবার মাছরাঙা-পানকৌড়ি হয়ে ধরবে ধ্যান,
ঘূর্ণি তোলা জলে করবে কাঙ্ক্ষিত শিকার ।
কেবল প্রহর গুনছে সবুজ বাতির, কখন তা জ্বলে উঠবে ?

ডিসেম্বর
মৌসুমী পুলেন

ক্ষয়িষ্ণু জীবনের খেরো খাতায় সমুদ্রের ভাঙা ভাঙা ঢেউ রেখে যায়
মরচে পড়া সময়ের জঞ্জাল

এখন চারদিক মাছের আঁশের রূপালী নৃত্যের অসংখ্য মুদ্রা দেখি
রাজমহলের আয়নায়
দুঃখরা আগের মতো সম্ভ্রান্ত নয়
দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে শায়কের আঘাতে
রক্তাক্ত হয় না ।

তোমার মনের বারান্দা ছুঁয়ে গেছে প্রশস্ত রানওয়ে
বারোমাস নাতিশীতোষ্ণ নীল পাখি উড়ে গচ্ছিত আকাশের হৃৎপিন্ডে
আমি যাপন করি এখনও করোনাকাল ।

ঘুণে ধরা বিমর্ষ বিকেল আড়ি পেতে শোনে হায়েনার হাত থেকে
কেড়ে আনা বিজয়ের মাস
ক্ষত বিক্ষত স্বাধীনতার গাঢ় ধূসর উচ্ছ্বাস
হাভাতের অশ্রু শুকানো চোখে যন্ত্রণার আকুতি বিশেষ

আমি কবিতা লিখিনি কোনো কালেই লিখেছি সন্তাপ
ফায়ারপ্লেসের ঝিমানো আগুন
ফিলিস্তিনের বাতাসে শিশুর উড়ন্ত কঙ্কাল

অন্ধকারে ভরপুর আলো
এম এ রহমান

সভ্যতার রাজপথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াই
দেহ থেকে খসে পড়ে মানুষের নরোম পোষাক
নিজের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখি কোথাও নেই আমি!

দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত-অশ্বত্থের নিচে বসে-
দেখি, বুদ্ধের জোছনা পুকুরের জলে নৃত্য করে
ঘুমন্ত মাছের চোখে যখন সাঁতার কাটে চাঁদ
মনে হলো অন্ধকারে নক্ষত্রেরা কথা বলে সব

যেতে যেতে মনে হলো কোথাও যাচ্ছি না আমি
সময়েরা চলে যায় দেহঘড়ির মুহূর্ত নিয়ে
দুরত্বরা হেঁটে যায়-ক্রমে দূরে-মানুষে মানুষে
অদ্ভুত সভ্যতা এক মাটির গন্ধকে গিলে ফেলে

তবুও বাঁচতে চাই- যতটুকু বেঁচে আছি ততটুকু
জানি, অন্ধকারে তবু ভরপুর আলো থাকে
বেদনাকে জমিয়ে দেখেছি সুস্বাদু তরল মদ
যেতে যেতে যেন বলে যাই, সত্যি-জীবন সুন্দর ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

আর্জেন্টাইনের জোড়া গোলে ক্লাব বিশ্বকাপ ম্যানসিটির



স্পোর্টস ডেস্ক: ১২১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠেছিল ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিনেন্স। তবে জিততে পারেনি শিরোপা। ৪-০ গোলের ব্যবধানে তাদের হারিয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা। দলের জয়ে জোড়া গোল করেন আর্জেন্টাইন তারকা জুলিয়ান আলভারেজ।

গত ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার রাত বাংলাদেশ সময় ১২টায় জেদ্দার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে মাঠে নামে ম্যানচেস্টার সিটি ও ফ্লুমিনেন্স। ১২১ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠে রানার্সআপ হয়েছে ব্রাজিলের ক্লাবটি।

ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি ও ব্রাজিলের ফ্লুমিনেন্স- দুই দলের সামনেই ছিল প্রথমবারের মতো ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের হাতছানি। তবে কৌশলগত সেই লড়াইয়ে হেরে গেলেন ব্রাজিলের ফার্নান্দো দিনিজ, শেষ হাসি হাসলেন স্প্যানিশ কোচ পেপ গার্দিওলা।

এই জয়ের মধ্য দিয়ে চলতি বছরে পঞ্চম শিরোপা জিতল ম্যানসিটি। আর ইতিহাসের প্রথম কোচ হিসেবে তিনটি আলাদা দলকে ক্লাব বিশ্বকাপ জেতালেন গার্দিওলা।

টেস্ট ম্যাচের গুরুত্ব নিয়ে যা বললেন কোহলি

স্পোর্টস ডেস্ক: জরুরি কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরেছেন বিরাট কোহলি। তবে প্রথম টেস্টে খেলবেন তিনি। তার আগে টেস্ট ক্রিকেটের মাহাত্ম নিয়ে আবারও কথা বলেন কোহলি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হারের পর এই প্রথম কথা বললেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি এই ফরম্যাট যে তার কাছে বাকি দুটি থেকে আলাদা সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন।



কোহলি বলেন, 'টেস্টই হলো ক্রিকেটের আসল ভিত। এর ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বাকি সব কিছুর থেকে আলাদা। চার-পাঁচদিনের খেলায় নিজেকে নিংড়ে দিতে হয়। ক্রিকেট খেলতে গেলে আপনি যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা তার মধ্যে সবচেয়ে আলাদা।'

কোহলির সংযোজন, 'ব্যক্তিগতভাবে বা দল হিসাবে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো অনুভূতি হলো, একটা লম্বা ইনিংস খেলে দলকে কোনো টেস্ট ম্যাচ জেতানো। আমি পুরোনো দিনের মানুষ। তাই আমার কাছে সাদা জার্সি পরে টেস্ট ক্রিকেট খেলা সবার আগে। টেস্ট দেখতে দেখতেই বড় হয়েছি। দেশের হয়ে ১০০ টেস্ট খেলতে পেরে আমি গর্বিত। টেস্ট ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে অনেকদিন আগেই।'

ফুটবলের পৃথিবীতে কামরাঙ্গীরচরের কিশোরীরা

স্পোর্টস ডেস্ক: কারও বাবা নেই। কারও মা। কেউ মানুষ হচ্ছে অন্যের পরিবারে। দুবেলা দুমুঠো অন্নের জন্য অনেকেই রোজগারের পথ বেছে নিয়েছে। এসব সুবিধাবঞ্চিত কিশোরীদের ফুটবলে এনে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ। ১৩-২০ ডিসেম্বর ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিস কেরানীগঞ্জের সুবিধাবঞ্চিত ৩০ জন কিশোরীকে নিয়ে ফুটবল প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

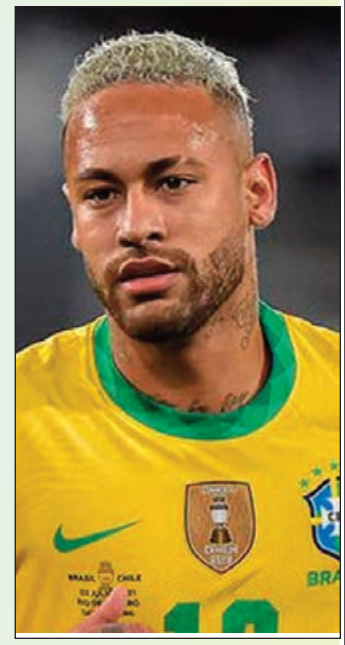
কামরাঙ্গীরচরের ঠোডা মাঠে আটদিন প্রশিক্ষণ দেন ফিফার এলিট ও এএফসির বি-লাইসেন্সধারী কোচ মো. শাহাবুদ্দিন। পরে ৩০ জন কিশোরীকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হয়। ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিসার মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে খেলা শেষে কিশোরীদের হাতে সনদ তুলে দেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৫৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাজী মো. সাইদুল ইসলাম।

ইউনিসেফের চাইল্ড প্রটেকশন মোবিলাইজার নাসরিন আক্তার বলেন, 'কামরাঙ্গীরচরের বস্তিতে থাকা এসব মেয়ে কখনো ফুটবল খেলেনি। কিন্তু তাদের প্রশিক্ষণ ও খেলা দেখতে উপচেপড়া ভিড় ছিল।' তিনি যোগ করেন, 'প্রথম দিকে মেয়েদের খেলায় আনতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। মেয়েরা মাঠে খেলবে বলে লজ্জা পাচ্ছিল। তাদের মায়েদের সঙ্গে মিটিং করেছি। তিনদিন মিটিং করার পর মেয়েদের টি শার্ট ও হাফপ্যান্ট দিয়েছি। আমরা বুট দিতে পারিনি। বুট ছাড়াই তারা অনুশীলন করেছে এবং খেলেছে।'

কিশোরীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নাসরিন বলেন, 'এরা নিয়মিত অনুশীলন করবে। খেলাধুলার পাশাপাশি স্কুলে যাবে। পড়াশোনা করবে। তাদের প্রতি কেউ যদি সহিংস আচরণ করতে চায়, তারা তা প্রতিরোধ করবে। শিশু সুরক্ষা বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছি। আগামীতে আত্মরক্ষার কৌশল নিয়ে তাদেরকে একটি সেশন করানো হবে।'







এক নম্বর আর্জেন্টিনাই পাঁচে ব্রাজিল

স্পোর্টস ডেস্ক: ফিফা র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের এক নম্বর দল হিসাবে বছরটা শেষ করতে যাচ্ছে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা। সর্বশেষ র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে তারা। গত ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার র‍্যাংকিংয়ের হালনাগাদ প্রকাশিত হয়। এতে আর্জেন্টিনার পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফ্রান্স। এরপর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ব্রাজিল। র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৩তম।

২০২২ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা গত বছর শেষে র‍্যাংকিংয়ের ছিল দ্বিতীয় স্থানে। আর শীর্ষে ছিল ব্রাজিল। এ বছর এপ্রিলে র‍্যাংকিংয়ের প্রথম হালনাগাদে ব্রাজিলকে টপকে শীর্ষে উঠে আসে আর্জেন্টিনা। সেই থেকে তারা এক নম্বর দল।

এদিকে বাংলাদেশ বছর শেষ করতে যাচ্ছে ১৮৩তম স্থানে থেকে। এ বছর এপ্রিলে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৯২তম। সেখান থেকে নয় ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ।

ছুরিকাঘাতে আহত আর্জেন্টাইন ফুটবলার

আর্জেন্টিনার সাবেক তারকা ফুটবলার এজেকুয়েল লাভেজ্জিকে ছুরিকাঘাত করেছেন তারই পরিবারের একজন। এতে মারাত্মক আহত হয়েছেন জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলা এই ফুটবলার। পেটে ছুরিকাঘাতে আহত লাভেজ্জিকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। খবর আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের। ঘটনা বুধবারের টিওয়াইসি স্পোর্টস জানায়, উরুগুয়ের মালদোনাদোয় স্থানীয় সময় ভোরে পরিবারিক পার্টিতে ছিলেন লাভেজ্জি। এ সময় সঙ্গে তার প্রেমিকাও ছিলেন। পার্টিতেই পরিবারের কেউ তাকে ছুরিকাঘাত করেন।

















বাকা'র মহান বিজয় দিবস উদযাপন ও বর্ণাঢ্য অভিষেক

দেশ রক্ষায় সবাইকে এক ও অভিন্ন প্লাটফর্মে দাঁড়াতে হবে-ড. আবু জাফর মাহমুদ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা) আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যাম্ব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ আগামীর নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও মানবিক বাংলাদেশ রচনার জন্য জাতীয় একতার নতুন ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে প্রশ্নে সব মানুষের মত ও চিন্তা এক সেই দিকটাকে বিবেচনায় রেখেই সবাইকে এক হতে হবে। যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি, ভাষার প্রশ্নে সবাই এক। এই একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে হলেও প্রতিটি মানুষকে এক হতে হবে। বাংলাদেশ ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ। জাতীয় একতার জন্যে সকল মুসলমানদের একতা গড়ার উদ্যোগ নেয়া একটি রাজনৈতিক সমাধান। বহি:শত্রু থেকে দেশ রক্ষার জন্য দেশপ্রেমিকদের একতার কোনো বিকল্প নেই। দেশ রক্ষায় অনৈক্য ও বিভেদের মেরুদন্ডে আঘাত হানতে হবে। সবাইকে এক ও অভিন্ন প্লাটফরমে দাঁড়াতে হবে। এর উদ্যোগ নিতে হবে রাষ্ট্রকে। অংশীদার হতে হবে রাজনৈতিক দলসহ সকল সমাজশক্তিকে। তিনি ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন-বাকা'র বিজয় উৎসব ও অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

গত ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যেই লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে জাতীয় সংগীত গেয়ে বিজয় শোভাযাত্রায় অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ নারী পুরুষ। ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে প্রথমবারের মতো বৃহদাকার এলইডি মনিটর স্থাপন করে সেখানে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনসহ বিভিন্ন আয়োজন এক নতুন মাত্রা যুক্ত করে। এই আয়োজনগুলো মুগ্ধ করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সব দর্শকদের।

দুটি পর্বে বিভক্ত প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাকা'র বিদায়ী সভাপতি, রাজনীতিক ও লেখক আহবাব চৌধুরী খোকন এবং সঞ্চালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নব নির্বাচিত সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী ও সঞ্চালনা করেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাষ্টি আব্দুল হাসিম হাসনু, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনসুর আহমদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সিলেট বার এসোসিয়েশন-এর প্রাক্তন সভাপতি এটিএম ফয়েজ, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, প্রাক্তন সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, রাজনীতিক আব্দুর রহিম বাদশা, ফয়েজ চৌধুরী, এজিএম জাহাঙ্গীর হোসাইন, আবুল লেইছ চৌধুরী (চেয়ারম্যান), আনোয়ারুল আলম ভূইয়া।

অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদ আরো বলেন, আল্লাহর কসম আমি এখনও যুদ্ধে আছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার যুদ্ধে। আমার এই সরূপ এখনও দেখানোর সময় হয়নি। যারা সংগঠন করেন তারা আমার ভাই। ভিন্ন ভিন্ন দল, ভিন্ন ভিন্ন মতামতের ভেতরেও ভালোবাসা ও কল্যাণ থাকে। আমাদের দেশে একদল করলে আরেকদলের লোককে হত্যা করা হয়। এটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয় বরং এই ধারা বৈদেশিক শক্তিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের জন্য। মুক্তিযুদ্ধ আমরা সমগ্র দেশবাসীর জন্য করেছি। আমরা ব্যক্তিগত জীবনাচারে যদি এক হই, একই হাট-বাজারে যদি বাজার করি, একই, রাস্তায় চলাচল করি, নামাজের জায়গায় যদি এক হই, তাহলে দেশের প্রশ্নে কথা বলতে গিয়ে কেন আমরা একটি অভিন্ন নীতিতে এক থাকতে পারি না।

ড. আবু জাফর মাহমুদ অতীত ও বর্তমান অবস্থার ভেতরে থেকে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সমালোচনা করে বলেন, ভবিষ্যৎ ও আগামী নিয়ে আমাদের কোনো অঙ্গীকার ও কার্যক্রম নেই। তিনি বলেন, আমাদের সীমান্ত রক্ষা করতে হবে, প্রতিরক্ষা বাহিনীকে রক্ষা করতে হবে, কারণ তারাই দেশ রক্ষা করবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়, প্রত্যেকটি কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক লেজুরবৃত্তি দূর করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক তাদেরকে দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে হবে। রাজনৈতিক দলের লেজুড় ও কোনো ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। তিনি ব্রঙ্কস-এ বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের নতুন অফিসে সকল জনকল্যানমুখি কাজের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের কাচারিঘরে প্রত্যেক উন্নয়ন সংগঠনের কর্মীদের আমন্ত্রণ। মায়েরা, বোনেরা যারা মূলধারার রাজনীতি করছেন, নিজেদেরকে সামাজিক ও সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রাখছেন তাদের জন্য কাচারিঘর হবে আপন একটি ক্ষেত্র।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ইনক (বাকা)-এর নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ড. আবু জাফর মাহমুদ। এসময় তিনি সংগঠনের এ যাবৎকালের সকল কর্মকর্তা ও বর্তমান কর্মকর্তাদের একসঙ্গে জনকল্যাণমুখি কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সমাজকর্মে সাবেক শব্দের কোনো জায়গা নেই। এই সংগঠনের কেউ সাবেক হবেন না। সবাই এক হয়েই সমাজ পরিবর্তনে অবদান রাখবেন।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করেন বাপা'র শিশু শিল্পীরা। আগামী প্রজন্মের বাংলাদেশী আমেরিকান শিশুদের নৃত্য মুগ্ধ করে অতিথিদের। প্রবাসের বিশিষ্ট শিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের গান উপভোগ্য করে তোলে শীতের সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহবায়ক ও সংগঠনের সহ সভাপতি মাকসুদা আহমদ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সদস্য ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানী, উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী লিয়াকত আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমদ। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জালাল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন ক্রীড়া সম্পাদক মখন মিয়া, জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমদ।

অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃতি করেন মায়া এ্যাঞ্জেলিনা, কবির নজরুল, কবি জুলি রহমান, সামসুন ফওজিয়া, মায়া এঞ্জেলিনা ও ইশরাক সামিরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল কালা মিয়া, মোসাফির মুক্তা ও রোজি আজাদ। নৃত্য পরিবেশন করেন মায়া এঞ্জেলিনা, ইশরাক সামিরা, লামিয়া নিহা, সিমরিন মজুমদার, প্রান্তি ভদ্র।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- সারওয়ার চৌধুরী, সহ সভাপতি- লোকমান আহমদ, মোহাম্মদ সাদি মিন্টু, সৈয়দ ইলিয়াস খছরু, আহমদ ফয়ছল ও মাকসুদা আহমদ, সাধারণ সম্পাদক- শাহ বদরুজ্জামান রহেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- শাহ কামাল উদ্দিন, এমডি আলাউদ্দিন ও সোহেল আহমদ, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক- সহিদুল ইসলাম ভূইয়া, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- আশরাফ হোসেন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- রায়হান জামান রানা, প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক- লিয়াকত আলী, স্কুল শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক- সালমা সুমি, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক- শাহ ইকবাল রাজু, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক- আব্দুর রহমান দুলাল, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে আব্দুল হাসিম হাসনু, আহবাব চৌধুরী খোকন, জে মোল্লা সানি, রেহানুজ্জামান রেহান ও চৌধুরী মোমিত তানিম। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার আহবান

(শেষের পাতার পর)

দিয়ে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।

পরদিন ১৭ ডিসেম্বর দুপুরে এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলের জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতির সামনে থেকে বর্ণিল বিজয় শোভাযাত্রা শুরু হয়ে স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। মুষলধারার বৃষ্টি উপেক্ষা করে নানা শ্রেণী ও পেশার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী শোভাযাত্রায় অংশ নেন। কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুনশি বশির, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, আব্দুর রহিম বাদশা, মোহাম্মদ এন মজুমদার, জগলুল চৌধুরী, কাজী রবি উজ জামান, হাসান আলী, মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, জালাল চৌধুরী, খবির উদ্দিন ভুইয়া, সেলিম রেজা, এইচএম ইকবাল, যুদ্ধবন্দি হাজী আব্দুর রহমান, নুরুল ইসলাম মিলন, সৈয়দ ফয়েজ, জামাল আহমেদ, সিদ্দিকুর রহমান সুমন, মেহেদী কাবুল, আবদুল কাদের, আহমেদ টিটু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। হৃদয়ে বাংলাদেশ'র সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকনের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শোভা যাত্রা শেষ হয়।

এদিন সন্ধ্যায় আল আকসা পার্টী হলে পবিত্র কোরআন তালাওয়াত ও গীতা পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হয়।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা এমএ নাসির, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু কায়সার চিশতি, মূলধারার রাজনীতিক আব্দুস শহীদ, কমিউনিটি বোর্ড-৯ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার, কমিউনিটি লিডার আবদুর রহিম বাদশা, আবদুর রহিম হাওলাদার, সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, ফরিদা ইয়াসমিন, নাসিমা ইয়াসমিন, পারভিন, দেওয়ান আকিব, মাসুম আহমেদ, এইচ এম ইকবাল, আনোয়ার হোসেন বাবর, সবুর আহমেদ, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।



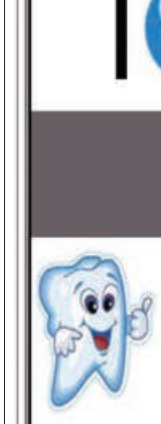


অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শারমিন তানিয়া, সৈয়দ ফয়েজ, টিটু আহমেদ, আব্দুল কাদের ও জোসেফিন মিষ্টি।

এছাড়াও গত ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যার থিম দেয়া হয় শহীদ মিনার আর স্মৃতি সৌধ। পরিচালনায় ছিলেন অনুপ দাস ডান্স একাডেমির পরিচালনা পরিষদের সুরাইয়া আলম ও মিথান দেব। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব এজাজ আলম। এদিন বিকাল চারটায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশার পরিচালনায় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরীর সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ দোয়া পরিচালনা করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বিজ্ঞানী ড. নূরুন্নবী, অতিথি ছিলেন বিজ্ঞানী ড. জিনাত নবী ও ডা. এনামুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হৃদয়ে বাংলাদেশ'র সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকন। অনুষ্ঠানে হৃদয়ে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সংগঠন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার আহবান জানান।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.







বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445





গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮



ভূমধ্যসাগরে নৌ চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি ইরানের



ঢাকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা গাজায় এভাবে হামলা চালাতে থাকলে ভূমধ্যসাগর নৌ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছেন ইরানের একজন বিপ্লবী গার্ড কমান্ডার।

শনিবার ইরানি মিডিয়ার খবরে এসব কথা বলা হয়েছে। তবে কীভাবে ভূমধ্যসাগরে নৌ চলাচল বন্ধ করা হয়, সে বিষয়ে বিস্তারিক কিছু জানানো হয়নি।

আর সে কারণে কয়েকটি দেশ মিলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

আর যুক্তরাষ্ট্রের এমন কাণ্ডে ক্ষেপেছে ইরান। এবার ইরানের বিপ্লবী গার্ডের এক শীর্ষ কমান্ডার ভূমধ্যসাগরে নৌ চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছে।

বিপ্লবী গার্ডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজা নাকদি বলেছেন, তারা অচিরেই ভূমধ্যসাগর বন্ধ করে দেবেন। জিব্রাল্টার ও অন্যান্য পথ দিয়ে।'

এর আগে হোয়াইট হাউস অভিযোগ করেছে, লোহিত সাগরে বাণিজ্য জাহাজ চলাচল বন্ধ করার পেছনে ইরানের গভীর যোগ রয়েছে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্‌স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ক্রটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member : naea NYSSEA e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ./ নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&i, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

গাজা যুদ্ধ যেভাবে ইসরায়েলকে অর্থনৈতিক চাপে ফেলে দিল

ওয়ালিদ আবু হেলাল

যুক্তরাষ্ট্রের জরুরি সহায়তায় হয়তো সাময়িক স্বস্তি মিলবে ইসরায়েলের। তবে গাজা যুদ্ধের কারণে তাদের যে ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে এবং এ ক্ষতি আরও বাড়বে। যেকোনো যুদ্ধের ব্যয় নিরূপিত হয় মানুষের জান ও মালের ক্ষতির ওপর। যুদ্ধরত দেশের অর্থনীতির ওপর এ যুদ্ধের প্রভাব কী, তার হিসাব-নিকাশ হয় পড়ে। গাজায় গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল যুদ্ধ ঘোষণার পর দেশটির বিভিন্ন খাত ক্ষতিতে পড়েছে। ইসরায়েল যদি তার সামরিক অভিযান দীর্ঘায়িত করে, তাহলে বৈশ্বিক অর্থনীতিও নেতিবাচক ফল ভোগ করবে, অধিকৃত ফিলিস্তিনের কথা না হয় বাদই দিলাম। অর্থনীতির আকার, মাথাপিছু আয় ও অন্যান্য জরুরি বিষয় বিবেচনায় ইসরায়েলের অর্থনীতি অনেক অগ্রসর বলে বিবেচিত। ২০২২ সালে ইসরায়েলের মোট দেশজ উৎপাদন ছিল ৫২২ বিলিয়ন ডলার। এই অর্থনীতি মিসর, ইরান, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়ার চেয়ে বেশি। যদিও এই দেশগুলোয় জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। ইসরায়েলের জনপ্রতি দেশজ উৎপাদন ৫৫ হাজার ডলার। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো উন্নত দেশগুলোও জনপ্রতি দেশজ উৎপাদনে ইসরায়েলের চেয়ে পিছিয়ে আছে। এ ছাড়া তেলসমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরব, কুয়েত, এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাতের চেয়েও ইসরায়েল অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ।

ইসরায়েলের অর্থনীতিতে বড় উল্লম্ফন ঘটে গত দুই দশকে। চীন ছাড়া দ্রুত বাড়তে থাকা অর্থনীতিগুলোর মধ্যে ইসরায়েলি অর্থনীতির অবস্থান প্রথম বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এমনকি ২০০০-২২ সাল মেয়াদে ইসরায়েলি অর্থনীতি, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোজোন ও জাপানের অর্থনীতির চেয়ে দ্রুত এগিয়েছে। গত ২২ বছরে ইসরায়েলের অর্থনীতির আকার তিন গুণ পর্যন্ত বেড়েছে।

এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ প্রযুক্তি খাতে ইসরায়েলের ব্যাপক অগ্রগতি। সিলিকন ভ্যালির পর প্রযুক্তিতে ইসরায়েলই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঞ্চল। ইসরায়েলের প্রযুক্তি খাত দেশটির উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে এবং মোট রপ্তানির ৫০ শতাংশই আসছে এ খাত থেকে। সন্দেহ নেই, যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে এ খাতেই। ইসরায়েলের এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় আছে। প্রত্যক্ষ ব্যয়ের একটি হলো যুদ্ধের কারণে প্রতিদিনকার ব্যয়। এ ব্যয় মেটাতে ইসরায়েল অতি উচ্চ সুদে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ চেয়েছে।

যুদ্ধের প্রতিদিনকার ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, গুলি, বোমা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য রসদ, রিজার্ভ ফোর্সের বেতন-ভাতা (যাঁরা গাজায় যুদ্ধ করার জন্য চাকরি ছেড়ে এসেছেন); ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও উড়োজাহাজের ক্ষতি, অবচয়, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ইত্যাদি।

যুদ্ধের পরোক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন শিল্প, প্রযুক্তি, পর্যটন ও শ্রমবাজারের ওপর। বৈশ্বিকভাবে প্রতিবছর ইসরায়েল ৮০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের হাইটেক সামগ্রী রপ্তানি করত। এ যুদ্ধ নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

একটা উদাহরণ দিই, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সাড়ে তিন লাখ রিজার্ভ সেনাকে গাজা যুদ্ধে অংশে নিতে ডেকে পাঠিয়েছে। তাঁদের বড় অংশই প্রযুক্তি খাতের কর্মী। তাঁরা এখন তাঁদের নিয়মিত কাজের বাইরে আছেন। অনেক কর্মী ও প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। ফলে প্রযুক্তি খাতে কর্মরত এই ব্যক্তিরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছেন না।

জরুরি আমেরিকান সহায়তা হয়তো ইসরায়েলি অর্থনীতির ওপর এ চাপকে কিছুটা শিথিল করবে। কিন্তু অর্থনীতির যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। শেষ কথা হলো, অর্থনীতির বিকাশের জন্য স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা–দুইই প্রয়োজন। এ ক্ষতির বাইরে আরও একটা বড় ক্ষতি হয়েছে–গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ, প্রাণী ও অবকাঠামো ধ্বংস করে ইসরায়েল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তার সুনাম খুইয়েছে।

মাইক্রোসফট, আইবিএম, ইনটেল, গুগলসহ প্রায় ৫০০ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ইসরায়েলের টেক-সেক্টরে বিনিয়োগ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ইসরায়েলে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে কি না, সেটি পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

মাইক্রোসফট ইসরায়েল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের মুখ্য বিজ্ঞানী টোমার সিমন সম্প্রতি তাঁর এ উদ্বেগের কথা ইসরায়েলি নিরাপত্তা উপদেষ্টা তাজি হানেগবিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। সিমন বলেন, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিকাশ নির্ভর করছে ইতিবাচক পরিবেশের ওপর। প্রযুক্তি খাতে একটি চাকরির বিপরীতে পাঁচজনের সম্পূরক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। ইসরায়েলের শুধু কমলা উৎপাদনকারী অর্থনীতিতে পরিণত হওয়া উচিত হবে না।

সিলিকন ভ্যালি জায়ান্ট ইনটেল প্রথম ১৯৭৪ সালে ইসরায়েলে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। গত জুলাইতে তারা চিপ ও সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য ইসরায়েলি কারখানার সঙ্গে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি করেছিল। অস্থিতিশীলতার দরুন এ পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। ইনটেল এখনো এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত আছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে চিপ উৎপাদন কমেছে কি না, সে সম্পর্কেও জানায়নি তারা।

সমরাস্ত্রশিল্প বৃহৎ একটি রপ্তানি খাত। এ মুহূর্তে এসব কারখানায় যা কিছু তৈরি হচ্ছে, তার সবটাই চলে যাচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সমরাস্ত্র রপ্তানিতে তারা বড় ধাক্কা খেতে পারে।

তীর্থস্থান হওয়ায় প্রতিবছর হাজার হাজার পুণ্যার্থী খ্রিষ্টীয় ছুটির সময় জেরুজালেমে ভ্রমণে আসেন। ওল্ড সিটি অব জেরুজালেম এখন প্রায় জনশূন্য। বণিকদের কোনো আনাগোনা নেই, কেনাবেচাও নেই। শত শত পর্যটক তাঁদের রিজার্ভেশন বাতিল করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করেছে।

অতিমারির সময় যখন সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, ইসরায়েলের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল। এল আল ছাড়া অন্য কোনো এয়ারলাইনস বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে ওঠানামা করছে না। এ খাতে যেমন ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা আছে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রা, কর ও অন্যান্য আয়ের পথ রুদ্ধ হতে পারে। ৭ অক্টোবরের পর ১ লাখ ২০ হাজার ফিলিস্তিনি কাজ হারিয়েছেন। এই শূন্যতা পূরণে এখন বাইরে থেকে জনশক্তি আমদানি করতে হবে। আগেই ইসরায়েল বলেছে, ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের জায়গায় ভারতীয়দের নিয়োগ দেওয়া হবে। এর অর্থ ইসরায়েলকে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, তাঁদের বাসস্থান ও বিমানভাড়ার ব্যবস্থাও করতে হবে তাদের।

ইসরায়েল বোমা বর্ষণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান জনপ্রতিনিধিরা সামরিক ও অর্থনৈতিক খাতে অর্থ বরাদ্দের দাবি তুলতে থাকে। বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জন্য ১০৫ বিলিয়ন ইউএস ডলারের সহায়তা ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ১৪ বিলিয়ন ডলার যাওয়ার কথা ইসরায়েলে।

বিনিয়োগকারীরা এখন এমন কোনো দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন কি না, যে দেশ গত ১৭ বছরে ছয়টি যুদ্ধে জড়িয়েছে, তা নিয়ে সংশয় আছে।

ইউএস কংগ্রেসে অনুমোদন ছাড়ের আলোচনায় তীব্র বিতর্ক হয়। কারণ, রিপাবলিকানরা অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধের শর্ত জুড়েছিল অনুদানের সঙ্গে। ডেমোক্র্যাটদের ছোট একটি দল এবং স্বতন্ত্র সিনেটর বার্নি স্যানডার্স এ অনুদানের সঙ্গে গাজায় প্রাণহানি কমানো ও আরও বেশি পরিমাণে মানবিক সহায়তা প্রদানের কথা তোলেন। শর্তগুলোর কোনোটিই গ্রাহ্য করা হয়নি।

যুদ্ধের শুরুর দিকে ইসরায়েলের অর্থ মন্ত্রণালয় ধারণা করেছিল, এ যুদ্ধের খরচ হবে ৫০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু যুদ্ধ যত এগিয়েছে, খরচের আশঙ্কাও তত বাড়ছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন, এ খরচ ৪০০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে।

জরুরি আমেরিকান সহায়তা হয়তো ইসরায়েলি অর্থনীতির ওপর এ চাপকে কিছুটা শিথিল করবে। কিন্তু অর্থনীতির যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। শেষ কথা হলো, অর্থনীতির বিকাশের জন্য স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা–দুইই প্রয়োজন। এ ক্ষতির বাইরে আরও একটা বড় ক্ষতি হয়েছে–গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ, প্রাণী ও অবকাঠামো ধ্বংস করে ইসরায়েল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তার সুনাম খুইয়েছে।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও গবেষক। বিভিন্ন আরব সংবাদমাধ্যমের ভাষ্যকার

> ***যুদ্ধের শুরুর দিকে ইসরায়েলের অর্থ মন্ত্রণালয় ধারণা করেছিল, এ যুদ্ধের খরচ হবে ৫০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু যুদ্ধ যত এগিয়েছে, খরচের আশঙ্কাও তত বাড়ছে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ মনে করেন, এ খরচ ৪০০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে।***

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, লেয়ার, চালান, টিটি কুকরী ও রাজা মোরগ, বাদি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহুর বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99
অনুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি)	.99c

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

জান্তার ভয়ে গুহায় বাস

বিদ্রোহীদের দখলে মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় শহর



ঢাকা ডেস্ক: হঠাৎ বিকট শব্দ (বোমা বিস্ফোরণ)। পরক্ষণেই গোলাগুলি। কখনো এক বা দুই ঘণ্টা, কখনো সারা দিন। বেলা-অবেলা বা দিন-রাত বলে কিছু নেই- মিয়ানমারের বিদ্রোহী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে এখন সারা বেলায় যুদ্ধাবস্থা। থমথমে পরিবেশ। শুধু শান রাজ্যের শহরগুলো নয়- সব রাজ্যেই একই অবস্থা। জান্তা উৎখাত 'তপস্যা'র 'পূজা-অর্চনা' এখন মিয়ানমারের পাহাড়ি শহরগুলোর অলিতে-গলিতে। যেখানে সেখানে রক্তের দাগ। গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে আছে ইটের দেওয়ালগুলো।

ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই। এককথায় মিয়ানমারে সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন এবং সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষে অসহায় হয়ে পড়েছে দেশটির নাগরিক জীবন। দুপক্ষের লড়াইয়ে প্রতিদিনই বাড়ছে নিহতের সংখ্যা। ক্ষমতা ধরে রাখার নেশায় নিরীহ মানুষের ওপর সমানতালে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনী। নিরুপায় হয়ে পরিবার-পরিজনসহ লোটাকম্বল গুছিয়ে গভীর জঙ্গলে ছুটছে স্থানীয়রা। অনেকেই আবার পাহাড় খুঁড়ে খুঁড়ে তৈরি করছে 'গুহাবাড়ি'। জান্তার ভয়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে বাস করছে সেখানে! দ্য ইরাবতি, এএফপি, গার্ডিয়ান, আলজাজিরা।

গ্রামীণ মিয়ানমারের বেশিরভাগ মানুষেরই এখন এই দশা। প্রাণ বাঁচাতে ফিরে গেছেন আদিম জীবনে! শুরুটা ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকেই। দেশটির নির্বাচিত সরকারকে সেদিন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করে সামরিক সরকার। রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া চলমান অরাজকতার গোড়াপত্তনটাও সেদিনই। আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে সামরিক বাহিনী ও জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের সংঘর্ষ।

পরিস্থিতি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে আসে চলতি বছরের গোড়ার দিকে। অক্টোবরে 'থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' গঠন করে জোর অপারেশন শুরু করে তিন জাতিগত সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠী- তায়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ), মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), ও আরাকান আর্মি (এএ)। নতুন নামে জান্তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে 'অপারেশন-১০২৭'। কারারুদ্ধ সু চিপন্থি পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেসও (পিডিএফ) তাদের সঙ্গে একজোটে লড়াই করছে। ফলে সংঘর্ষ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিদিনই আত্মসমর্পণ করছে শত শত সেনা।

ইতোমধ্যেই দেশটির প্রায় অর্ধেক বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেছে। শুক্রবার গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, গত শনিবার উত্তরের শান রাজ্যের পাহাড়ের নামসান শহর দখল করে নিয়েছে টিএনএলএ। এটি এ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের দখলের সর্বশেষ শহর। টিএনএলএ বলেছে, 'তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো সামরিক স্বৈরশাসনকে পতন করা। বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করা।'

তবে এখনো শঙ্কায় আছে নামসান শহরের বাসিন্দারা। কারণ, সেনা বাহিনীর হামলা থেমে নেই। নামসানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে প্রচণ্ড লড়াই। হামলা তীব্র হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যেই অনেক মানুষ পালিয়ে গেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন অস্থায়ী গুহায়। যারা যেতে পারেননি তারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওহমার (৫০) বলেছেন, আমাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। লুকানোর জন্য গুহা আছে কিন্তু সেগুলো আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। তবে ওহমার আশ্রয়ের জন্য নিজেই একটি গুহা খনন করেছেন। যেখানে ২০ জন মানুষ থাকতে পারবে। যারা পারছেন তারা লাল মাটির গুহাগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছেন।

গুহায় ঘর মিয়ানমারের বেসামরিকদের কাছে নতুন কিছু নয়। এর আগে (মার্চ মাসে) কারেন অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র মুত্রাউ জেলায় সামরিক বাহিনী তীব্র বিমান হামলা চালিয়েছিল। তখনো ঠিক এভাবেই পাহাড় খুঁড়ে গুহা বানিয়েছিল স্থানীয় বাস্তুচ্যুতরা। গত দুই বছরে মুত্রাউয়ের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে। বিমান থেকে চোখে পড়ে না এমন জায়গাগুলোতে অস্থায়ীভাবে গড়ে তোলা গুহার ভেতরেই কাটছে তাদের আদিম জীবন। শুধু গুহাই নয়- গভীর জঙ্গলেও আশ্রয় নিয়েছে অসংখ্য মানুষ। গড়ে তুলেছে অস্থায়ী আবাসন। স্কুল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও গড়েছে সেখানেই।

বাস্তুচ্যুত হওয়া দুই শতাধিক পুরুষ ও নারী বেসামরিক মানুষদের সাহায্য করার জন্য একটি মানবিক মিশন তৈরি করতে সেখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। দুই মাসেরও বেশি সময় জঙ্গলে থাকার পর অনেক পরিবার আবার নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে জান্তার ভয়াবহ হামলা থেকে বাঁচতে কায়াহ রাজ্যেও বেশ কিছু গুহা খনন করেছিল বাস্তুচ্যুত নাগরিকরা।

রাখাইনে বিদ্রোহ দমনে ক্ষুধায় মারছে জান্তা



ঢাকা ডেস্ক, ২৪ ডিসেম্বর : মিয়ানমানের রাখাইন রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে নাগরিকদের ক্ষুধায় মারছে জান্তা। খাদ্য সরবরাহ বন্ধের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়শিবিরগুলো থেকে খাবারের সন্ধানে কেউ বাইরে গেলেও তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। ১৭ ডিসেম্বর খাবারের সন্ধানে ১৩ জন রোহিঙ্গার রাখাইনের কিউ-কফিউ শহরে প্রবেশের সময় জান্তা সৈন্যরা তাদের উত্তর-পূর্ব মিয়ানমারের কিউকতালোন আইডিপি ক্যাম্প থেকে গ্রেফতার করে। ইরাবতি।

আশ্রয়শিবিরের একজন বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের খাবার ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেনাবাহিনী আমাদের শহরে ঢুকতে দিচ্ছে না।' আশ্রয়শিবিরের আরেকজন বলেন, 'প্রধান রাস্তা দিয়ে বাদ দিয়ে অন্য একটি প্রবেশপথ দিয়ে শহরে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় কিছু টহলরত সৈন্য তাদের (অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত) গ্রেফতার করে। তারা এখন কোথায় আছে আমরা জানি না।'

আশ্রয়শিবিরের শরণার্থী ছাড়াও বেসামরিকদেরও গ্রেফতার করছে জান্তা সরকার। পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যের সিভিল সোসাইটি অরগানাইজেশনের (সিএসও) সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী, গত মাসে জান্তা ও আরাকান আর্মির (এএ) মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রাখাইন রাজ্যে ১৭০ জনেরও বেশি বেসামরিক নাগরিককে আটক করা হয়েছে। ভয় তৈরির উদ্দেশ্যে বেসামরিক নাগরিকদের গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রাখাইনের বুথিডাং শহরের সাবেক নিম্নকক্ষের আইনপ্রণেতা ইউ অং থাউং সোয়ে।

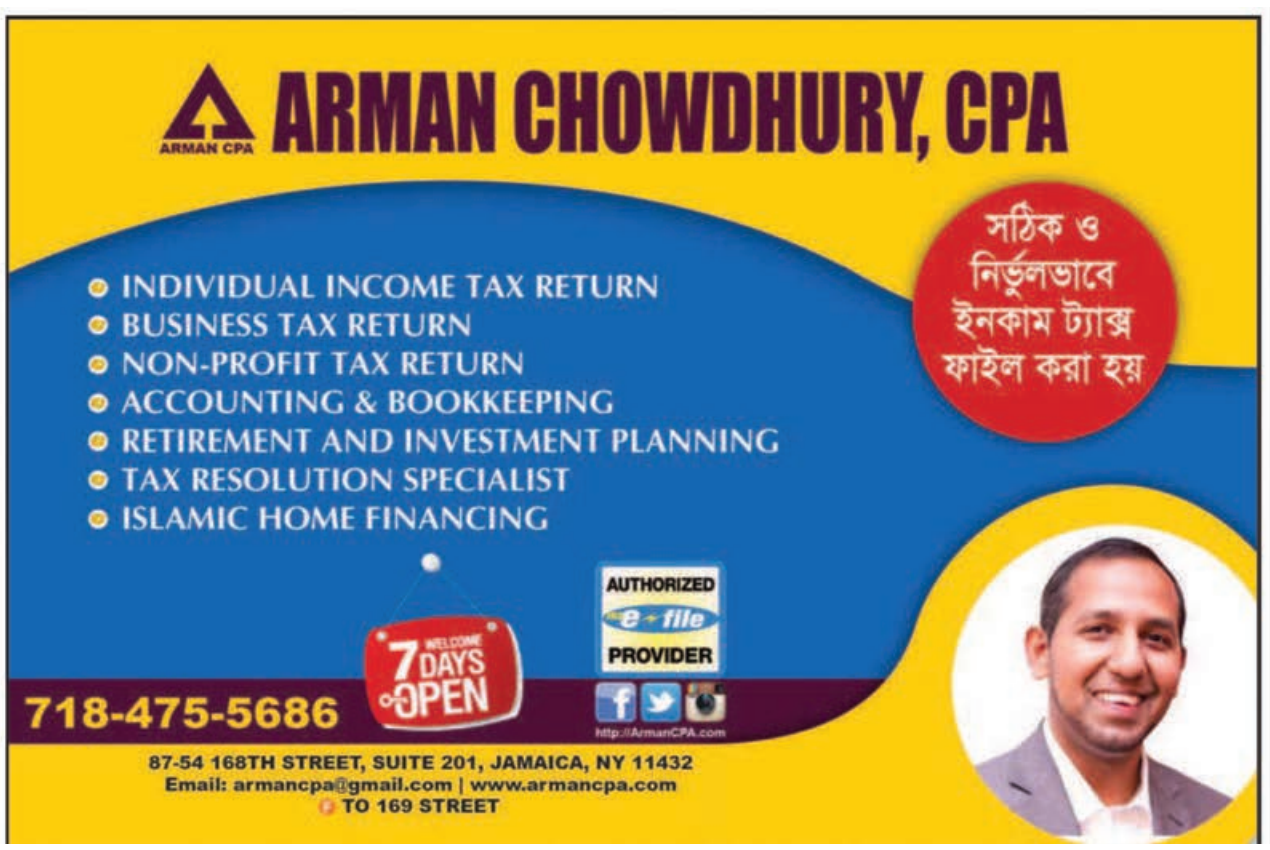
এ বিষয়ে পশ্চিম মিয়ানমারের সিটওয়ে-ভিত্তিক সিএসও'র একজন সদস্য বলেন, রাখাইনে গ্রেফতার হওয়া বেসামরিক লোকদের নাগরিকের সংখ্যা সংগৃহীত তথ্যের চেয়ে বেশি হতে পারে। তিনি অনুমান করেছিলেন, আরাকান আর্মি ও জান্তা সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ২০০ জনেরও বেশি বেসামরিক লোকদের আটক করা হয়েছে।

সোয়ে সরকারকে রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দাদের অনাহারে রাখার চেষ্টা করার অভিযোগও করেছেন। জান্তা সরকার স্থানীয় জনগণের মধ্যে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে তাদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাখছে বলে জানান তিনি। এছাড়া জান্তা সরকার ব্যবসায়ীদের আটক করে তাদের মুক্তির জন্য সরকার ৩০ মিলিয়ন কিয়াট (প্রায় ১৪ হাজার ৩০০ মার্কিন ডলার) মুক্তিপণ দাবি করেছে বলে জানা গেছে।

ধরে ধরে যোদ্ধা বানাচ্ছে বিদ্রোহীরা : ধরে ধরে যোদ্ধা বানাচ্ছে মিয়ারমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীরা। শান স্টেট প্রোগ্রেস পার্টি (এসএসপিপি) উত্তর শান রাজ্যের নাউন-ঘকিও টাউনশিপে শান ও লিসু গ্রামবাসীদের জোরপূর্বক নিয়োগ দিচ্ছে।

চলতি মাসেই এমন জোরপূর্বক নিয়োগ শুরু হয়েছে। সেই সময় একজন কোম্পানি কমান্ডারের নেতৃত্বে প্রায় ১০ জন সশস্ত্র এসএসপিপি সদস্য গ্রাসবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মিয়ানমারের দক্ষিণ কেন্দ্রী অংশের বাগো অঞ্চলের ইনমা গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, 'তারা (এসএসপিপি) হঠাৎ হাজির হয়ে সাধারণ মানুষকে ধরে নিয়ে যায়। বিশেষ করে তারা সন্ধ্যার দিকে আসে। যদি কোনো পরিবারে দুটি ছেলে থাকে তাহলে একজন বাধ্যতামূলকভাবে তাদের দিয়ে দিতে হয়। যদি কেউ পরিবারের কাউকে না দিতে চায় তাহলে তাদের বাধ্যতামূলভাবে প্রতি মাসে প্রায় ২ মিলিয়ন কিয়াট এসএসপিপিকে দিতে হয়।'





গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এক পরিবারের ৭৬ জন নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলী বিমান হামলায় একটি বর্ধিত পরিবারের ৭৬ জন নিহত হয়েছেন। উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা শনিবার (২৩ ডিসেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছেন। গাজা শহরের একটি ভবনে শুক্রবারের ওই হামলা ছিল ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ।

গাজার সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল নিহতদের নামের একটি আংশিক তালিকা প্রকাশ করেছেন। যেখানে দেখা যায়, আল-মুগরাবি পরিবারের ১৬ জনই পরিবারটির প্রধান। নিহতদের মধ্যে নারী-শিশুও রয়েছেন। এ ছাড়া নিহতদের মধ্যে ইউএন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের এক প্রবীণ কর্মী ইসাম আল-মুগরাবি, তাঁর স্ত্রী এবং তাদের পাঁচ সন্তান রয়েছেন। এজেন্সির প্রধান আচিম স্টেইনার বলেছেন, 'ইসাম এবং তাঁর পরিবারের ক্ষতি আমাদের সবাইকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। এই যুদ্ধ শেষ হওয়া উচিত।'

ইসরায়েল এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক চাপকে প্রতিহত করেছে বলে দাবি করেছেন দেশটির সামরিক মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি। শনিবার ইসরায়েলী সেনাবাহিনী বলেছে, তারা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গাজা থেকে আরও ৭ শতাধিক মানুষকে ইসরায়েলে স্থানান্তর করেছে।

এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধে সহায়তা করে বিশ্বনেতা হলেও গাজার বিতর্কিত ভূমিকায় বিশ্ব সমর্থন থেকে এখন অনেকটাই বিচ্ছিন্ন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। রাশিয়ার হামলার পর ইউক্রেনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বিশ্বব্যাপী নন্দিত হয় যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, তখন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন মিত্রদের একত্র করতে আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবাধিকারের মৌলিক নীতিগুলো সামনে এনেছিলেন। কিন্তু গাজায় ইসরায়েলী চরম বর্বরতার পরও দেশটিকে সামরিক সমর্থন ও সহযোগিতার ফলে সেই ভাবমর্যাদা এখন প্লান গোটা বিশ্বে। এমনকি বাইডেন এখন নিজ দেশের জনগণের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। ভোটাররা ব্যাপকভাবে তাঁর এই যুদ্ধ পরিচালনাকে পরিত্যাগ করেছে। খবর নিউইয়র্ক টাইমস ও ভয়েস অব আমেরিকা'র।

হ্যাপি হলিডেজ॥ জেনে নিন ক্রিসমাস ইভে কোন স্টোর কখন খোলা কখন বন্ধ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: হ্যাপি হলিডেজ। এখন মুখে মুখে। হলিডে কী সকলের জন্য? এই ক্রিসমাসে অনেকেই যখন ছুটির আনন্দে কেনাকাটায় ব্যস্ত তখন সেই কেনাকাটা যেখানে চলে সেখানে যারা কাজ করেন তাদের জন্য হলিডে বলে কি কিছু থাকে? থাকে না। কিন্তু সব দোকানপাট যে খোলা থাকে তাও নয়। নিউইয়র্কে এই ক্রিসমাসে কোন শপ কিংবা মল কখন খোলা থাকবে কখন বন্ধ থাকবে সেটা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সব স্টোর সব সময় খোলা থাকবে না। তাই ক্রেতারা জেনে নিতে পারেন কিছুটা সময় সূচি।

ওয়ালমার্ট ক্রিসমাস ইভিনিংয়ে বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা ৬টায়। টার্গেট খোলা থাকবে সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। তবে আপনার কাছের টার্গেটটি কতক্ষণ খোলা থাকবে তা জেনে নিতে হবে ডাবল চেক করে। কস্টকো সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়ে খোলা থাকবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এটাও স্থানভেদে ভিন্ন হতে পারে। সিভিএস কোথাও কোথাও ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকবে। তবে কোথাও তা নাও থাকতে পারে। ওয়ালগ্রিন তার নিয়মমাফিকই খোলা থাকবে তবে স্থান ভেতে ভিন্ন ফার্মেসি আওয়ার হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

স্টারবাক খোলা থাকবে অধিকাংশ স্থানেই। তবে সময়ে ভিন্নতা থাকতে পারে। প্রতিটি স্টোর তাদের নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নেবে। ক্রোগার স্টোরগুলোর অধিকাংশই ক্রিসমাস ইভে বন্ধ থাকবে। অ্যালবার্টসন খোলা হবে তবে কম সময় খোলা থাকবে। অলডি সীমিত সময়ের জন্য খুলবে। হ্যারিস টিটার খোলা থাকবে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। হোম ডিপো সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। আইকিয়া সকাল ১০টায় খুলে ৫ পর্যন্ত চলবে। জুয়েল অসোর স্টোর ও ফার্মেসি খুললেও সীমিত সময়ের জন্য। লোউজ বন্ধ হবে সন্ধ্যা ৬টায়। মেসিজ স্টোরগুলো সকাল ৮ট থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। মেইজার খোলা থাকবে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। পাবলিক্স বন্ধ হবে সন্ধ্য ৭টায়। স্থানভেদে ভিন্ন হতে পারে। রাইট এইড সকাল ৯টা থেকে ৭টা খোলা থাকবে। কোনো কোনোটি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকতে পারে, কোনোটি বন্ধ হবে রাত ৯টায়।

সেফওয়ের স্টোরগুলো খোলা থাকবে অপেক্ষাকৃত কম সময়। ফার্মেসির ঘণ্টাও কমে আসবে। স্যামস ক্লাব খোলা থাকবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। শিটস ২৪/৭ খোলা থাকবে নিয়ম মাফিক। স্প্রাউটস ফার্মারস মার্কেট সকাল ৭ টায় খুলে বন্ধ হবে সন্ধ্যা ৭টায়। ট্রেডার জো'র স্টোরগুলো বিকেল ৫টা অবধি খোলা থাকবে। হোল ফুডসের স্টোরগুলো স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সময়সূচিতে খোলা বা বন্ধ করা হবে। তবে সেভেন ইলেভেন পুরো হলিডে জুড়েই খোলা থাকবে ২৪/৭। কোনো কোনো স্থানে সময়ের ভিন্নতা আসতে পারে।


Sarwor Khan
LIC. Real Estate Saleperson
Cell: 347-665-7580
EXIT REALTY PRIME
This is the best time to Buy or Sell your home
বাড়ী কিনার এখনই উপযুক্ত সময়
সুলভে বাড়ী কিনতে
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
- Residential
- Commercial
- Co-op Condo
- HUD
- Pre-Forclosure
- Rental & Short Sale
- রেসিডেনসিয়াল
- কমার্শিয়াল
- কো-অপ কনডো
- HUD-বাড়ি
- প্রি-ফরক্লোজার
- ভাড়া ও শর্ট সেল

189-10 Hillside Ave, Jamaica NY 11423
Tel: 718-262-0205 Cell: 347-665-7580
Email: sarworexitrealty@gmail.com, Web:Exitprimeny.com

বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞাপন দিন
718-482-9923

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

তারেক হাসান খান, সিইও
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) -এর উদ্যোগে বিজয় দিবস পালিত















নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র (উত্তর) যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে গত ২০ ডিসেম্বর ব্রঙ্কসের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেট জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবি ফোরামের সভাপতি এডভোকেট এটিএম ফয়েজ ও সিনিয়র সহ সভাপতি এডভোকেট আতিকুর রহমান সাবু। সংগঠনের আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভা পরিচালনা করেন সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন শাহব সিদ্দিকি। বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মহানগর উত্তর বিএনপি'র যুগ্ম আহবায়ক এজি এম জাহাঙ্গীর হোসেন, ইমরান শাহ রন, মানিক আহমদ, ব্রঙ্কস (পূর্ব) বিএনপির আহবায়ক লিয়াকত আলী, ব্রঙ্কস (পশ্চিম) বিএনপি'র আহবায়ক আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, ব্রঙ্কস (পূর্ব) বিএনপি'র সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোহাম্মদ সোলেমান, যুবদল নেতা উত্তম কুমার বনিক, বিএনপি নেতা মমতাজ উদ্দীন, মোঃ ফুল মিয়া মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, ডা. মোহাম্মদ মোতাহার, তোফাজ্জল হোসেন তোতা, আজিজুল হক মন্টু, হাজী ইসহাক শেখ, শেখ নানু মিয়া, হাজী আব্দুর রহমান, মোহাম্মদ রানা, মারুফ আহমদ, গোলাম হোসেন, আহাদ হেলাল, ফখরুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় আব্দুল লতিফ সম্রাট বলেন, বাংলাদেশের নিশি রাতের সরকার সারা দেশকে এখন মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করেছে। দেশে আইনের শাসন নেই, মানবাধিকার নেই। এই অবস্থায় দেশনায়ক তারেক রহমান দেশ পুনঃগঠনের যে ডাক দিয়েছেন তাতে সকলকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে জনগনের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এডভোকেট এটিএম ফয়েজ বলেন, এমন একটি বাংলাদেশকে দেখার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করিনি। এই সরকার মানুষের স্বপ্ন সাধ ধ্বংস করে দিয়েছে এই অবস্থায় সময় এসেছে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের। আহবাব চৌধুরী খোকন বলেন, দেশের মানুষ সত্যিকার অর্থে আজও বিজয় অর্জন করতে পারেনি। যে বিজয় মানুষকে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়েছিলো, সেই স্বপ্ন এই নিশিরাতের ভোট চোর সরকার গুম করেছে।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি আব্দুল লতিফ সম্রাট ও বিশেষ অতিথি এডভোকেট এটিএম ফয়েজ ও আতিকুর রহমানকে সম্মাননা ক্রেষ্ট উপহার প্রদান করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

(শেষের পাতার পর)

ভাড়া না দেয়ায় ক্ষুদ্ধ হয়ে বাড়ির মালিক নিজেই ঐ বাড়িতে আগুন লাগিয়েছেন এমন খবর আগেই প্রকাশিত হয়েছে। বাড়িটির ভিতরে ছয়টি শিশু ও দুই জন বয়স্ক মানুষ অবস্থান করছিলেন। এবার বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে নিউইয়র্ক পুলিশ। এতে বলা হয়েছে হত্যা চেষ্টার অংশ হিসেবেই রফিকুল ইসলাম নামের ওই বাড়িওয়ালা তার বাড়ির একটি ফ্লোরে আগুন লাগিয়ে দেন। রফিকুল ইসলামকে আগেই গ্রেফতার করে নিউইয়র্ক পুলিশ। এবার তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হলো।

জানা গেছে, ৬৬ বছর বয়সী রফিকুল ইসলাম ব্রুকলীনের সাইপ্রেস হিলের ফরবেল স্ট্রিটের ২১২ নম্বর বাড়ির মালিক। বাড়িটির দ্বিতীয় তলায় ভাড়াটিয়ারা থাকতেন। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ভাড়াটিয়াদের একজন দেখতে পান বাড়ির সিঁড়িতে আগুন জ্বলছে। তখন ঘরের ভিতরের সকল বাসিন্দাকে জানালা পথে বের হয়ে বাড়িটির ছাদে চলে যেতে হয়।

১৯৩০ সালে নির্মিত ভবনটির একটিই প্রবেশ পথ ছিলো আর কোনো ফায়ার এস্কেপও ছিলো না। পরে ছাদ থেকে শিশুদের ২০ ফুট নিচে ফেলে দিতে বাধ্য হন ওই পরিবারের বয়স্করা। নিচে প্রতিবেশিরা শিশুগুলোকে ধরে তাদের রক্ষা করেন। আর শেষে বয়স্করা ছাদ থেকে লাফিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচান। এসময় একজন ৯১১ কল করলে অগ্নি-নির্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ততক্ষণে পুরো বাড়িটি আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। ৫৫ জন দমকল কর্মী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরিবারের সদস্যদের আগুনের ধোঁয়ায় নিশ্বাস নেওয়া ও ছোট খাটো জখমের জন্য ব্রুকডেল হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

ফায়ার ডিপার্টমেন্টের হাতে থাকা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে অভিযুক্ত রফিকুল ইসলাম একটি মাস্ক পরে একটি বালতি ও গারবেজ ব্যাগ হাতে বাড়ির ভেতরে ঢুকছেন। এতে আরও দেখা গেছে ৯১১ কলের আগেই রফিকুল ইসলাম বাড়িটি থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। পরে সাক্ষ্যরা ভিডিও থেকেই রফিকুলকে শনাক্ত করেন। গত ২৫ অক্টোবর রফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ব্রুকলীন ডিস্ট্রিক্টের অ্যাটর্নি এরিক গনজালেস বলেন, 'ভাগ্যক্রমেই এই ঘটনায় কেউ প্রাণ হারায় নি। এই ঘটনাকে তিনি স্রেফ অবিবেচকের কাজ বলেও মন্তব্য করেন'। তদন্তে জানা যায়, ভাড়াটিয়াদের বাড়িটি ছাড়ার জন্য বলার পরেও তারা না ছাড়ায় বাড়ির মালিক রফিকুল ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে রাগান্বিত হন। এর আগে ভাড়াটিয়াদের পক্ষ থেকে তিন বার অভিযোগ দায়ের করা হয়, তাতে বলা হয় মালিক রফিকুল ইসলাম ঘরের বিদ্যুত সংযোগ কেটে দেওয়া হুমকি দিয়েছেন। এমনকি একবার তিনি একটি মৃত বিড়াল বাড়িটির হলওয়েতে ফেলে রেখে যান।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে ফার্স্ট ও সেকেন্ড ডিগ্রি অ্যাটেম্পট টু মার্ডার, সেকেন্ড ডিগ্রির হয়রানির অভিযোগ, সেকেন্ড ডিগ্রির অগ্নিসংযোগ, তৃতীয় ও চতুর্থ ডিগ্রির অগ্নিসংযোগ এবং সেকেন্ড ডিগ্রির শিশুদের বিপদগ্রস্ত করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, দুই ফ্যামিলি বিশিষ্ট বাড়িটির দ্বিতীয় তলার ভাড়াটিয়া গত ২ বছর ধরে ভাড়া দিচ্ছিলেন না এবং বাড়ি থেকে যেতে বা বাড়িটি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে আসছিলেন এমন অভিযোগ রয়েছে। আর সে কারণেই বাড়ির মালিক রফিকুল ইসলাম ক্ষুব্ধ হয়ে ওজনপার্কের ঐ বাসার অভ্যন্তরীণ সিঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন এলকায় ভাড়াটিয়া কর্তৃক বাসা বা বাড়ির ভাড়া পরিশোধ না করা প্রবণতা লক্ষণীয়। বিশেষ করে বিগত করোনাকালে সময় থেকে বাসা ভাড়া না দিয়ে আইনের আশ্রয় নিয়ে অনেক ভারাটিয়া বাসা বা বাড়ি ভাড়া দেননি। ফলে অনেক বাসা-বাড়ির মালিক বিপাকে পড়ছেন এবং আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে আইনি ক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতায় পড়তে হচ্ছে। ফলে বাসা-বাড়ির মালিক আর ভাড়াটিয়াদের মধ্যে দ্ব, আর সম্পর্কের দূরত্ব বাড়ছেই।

একস্লিপ

(শেষের পাতার পর)

বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি কমিউনিটিতে 'ফেসবুক' আর 'ইউটিউব' সাংবাদিকতার ছড়াছড়ি। অপেশাদার সাংবাদিকদের নিয়েও নানা প্রশ্ন। এমন অবস্থায় নতুন নতুন মিডিয়ার প্রয়োজনীয়তা কতুটুকু বা সত্যিকার কমিউনিটি সাংবাদিকতা নিয়ে সচেতন পাঠকের মাঝে নানা প্রশ্ন। এসব নিয়ে পেশাদার সাংবাদিক বা মিডিয়াগুলোর ভাববার অবকাশ রয়েছে বৈকি?

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্রে মিসাইল পাঠাবে জাপান

ঢাকা ডেস্ক, ২৪ ডিসেম্বর : সামরিক শক্তি বাড়াতে রেকর্ড বাজেট অনুমোদন করেছে জাপান। শনিবার এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ অর্থবছরের জন্য ৭.৯৫ ট্রিলিয়ন ইয়েন বরাদ্দ করেছে। এ বাজেট এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হবে। চলতি বছরের বাজেটে সামরিক খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৬ শতাংশ বাড়িয়েছে। টানা দ্বিতীয়বারের মতো দেশটি তার সামরিক বরাদ্দ বাড়িয়েছে। গত বছর সরকার ৬.৮ ট্রিলিয়ন ইয়েন বাজেট করেছিল। চীন ও উত্তর কোরিয়াকে ঠেকাতে সামরিক বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। জাপান আগামী ৫ বছরে তার সামরিক শক্তি বাড়ানোর জন্য ৪৩ ট্রিলিয়ন ইয়েন ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছে। বাজেটে জাপানের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য ১.২৫ ট্রিলিয়ন ইয়েনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যার মধ্যে ২০২৭-২৮ সালে দুটি এজিস-সজ্জিত যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে ৩৭৩ বিলিয়ন ইয়েন ব্যয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এছাড়াও দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গ্লাইড-ফেজ ইন্টারসেপ্টর তৈরি করতে ৭৫.৫ বিলিয়ন ইয়েন ব্যয় করবে বলে জানিয়েছে। চীন, উত্তর কোরিয়া এবং রাশিয়ার তৈরি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র মোকাবিলার



জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ২০৩০ সালের দিকে মোতায়েন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পদক্ষেপগুলো জাপানকে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের পরে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক ব্যয়কারী করে তুলবে।

অস্ত্র রপ্তানির নিয়মও পরিবর্তন করেছে জাপান। শুক্রবার বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, দেশটি শান্তিবাদী নীতি (যুদ্ধ অথবা সহিংসতার বিরোধিতা করা) থেকে সরে এসে যুক্তরাষ্ট্রে প্যাট্রিয়ট এয়ার ডিফেন্স মিসাইল পাঠাবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এটি ইউক্রেনকে সহায়তা করতে এবং জাপান-মার্কিন জোটকে আরও শক্তিশালী করতে এ ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাবে। হোয়াইট হাউজ এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA,
- Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি ও অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে নিউইয়র্কে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার বিজয় দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুলের পরিচালায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য সহিদুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা হাসমত আলী শেখ নাসির উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, সহ সভাপতি নূর ইসলাম বর্ষন, সহ সাধারন সম্পাদক এডঃ আব্দুল হাই কাইয়ুম, প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজু, মহিলা সম্পাদিকা হাবীবা বেগম, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এ এস এন রুবেল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জাতীয় পার্টির অংশগ্রহণ করা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। বক্তারা দলের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের এমপি'র হাতকে আরো শক্তিশালী করার আহবান জানান।

সভায় পার্টির চেয়ারম্যান, সাবেক রাষ্টপতি প্রয়াত এইচ এম এরশাদ ও বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আজ পর্যন্ত যারা দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মুক্তিযোদ্ধা ও উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্ক প্রবাসী শিক্ষানুরাগী মোশাররফ চৌধুরীর মাতা আশেদা পেলেন রত্নগর্ভা পুরষ্কার

বিশেষ প্রতিনিধি: ২০২৩ বেগম রোকেয়া দিবসে কুমিল্লার ব্রাহ্মনপাড়া উপজেলার শ্রেষ্ঠ রত্নগর্ভা সম্মাননা পেলেন নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী শিক্ষানুরাগী মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরীর মাতা আশেদা খাতুন। গত ১৮ ডিসেম্বর সোমবার বেগম রোকেয়া দিবসে সফল মাতা আশেদা খাতুনের হাতে রত্নগর্ভা সম্মাননা তুলে দেন ব্রাহ্মনপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার স. ম আজহারুল ইসলাম। উল্লেখ্য, 'জয়িতা অন্বেষণ বাংলাদেশ' বিচারে ২০২৩ সালের কুমিল্লার ব্রাহ্মনপাড়া উপজেলার শ্রেষ্ঠ রত্নগর্ভা মাতা নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

জানা যায়, কুমিল্লার ব্রাহ্মনপাড়া ধান্যদৌল গ্রামের মরহুম স্কুল শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক খান চৌধুরীর সহধর্মিণী স্বামী স্কুল শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক খান চৌধুরী মারা যান। অনেক চড়াইউৎরাই পেরিয়ে মহান আল্লাহ সন্তানদের মানুষের মত মানুষ করেছেন। নিউইয়র্কে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার বড় ছেলে মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। মোশাররফ চৌধুরী নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়নি। কিন্ত স্কুল শিক্ষক বাবার স্বপ্ন ও আদর্শকে লালন করে হাজার হাজার ছেলে মেয়েকে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করেছে মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী। মা হিসেবে সত্যিই আমি গর্বিত। তিনি বলেন, আমার দ্বিতীয় ছেলে স্বনামধন্য আইনজীবী ব্যারিস্টার সোহরাব হোসেন খান



আশেদা খাতুনের ৭ সন্তানের সকলেই শিক্ষা ও সমাজ সেবায় দেশ-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার বড় ছেলে নিউ-ইয়র্ক প্রবাসী মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৬টি স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মেধা তালিকায় দেশ সেরার স্বাক্ষর রেখেছে। রত্নগর্ভা সম্মাননা পেয়ে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান আশেদা খাতুন।

আশেদা খাতুন বলেন, সন্তানদের নাবালক রেখে আমার চৌধুরীসহ অন্যান্য সন্তানেরাও দেশ ও বিদেশে সু-প্রতিষ্ঠিত।

মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী বলেন, বাবার স্বপ্নকে বাস্তব করতে আমার মায়ের নির্দেশনায় কাজ করছি। কলেজ শেষ করেই জীবিকার তাকিদে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি দিয়েছি। এরপর নিউইয়র্কে। দীর্ঘ ৩৫ বছর নিউইয়র্কে ট্যাক্সি চালিয়ে স্কুল মাষ্টার বাবার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কাজ করেছি। সফলতার সবটুকুই আমার মায়ের প্রাপ্য। বাবার আদর্শ মায়ের সাহস এই নিয়েই আমার পথচলা।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট
$ 7.00	$ 8.00	$10.00	$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।
Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.
যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, **TLC/Motor Vehicle Exam,**
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের রিচমন্ডহীলে জ্যামাইকা এভিনিউ এবং ১০৪ স্ট্রীটে ২টি বড় বেড রুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বেসসেন্ট ভাড়া হবে। জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরে।
যোগাযোগ: ৪২৫-৭৭২-০৫৮১
ডি-১১/১৮

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্কের সানিসাইডের ৪৮ স্ট্রীট ও স্কীলম্যান এভিনিউতে সেমি বেসমেন্ট স্টুডিও বাসা ভাড়া হবে। কাছেই ৭ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬
ডি-১৮/২৫

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: **মোহাম্মদ তুহিন**
☎ **৭১৮-৩১০-০৪১৩**

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444











জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের নতুন কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

(শেষের পাতার পর)

কার্যনির্বাহী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়ে থাকে। ২০২৪-২০২৫ বর্ষের জন্য গঠিত হয়েছে নতুন কমিটি। সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ডের কর্মকর্তাদের নাম। নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ডা: মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান তুহিন এবং পুনরায় সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছেন আফতাব মান্নান।

গত ১৭ ডিসেম্বর রোববার বিকেলে জেএমসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বাহ্নে অনুমোদন দেওয়া হয় নতুন কমিটি। নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ও ট্রাস্টি বোর্ডের কর্মকর্তাদের বাছাইয়ের জন্য গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ মহসীন পাটোয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ফার্মাসিস্ট মো: জায়েদুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী আফতাব মান্নানের পরিচালনায় এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডা: সিদ্দিকুর রহমান। স্বাগত বক্তব্যে সভাপতি মো: জায়েদুর রহমান বিগত দু'বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও নতুন কমিটি এর বাছাই পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বাছাই কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ মহসীন পাটোয়ারী কমিটি গঠন প্রক্রিয়া এবং কার্যনির্বাহী ও ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের স্বচ্ছতার বিষয়টি বর্ণনা করেন। জেএমসির গঠনতন্ত্র মোতাবেক নূতন দু'টি কমিটির কর্মকর্তাদের নাম অনুমোদনের জন্য সদস্যদের মাঝে উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যগণ অকুণ্ঠ সমর্থন জানান প্রস্তাবিত কমিটির প্রতি এবং নব নির্বাচিতদের স্বাগত জানান।

কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন :

প্রেসিডেন্ট ডা: মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান তুহিন এবং পুনরায় সেক্রেটারী আফতাব মান্নান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এনাম মোহাম্মদ হক, জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসেবে মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার পুন:নির্বাচিত হন। ট্রেজারার সাইয়িদ এম রহমান লাবু, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার মোহাম্মদ সিদ্দিক, ইয়ুথ এবং অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইয়ুথ সেক্রেটারীর পদ দুটি অঘোষিত রয়েছে। নির্বাহী সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন মোহাম্মদ এন আহসান, রেজাউল করিম চৌধুরী, মো: আবুল বারাকাত চৌধুরী, জুলকার এন হায়দার, হুমায়ুন খান, ডা: মুজিবুর রহমান ও মো: নাসির উদ্দিন।

ট্রাস্টি বোর্ডের কর্মকর্তারা হচ্ছেন:

চেয়ারম্যান-ডা: নাজমুল হোসেন খান, ভাইস চেয়ারম্যান– ডা: মো: এন আহমেদ হুমায়ুন, সদস্য – মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী, মো: হাশেম, ডা: মো ইমরান হোসেন, নাসির আলী খান পল, ফার্মাসিস্ট জায়েদুর রহমান ও ডা: মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জেএমসি'র খতিব ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ।

বার্ষিক সাধারণ সভা:

জেএমসি'র প্রেসিডেন্ট ডা: মো: সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী আফতাব মান্নানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক সাধারণ সভা। সভায় বিগত দুই বছরের আয় ব্যয়ের হিসাবের বিস্তারিত বিবরণ দেন ট্রেজারার মো: বাবুল মজুমদার। তার প্রদত্ত বার্ষিক রিপোর্ট অনুমোদিত হয় সাধারণ সভায়। সেক্রেটারী আফতাব মান্নান তার বার্ষিক রিপোর্টে জেএমসি' ও আল মামুর স্কুলের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বর্ণনা দেন। প্রতিষ্ঠানটিকে আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রেসিডেন্ট ডা: মো: সিদ্দিকুর রহমান তার বক্তব্যে জেএমসি ও বিগত দু'বছর তার নেতৃত্বাধীন কার্যনির্বাহী কমিটিকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল সদস্য ও মুসলির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। সভায় দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ।

কুরআন বিমুখীতাই মুসলমানদের

(শেষের পাতার পর)

শৌর্য-বীর্য ও বীরশ্রেষ্ট জাতি। তাদের প্রত্যেকের সাথে মর্যাদার প্রতীক মাথা নামক যেই অঙ্গটি আছে, তা মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে নত হয় না। এটি মুসলিম জাতি শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাদের কাছে যেই আসমানীগ্রন্থ আল কুরআন রয়েছে,সেই গ্রন্থ মুসলিম জাতিকে সেভাবেই গড়ে তুলে। কিন্তু সেই মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে যেদিন মুসলমানরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেদিন থেকেই তাদের কপাল পুড়তে শুরু করেছে। তাদের মর্যাদার প্রতীক ও শ্রেষ্টত্বের বৈশিষ্ট্য মাথা এখন যেখানে সেখানে অবনত করে দেয়। পরাজিত মানসিকতা, অনৈক্য ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা তাদেরকে পতনোখ, পশ্চাদপদ ও মেরুদ-হীন প্রাণীতে পরিণত করেছে। সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিদের ভয়ে বিশেষ করে মুসলিম শাসকেরা ক্ষমতার লোভে তাদের সকল প্রকার অন্যায় আবদার পূরণ করে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, এর প্রধান কারণ হলো, কুরআন থেকে দুরে সরে যাওয়া। আল কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে মুসলমানগণ অনৈক্য আর আত্মকলহে জড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে তারা এখন আত্ম কলহের জাতি। আত্মকলহের কারণে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল, ভীতুপ্রাণীতে পরিণত হয়েছে। তাই সারাক্ষণ তাদেরকে নতজানু হয়ে থাকতে হয়।

তাদের এ চিত্র দেখে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র তৃপ্তির হাসি হাসে। কারণ বিশ্বময় মুসলমানদের অনৈক্য সৃষ্টির দীর্ঘমেয়াদী এ প্রজেক্টের পেছনে যেই শ্রম, মেধা ও অর্থ তারা বিনিয়োগ করেছিল তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে। বিশেষ করে মুসলমানদের শ্রেষ্ট সন্তান আলেমদের মতানৈক্য দেখে মাঝে মধ্যে মনে হয় তারাও কি এদের ক্রীড়নক-এ পরিণত হল কি না? (আল্লাহ আমার এ ধারনাকে সত্যে পরিণত না করুন) সত্যিই যদি এমনটি হয়ে থাকে, তবে তা হবে মুসলিম জাতির চরম দূর্ভাগ্য। সেই সাথে দুর্ভাগা বলতে হবে সে সমস্ত আলেমদের যাদেরকে কুরআন দেওয়া হয়েছে অথচ তারা তা বুঝে না কিংবা তদনুযায়ী কাজ করে না, তাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে এমন গাধা হিসেবে, যারা ওজন বহন করে কিন্তু তারা জানে না কি বহন করছে এবং তা থেকে না হতে পারে উপকৃত। তারা সেই হতভাগা, যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী সা: বিচারের দিন অভিযোগ করবেন, "হে আমার আল্লাহ! আমার জাতির লোকেরা এ কুরআনকে পরিত্যক্ত, বর্জন, বাস্তুচুত্য বা উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল।"(সুরা ফুরকান-৩০)

আমাদের সম্মানিত আলেমগণকে যে কুরআনের বদৌলতে আলেম নামে অভিহিত করা হয়, সে কুরআন যদি মনোনিবেশ সহকারে পড়তেন তাহলে মতপার্থক্য সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেন, তা জানতে এবং উপলব্ধি করতে পারতেন। তাহলে তারা অন্ধভাবে অপর মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে পারতেন না। বরং কুরআনের আলোতে মতভেদের প্রকৃত কারণ অবহিত হয়ে ঐক্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারতেন এবং ভারসাম্যমুলক কার্যক্রম গ্রহনে সম্মত হতে পারতেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের ওলামায়ে কেরাম মতভেদসমুহ দূর করার জন্য আল-কুরআনের দ্বারস্থ হতে চান না। এর প্রধান কারন হলো, কুরআনের প্রতি সস্তা ভালবাসা, দ্বিতীয়তঃ নিজেদের গড়া অবস্থান বা গদি,ব্যক্তিগত ইগো, হিংসা বিদ্বেষ ও কায়েমী স্বার্থকে ধরে রাখা।

কুরআন যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু মাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা এবং পবিত্র গ্রন্থ, আধ্যাত্মিকতার প্রতীক, পবিত্র মু'জেজা ইত্যাদি বলে সাময়িক চিত্তটাকে শান্ত করা যাবে বটে। কিন্তু এর মাধ্যমে জীবনের কিছুই পরিবর্তন তো হবে না। বরং কুরআনের ব্যাপারে অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেনা? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।"(সুরা মুহাম্মদ ঃ ২৪)আলেম সাহেবদের দায়িত্ব ছিল আল-কুরআনের আলোকে জনগনকে অন্ধকার পথসমুহ থেকে আলোর স্পষ্ট রাজপথে নিয়ে আসা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "আলিফ-লাম-রা। ইহা একখানি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। যাতে তুমি লোকদেরকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে জমাট বাঁধা অন্ধকারসমুহ থেকে সেই আলোর পথে নিয়ে আসতে পার-যে পথটি এমন এক সত্তার যিনি পরাক্রমশালী এবং নিজেই প্রসংশিত।"(ইব্রাহিম ঃ ১-২)আল্লাহ আরো বলেন" তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমান এসেছে সুতরাং কেউ তা দেখলে তা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে। আর কেউ না দেখলে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আমি তোমাদের তত্বাবধায়ক নই।"(সুরা আনয়ামঃ১০৪)

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন" আবু মুসা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী সাঃ বলেছেন, যে জ্ঞান ও সঠিক পথ–নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত মাটির ওপর বর্ষিত প্রচুর বৃষ্টির মত। যে মাটি পরিস্কার ও উর্বর, তা ঐ পানি গ্রহণ করে অনেক ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে। আর যে মাটি শক্ত, তা ঐ পানি ধরে রাখে। আল্লাহ তার সাহায্যে মানব-জাতির কল্যাণ করেন। মানুষ তা নিজেরা পান করে, পশুদেরকে পান করায় এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করে। আর কিছু অনূর্বর মাটি থাকে যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখেনা এবং ঘাসও উৎপন্ন করেনা। এটাই হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং তাতে লাভবান হয়। আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। আন ঐ লোকেরও দৃষ্টান্ত যে, তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না এবং আমাকে আল্লাহর যে পথ-নির্দেশ দিয়ে পাঠান হয়েছে তাও গ্রহণ করেনা। (বুখারী: কিতাবুল ইলম)

অতীতের ওলামাদের মতভেদ ছিল গঠণমূলক। এ মতভেদে ছিল দ্বীনের প্রতি ভালবাসা ও দরদে পরিপূর্ণ, ফলে দ্বীনের সঠিক রায়টি বেরিয়ে আসত এবং সাধারণ মুসলমানগণ এর ফল ভোগ করতো। কিন্তু আজ আমরা যা দেখতে পাই তা হলো: তারা মানুষদেরকে অন্ধকারে রেখে নিজেদের জেদ ও স্বার্থকে বহাল রাখার কাজে ব্যস্ত। এক আলেম অপর আলেমের বিরোধী। এক ইসলামী দল অপর ইসলামী দলের বিরোধী। আর দলের কর্মীদের অবস্থা হলো এ রকম যে, কুরআন হাদিস কি বলে তা খতিয়ে দেখার দরকার নেই। বরং দল কি বলে, নেতা কি বলে, পীর সাহেব এবং মুরব্বী কি বলেন এটাই আসল। যারা সরল প্রান মুসলমানদেরকে অন্ধকারে রেখে ফতোয়া দিয়ে যাচ্ছেন, উল্লেখিত আয়াতের আলোকে আপনারা মহান জ্ঞানী ও সার্বক্ষনিক তত্বাবধায়ক ও প্রত্যক্ষকারী প্রভুর কাছে কি জবাব দিবেন? কুরআন হাদীস আপনাদেরকে তো এ অনুমতি দেয়নি যে নিজের খেয়াল খুশিমত আল্লাহর দ্বীনকে টুকরো টুকরো করবেন। আল্লাহ বলেন "কিন্তু মানুষ নিজেদের দ্বীনকে নিজেরা টুকরো টুকরো করেছে। প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট।"(সুরা আল মুমেনুনঃ ৫৩)

আমরা যারা সাধারণ মুসলিম তাদের মহাত্রুটি হলো, আমরা তাদের অন্ধ অনুসরনে মত্ত আছি। আমরাই বা কি জবাব দিব? এ ভাবে অন্ধ অনুসরণও কুরআন হাদীসে স্বীকৃত নয়। বরং এ ধরনের অন্ধ অনুসরণ যাকে করা হবে বাস্তবে তাকে খোদা মানা হবে। অথচ ইসলাম হলো, 'নুর'। ইসলাম গ্রহণ মানে জ্ঞানের আলোতে আসা। ইসলাম হচ্ছে আলো আর কুফরী হলো অন্ধকার। তাই কোন মুসলমান লেখা পড়া না জানার অজুহাতে কারো অন্ধ ভক্ত হওয়ার সুযোগ নাই। অন্ধ অনুসরণ মানে অন্ধকারে হাতড়ানো। আর এ হাতড়ানোর মাঝেই কোন একদিন শয়তান তাকে বন্ধু বানিয়ে নিবে। অথচ সে মনে করতে থাকবে যে, সে সঠিক পথেই আছে।

কুরআনের আলোকে জনগণকে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করাআল্লাহ তা'আলার একটি গুরুত্বপুর্ণ নির্দেশ। রাসুল স: অক্লান্ত পরিশ্রম করে লোকদেরকে একত্রিত করে একটি দল গঠণ করেছিলেন। বিচ্ছিন্ন লোকগুলোঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন আল কুরআন ও ইসলামকে ঘিরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সকলে দলবদ্ধ বা জামায়াতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।"(সুরা আল ইমরান ঃ ১০৩) এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় প্রথমতঃ 'হাবলুন শব্দটি একবচন, এর অর্থ 'একটি রশি' অর্থাৎ দ্বীনের রূপক অর্থ। তার মানে দ্বীন হবে একমাত্র ও একটি। দ্বিতীয় কোন দ্বীন,পথ ও মতের অস্থিত্বই থাকবে না।দ্বিতীয়তঃ 'জামিয়া'অর্থ 'সকলে মিলে', 'ঐক্যবদ্ধভাবে', 'দলবদ্ধভাবে' 'জামায়াতবদ্ধ হয়ে'। তার মানে একা একা পথ চলা হবে না। অর্থাৎ এ কথা বলা যাবেনা যে, আমি এ সমস্ত ঝুট-ঝামেলার কাজে নাই, বরং একা একা নামাজ কালাম, আল্লাহর কাজ করে যাচ্ছি এটিই যথেষ্ট। না জনাব! তা যথেষ্ট নয়। বরং এটাকে ঝুট-ঝামেলার কথা বলে দ্বিগুণ গুনাহের কাজ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা "জামেয়া' শব্দের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা বা বনে-জঙ্গলে একা একা ইবাদাত করার সুযোগ খতম করেদিয়েছেন। তৃতীয়তঃ 'ওলা তাফাররাকু' (বাবে তাফায়ুল এর শব্দ, যা 'পরস্পর' এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে) অর্থ 'পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। অর্থাৎ নিজেরা বিভিন্ন দলে উপদলে ভাগ হয়ো না আর লোকদেরকে ফতোয়া দিয়ে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার গান শোনাবার চেষ্টা করো না। তাছাড়া এ আয়াতের শেষের দিকে ইসলাম নামক নিয়ামতের মাধ্যমে একটি নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,-"আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন সে কথা স্মরণ রেখো। তোমরা ছিলে পরস্পরে শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তার অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছো। (তোমাদের অবস্থা এমনটি হয়েছিল যে,) তোমরা একটি অগ্নীকু-ের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের বাঁচিয়েছেন। এ ভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমুহ তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলেন। হয়ত এ নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে তোমরা নিজেদের কল্যাণের সোজা পথ দেখতে পাবে।"(সুরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জামায়াতবদ্ধ হয়ে মুসলিম ঐক্যকে সুসংহত করাকে ফরজ করেছেন। সুতরাং যে কোন মুসলিম নিজেদের খেয়াল খুশিমত মুসলমানদেরকে ভাঙনের গান শোনান, তারা অবশ্যই আল্লাহর এ ফরজের লংঘন করছেন। আল্লাহ তা'আলা বিচ্ছিন্ন হওয়াকে হারাম করেছেন এবং ঐক্যবদ্ধতাকে তিনি পছন্দ করেন। আল্লাহ বলেন" নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা শৃংখলার সাথে কাতারবন্দী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, এমন ঐক্যবদ্ধ যেন তা সীসাঢালা প্রাচীর।"(সুরা আস্ সফ ঃ ৪)

পরিশেষে, আমাদের সম্মানিত মুসলিম সমাজকে আল কুরআনের আলোকে অনুরোধ করতে চাই যে, মুসলিম জাতিকে ঘোর অমানিশা থেকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যের কোন বিকল্প নাই। বর্তমান মুসলমানদের তাহযীব-তমুদ্দন ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের পথে অনৈক্যই প্রধান প্রতিবন্ধক। সুতরাং আল কুরআনের দোহাই, ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের মতকে কুরবাণী দেয়ার চেষ্ঠা করুন এবং সকলমুসলমানদের দুরাবস্থার কথা চিন্তা করুন। ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে মুসলমানগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ট অবস্থানের অধিকারী। তবু তাদের এ দৈন্যদশা কেন? এর একটিই কারন তা হলে মুসলমানদের অনৈক্য আর এ অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র আল-কুরআনের সাথে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য। অথচ আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ও আমাদের সুভাগ্য যে, আজো অবিকৃত অবস্থায় আল-কুরআন আমাদের কাছে আছে যা অন্য কোন জাতি বা সমপ্রদায়ের কাছে নাই। সুতরাং কুরআন পড়ুন এবং কুরআনকে ঘিরে ঐক্যবদ্ধ হোন।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / December 25 // 2023

লন্ডনে শত শিশুর কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত

ঢাকা ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের লন্ডনে শত শিশুর কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রবাসে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলতে ও নাড়ির সঙ্গে মেলবন্ধন তৈরির লক্ষ্যে এই আয়োজন করা হয়। গত শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) ইস্ট লন্ডনের মেফেয়ার ভেন্যুতে 'চেতনায় বাংলাদেশ' নামের সংগঠন মহান বিজয় দিবসের বিজয় মেলা উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সী শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, সমবেত সংগীত ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এর পাশাপাশি ছিল শিশুদের দেশীয় সাজে যেমন খুশি তেমন সাজো, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও নৃত্যানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের ফুলেল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এম আকাশ। এ ছাড়া রেড ব্রিজ কাউন্সিলের মেয়র জ্যোৎস্না বেগমসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।





বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালী

বিজয় দিবস উদযাপন এবং নতুন কমিটি অভিষিক্ত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালী (বিএডিভি)-এর বিজয় দিবস উদযাপন এবং নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের মূল স্লোগান ছিলো 'বিজয়ের ঐক্যতানে, লাল সবুজের প্রাঙ্গণে'। গত ১৭ ডিসেম্বর রোববার ডেলোয়ারের ব্র্যান্ডউইন প্লাজা হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ড. আশিক। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রিত অতিথি ড. সুলতানা ক্রিপেনডর্ফ এবং ড. ডেভিড নালীন-কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

অভিষেক অনুষ্ঠানে বিএডিভি'র নতুন কমিটির সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক মিনহাজ সিদ্দিকীসহ কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা দায়িত্ব এবং শপথ গ্রহণ করেন। উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি শোয়েব আহমেদ ও নাইমুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহিদা আফরোজ, সমাজকল্যান সম্পাদক মুনমুন কোরেশী, কোষাধ্যক্ষ আফরোজা ইউসুফী এবং সদস্য ফারজানা চৌধুরী, রাজিয়া সুলতানা, জোহরা খাতুন কলি এবং মাজরেহা বিনতে জাহের। দায়িত্ব এবং শপথ গ্রহনের পর নতুন কমিটির সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাঁপিয়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সারা বেগমের উপস্থাপনায় অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিলো ভাস্কর শিল্পী আকতার আহমেদ রাশার একক শিল্পপ্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশ ভোজ। সাংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী এস, আই টুটুল, কৃষ্ণা তিথী খান এবং জলি দাস ও তার দল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ডা. নুরুন বেগম ডেজি ও তার দল। বিদায়ী সভাপতি ডা আশিক আনসার কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহনের পর নতুন কমিটির সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া উপস্থিত সকলে উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সবশেষে শিল্পীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে তিনটি বাংলাদেশী সংগঠন আমেরিকাতে গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়ার প্রথম সংগঠন হলো বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালী।

নতুন সংগঠন আমেরিকা বাংলাদেশ ল' এসোসিয়েশন ইউএসএ

সভাপতি বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল

বিশেষ প্রতিনিধি: বিভক্ত হয়ে গেলেন নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী আইজীবীরা। ফলে ভেঙ্গে গেলো বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ। নতুন সংগঠনের নাম হলো 'আমেরিকা বাংলাদেশ ল' এসোসিয়েশন ইউএসএ'। মূলত: সনদ নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র একটি পক্ষ নতুন এ সংগঠনটি গঠন করেন। নতুন সংগঠনের অনেক নেতা ও সদস্য-ই বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র সদস্য ছিলেন।



জানা যায়, গত ১৮ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত বিশেষ সভায় এই নতুন সংগঠনের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। কার্যকরি কমিটির সভাপতি পদে এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম নির্বাচিত হন।

নব নির্বাচিত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন: সহ সভাপতি- এডভোকেট সাইফুল ইসলাম, সহ সভাপতি- এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- এডভোকেট শিউলি পারভীন, কোষাধ্যক্ষ- এডভোকেট ফিরোজা আক্তার ন্যান্সি, সাংগঠনিক সম্পাদক- পর্না ইয়াসমীন, প্রচার সম্পাদক নূর ফাতেমা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- এডভোকেট শাহনাজ পারভীন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- ফাহিমা নাজনীন নিশা, দপ্তর সম্পাদক- সৈয়দ আজহারুল ইসলাম, আইন সহায়তা ও পুনর্বাসন সম্পাদক- মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং কার্যকরি সদস্য এটিএম শাহ আলম ও আবিদুর রহমান।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন যথাক্রমে দস্তগীর জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আবুল কালাম আজাদ তালুকদার, মোর্শেদা জামান ও এডভোকেট জাকির মিয়া।

সভা সূত্র জানায়, সংগঠনের সাবেক সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুলের সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের পরিচালনায় ১৮ ডিসেম্বরের সভায় ১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় নতুন সংগঠনের নাম দেয়া হয় আমেরিকা বাংলাদেশ ল' এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। শিগগিরই নব নির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বলে সভায় জানান হয়।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কতিপয় ষড়যন্ত্রকারী রয়েছে যারা ঐক্যে বিশ্বাসী নয়, ভাঙ্গনে বিশ্বাসী। তাদের কারণেই আমরা আমাদের হাতেগড়া সংগঠনটি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। সামান্য সনদ নিয়ে দুই ভাগ হয়ে গেল বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ। সনদের বিরোধীতা করে সংগঠনের সাধারণ সভা থেকে বের হয়ে পরবর্তীতে সমঝোতার জন্য চেষ্টা করেও কোন উত্তর না পেয়ে আমরা অন্য পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি। কোন ঝামেলায় না জড়িয়ে নতুন একটি সংগঠন সৃষ্টি করি।

ফিলাডেলফিয়ায় 'সিরাতুল জান্নাহ সেন্টার' মসজিদ ও মাদ্রাসায় অগ্নিকান্ড

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়া রাজ্যের নর্থ ইষ্ট, ফিলাডেলফিয়ার ৭৭৩৫ ক্যাস্টর এভিনিউতে অবস্থিত 'সিরাতুল জান্নাহ সেন্টার' মসজিদ ও মাদ্রাসায় সোমবার দিবগত রাত ৯টার দিকে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগ্নিকান্ডে মাদ্রাসার স্থাপনার বেশ ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।



তবে অগ্নিকান্ডের সময় পুরো ভবন ফাঁকা ছিল, ফলে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় ফায়ার বিভাগ ঘটনার তদন্ত করেছে। খবর ইউএনএ'র।

সিরাতুল জান্নাহ সেন্টারে দৈনিক সালাত, ফুলটাইম এবং পার্টটাইম ইসলামিক ক্লাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সেন্টারের সকল কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ঘোষনা দিয়েন। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় সেন্টারের ফুল টাইম ক্লাস পাশেই অবস্থিত নর্থ ইষ্ট ফিলাডেলফিয়া ইসলামিক সেন্টার, টাইসন এভিনিউতে এবং পার্ট টাইম ক্লাস ভার্চুয়ালি ২০ ডিসেম্বর বুধবার থেকে শুরু করা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।











নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটি গঠিত

সভাপতি ডা. সারোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের ১৬টি জেলার যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের অন্যতম বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন (এনবিএফ) ইউএসএ'র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটিতে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. চৌধুরী সার-ওয়ারুল হাসান সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোজাফফর হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) জামাইকার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সভায় ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের জন্য ৩১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সভায় কার্যকরী কমিটি ছাড়াও ১৬টি জেলা থেকে ১৬ জন ডিষ্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর প্রতিনিধিও নির্বাচিত করা হয় হয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং বিশেষ মুনাজাত করা হয়। মুনাজাত পরিচালনা করেন মুওলানা রফিকুল ইসলাম। খবর ইউএনএ'র।

ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা গেছে, ইতিপূর্বে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান। কমিশনের অন্য ২ জন সদস্য ছিলেন ড. রুহুল কুদ্দুস ও দবিরুল ইসলাম।

নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর আগে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি করেন ডা. আব্দুল লতিফ। সভায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সম্মিলিত প্যানেল নির্বাচন কমিশনের কাছে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকল প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেন। সভায় উত্তর বঙ্গের উল্লেখযোগ্য প্রবাসীদের মধ্যে নাসির আলী খান পল, মিসেস নিলুফার খান, জহুরুল ইসলাম টুকু, শমসের আলী, জিয়াউর রহমান, রেজাউল হক, গোলাম রাব্বানী, রাজীব আলী, শরিফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন-এর নতুন কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সিনিয়র সহসভাপতি- এবিএম মিজানুল হাসান, সহ সভাপতি- অধ্যক্ষ আজিজুল হক মুন্না, আবু তাহের, জাহাঙ্গীর আলম, তাসকিন আহমেদ ও ফরহাদ হোসেন রোজেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোস্তফা কামাল মিল্টন, সহ সাধারন সম্পাদক- শাহনারা বেগম রিনা, শফিউল আলম শফিক ও আব্দুল কুদ্দুস মিয়া কানন, কোষাধ্যক্ষ- আব্দুর রকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক- রোকনুজ্জামান রোকন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- মিজানুর রহমান মিলন, দফতর সম্পাদক- এস এম জি-ন্নাহ, ক্রিড়া সম্পাদক- গোলাম রাব্বানী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জিয়াউর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-মোহর খান, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ডা. নার্গিস রহমান, প্রচার সম্পাদক- রাহিমুল হুদা প্রধান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- আদান ইসলাম। কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন যথাক্রমে হাসানুজ্জামান হাসান, রাকিবুজ্জামান খান তনু, মোতাহার হোসেন, ডা. শাহনাজ আলম, মো: কাউসার আলী,এম শামিম আহমেদ ও মসিতুল্লাহ মাসুম।

সবশেষে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নব নির্বাচিত সভাপতি ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নিলুফার খান স্বপ্না।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA




জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের নতুন কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটির সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার -জেএমসি। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য প্রতি দু'বছর অন্তর একটি **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

একস্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ

বিদায় ২০২৩, স্বাগত ২০২৪। বিগত বছরে নিউইয়র্ক থেকে একাধিক বাংলা মিডিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আসছে ইংরেজী নতুন বছরে আরো একাধিক মিডিয়া প্রকাশের কথা শুনা যাচ্ছে। বর্তমানে কমিউনিটিতে কয়টি মিডিয়া নিয়মিত প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত হচ্ছে তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। কেননা, ইতিমধ্যেই অনেক প্রিন্ট মিডিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক মিডিয়া অনলাইনে চলে গেছে, অনেক পত্রিকা পাঠক নিয়মিমত হাতে পাচ্ছেন না **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)**

বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সভায় তথ্য

আরো ৫০০ কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ৮০ হাজার ডলারের ভায়োলেশন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সভায় জানানো হয়েছে যে কমিউনিটির বড় গ্রয়র কারণে মানুষের কবরের প্রয়োজনী-য়তাও বাড়ছে। ফলে সোসাইটির পক্ষ থেকে আরো ৫০০ কবর ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভায় আরো জানানো হয় যে, সোসাইটি ভবন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ সিটি কর্তৃক বিভিন্ন ভায়োলেশনের জন্য বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। ভবন **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**



ওজনপার্কে মালিক কর্তৃক বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা

বাংলাদেশী সেই বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার'র চার্জ গঠন



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ওজনপার্ক এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়াটিয়ারা **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

আগামী'র নতুন সভাপতি হলেন পারভেজ



বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের অলাভজনক সংস্থা 'আগামী ইনক'। এই সংস্থার ২০২৩-২০২৪ মেয়াদে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

টাইম টিভি'র ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার সামিউল ইসলামের মায়ের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য, বিশিষ্ট ব্রডকাস্ট ইঞ্জি-নিয়ার, টাইম টেলিভিশন-এর ব্রডকাস্ট চীফ সামিউল ইসলামের মা মনোয়ারা আহমেদ (৯১) ইন্তেকাল করেছেন। সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

নিউইয়র্কে নানা অপরাধের সংক্ষিপ্ত খবর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের কুইন্সে এক বন্দুকধারীর গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিন জন। গত ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকেলে কুইন্সের জ্যামাইকার ১৪৩ স্ট্রিটে এই ঘটনা ঘটে। হতাহতদের বয়স ২৯, ২৯, ৩৬ ও ৪৩। ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা একটি গাড়ির **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটি গঠিত

সভাপতি ডা. সারোয়ার ও সম্পাদক মাজাফফর




নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের ১৬টি জেলার যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের অন্যতম বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন (এনবিএফ) ইউএসএ'র নতুন কমিটি গঠিত **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)**



কুরআন বিমুখীতাই মুসলমানদের অনৈক্যের কারণ

জাফর আহমাদ

সারা পৃথিবীতে প্রায় ২০০ কোটি মুসলমান। মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বলে তারা **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

খেলার খবর

সবার মুখে মুখে যেন আমার নাম থাকে : ফারজানা

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করেন ফারজানা হক। ৫ মাস পর আরো একটি অর্জন এই ওপেনারের। আগেরটা ছিল নিজ দেশে,**(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

হেলথ টিপস

শীতে পায়ের যত্ন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শীতে পা-দু'টিকে সুন্দর রাখতে চাই একটু বাড়তি যত্ন। এ সময় বাইরে অনেক ধুলাবালি থাকে তাই বাইরে থেকে ফেরার পর কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস ও এক চিমটি লবণ মিশিয়ে **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

বিনোদন

প্রিয়া আমাকে দিয়েছে ব্লেজার আর ঘড়ি, আমি দিয়েছি টাকা

অপূর্ণ রুবেল: বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের একসময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা, আবৃত্তিকার **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**




GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

নিউইয়র্কে হৃদয়ে বাংলাদেশ'র বিজয় দিবস উদযাপন

নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার আহবান

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বিজয় শোভাযাত্রা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা মধ্য দিয়ে 'হৃদয়ে বাংলাদেশ'র উদ্যোগে উদযাপিত হয়েছে বাংলাদেশের ৫৩ তম মহান বিজয় দিবস। দু'দিনব্যাপি অনুষ্ঠানমালায় ছিল ১৭ ডিসেম্বর বিজয় শোভাযাত্রা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্যসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। ১৬ ডিসেম্বর শ্রদ্ধা-ভালোবাসার এ আয়োজনে স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলের দেয়ালে অঙ্কিত স্মৃতিসৌধে ফুল **(বাকি অংশ ৩০ পাতায়**

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
Kuwait Airways
SAUDIA
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
Authorized Agent of
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE P0ARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com